প্রথম বর্ষ

প্রথম সংখ্যা

الله نزل احسن الحديث

القرآن الحكيم ۳۹:۲۳

ترجمان الحديث

بنگال و آسام میں تحریک اہل حدیث کا واحد ترجمان

তর্জুমানুল হাদিছ

আহলে হাদিছ আন্দোলনের মুখ পত্র

সম্পাদক:- মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদিছ প্রধান কার্য্যালয়
পাবনা, পাক বাঙ্গালা

প্রতি সংখ্যা ।।৩ আনা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।।০

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদিছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদিছ আন্দোলনের মুখপত্র।

প্রথম বর্ষ | মুহাররমুল হারাম, ১৩৬৯ হিজরী | প্রথম সংখ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و العاقبة للمتقين، و لا عدوان إلا على الظالمين - و اشهد ان لااله الا الله و حده لا شريك له رب العالمين و اله المرسلين، له ملك السموات و الارض و ما بينهما وله الحكم فى الاخرة و الاولى، و هو احكم الحاكمين، و ما كان لبشر ان يوتيه الله الكتاب و الحكم و النبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لى من دون الله و لكن كونوا ربانيين - ثم جعلكم خلائف فى الارض لينظر كيف تعملون، ليجزيهم الله احسن ما عملوا و يزيدهم من فضله و يجرهم من عذاب مهين -

و اشهد ان محمدا عبده و رسوله المبعوث رحمة للعالمين و خاتم النبيين و محجة للسالكين و حجة على جميع المكلفين و هو افضل المرسلين، فرق الله برسالته بين الهدى و الضلال و الغى و الرشاد و الشك و اليقين - فهو الميزان الراجح الذى على اقواله و اعماله توازن الاخلاق و الاقوال و الاعمال - و بمتابعته و الاقتداء به يتميز اهل الهدى من اهل الضلال -

ارسله على حين فترة من الرسل بين يدى الساعة بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله، فهدى به الى اقوم الطرق و اوضح السبل - و فرض على العباد طاعته و محبته و تعزيره و توقيره و القيام بحقوقه و اغلق ابواب الجنة من دونه - و جعل الطرق كلها مسدودة فلايفتح لاحد الا من الطريقة المحمدية - فشرح الله له صدره و رفع له ذكره ووضع عنه وزره - و جعل الذلة و الصغار على من خالف امره - هدى به من الضلالة و علم به بعد الجهالة وارشد به من الغى، وفتح به اعينا عميا، و اذانا صما و قلوبا غلفا - فبلغ الرسالة وادى الامانة و نصح الامة وجاهد فى الله حق الجهاد، لايرده عنه راد، ولا يصده عنه صاد، حتى سارت دعوته مسير الشمس فى الاقطار و بلغ دينه القيم مابلغ الليل و النهار -

www.ahlehadeethbd.org

فصلى الله على محمد صلاة زاكية مادار القمران و سلم عليه سلاماً وافرا متكاثرا ماتعاقب الملوان فى البوادى و العمران و على اصحابه النجباء الامناء الذين بايعوه بالصدق و اليقين و بذلوا سعيهم لاقامة الدين المتين - و على اله الطيبين الطاهرين - و على سائر من حمل لواء الشريعة المحمدية الغراء و نشر بجهده و جده علم السنة البيضاء خصوصاً على ائمة اهل الحديث البررة الكرام الحاذقين بادواء النفوس الذين يسوسون الانسان حيث قيل فيهم: لايزال طائفة من الامة المحمدية منصورين لايضرهم من خذلهم حتى يقوم الناس لرب العالمين -

হাম্‌দ ও নাআৎ

সকল বিশ্বের—প্রতিপালক আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা। সচ্চরিত্রগণ চূড়ান্ত সাফল্যের অধিকারী আর সীমা লঙ্ঘনকারীরা ব্যতীত কেহই সর্ব্বস্বান্ত হইবেনা।

আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি—যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন প্রভু নাই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁহার কেহ অংশী নাই। তিনি সকল জগতের পোষণকারী এবং প্রেরিত মহাপুরুষগণের প্রভু। আকাশ-মণ্ডল, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী সকল বস্তু তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। আদি ও অন্তে তাঁহারি আদেশ বলবৎ রহিয়াছে। তিনিই প্রকৃত শাসন কর্ত্তা (Supreme Authority)। এরূপ কোন ব্যক্তি, যাহাকে আল্লাহ গ্রন্থ, রাজত্ব ও নবুওৎ প্রদান করিয়াছেন, মানব সমাজকে তাহার এরূপ কথা বলার অধিকার নাই যে, "আল্লাহর পরিবর্ত্তে আমার আজ্ঞাবহ হও," পক্ষান্তরে তাহাকে বলিতে হইবে "তোমরা সকলে পরম প্রতিপালকের অনুরক্ত হইয়া যাও"।

"আল্লাহ মুছ্‌লিমকে ভূপৃষ্ঠে তাঁহার প্রতিনিধি (Vicegerent) করিয়াছেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর তাহারা কিরূপ আচরণ করে, তাহা তিনি দেখিতে চান"। যাহারা যোগ্যতার সহিত কর্ত্তব্য পালন করিতে সক্ষম হইবে, তাহাদিগকে আল্লাহ সর্ব্বতোভাবে পুরস্কৃত এবং তাহাদের প্রতি স্বীয় অনুকম্পা সম্প্রসারিত করিবেন এবং লাঞ্ছনার অভিশাপ হইতে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে।

আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ আল্লাহর দাস এবং রছুল। তিনি জগত সমূহের জন্য করুণারূপী, আল্লাহর সর্ব্বশেষ সংবাদ বাহক। তিনি নবীগণের আবির্ভাবের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন। তিনি যাত্রীদলের লক্ষ্যপথ এবং বরণকারীদের বরেণ্য, প্রেরিত মহাপুরুষগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

হেদায়ৎ ও ভ্রান্তি, ঋজুতা ও বক্রতা এবং সংশয় ও নিশ্চয়তার মধ্যে আল্লাহ তাঁহার পয়গম্বরীর সাহায্যে ব্যবধান স্থাপন করিয়াছেন। যাঁহার উক্তি ও আচরণ দ্বারা নীতির বিধান এবং সকলপ্রকার কার্য্য ও বাক্য পরিমিত হয়, তিনি সেই সুদৃঢ় তুলাদণ্ড। সঠিক পথের যাত্রী আর দিশাহারা পথিক দিগকে তাঁহারি অনুসরণ ও অনুগমনের সাহায্যে চিনিয়া লইতে পারা যায়।

www.ahlehadeethbd.org

প্রলয়ের ঊষা উদিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, রছুলগণের আবির্ভাব সংবৃত হইবার প্রাক্কালে সঠিক পথের সন্ধানদাতা রূপে স্বয়ংসত্য বিধান সহকারে আল্লাহ্ তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন.—সকল প্রক্ষিপ্ত ও কৃত্রিম বিধানের উপর সেই স্বয়ংসত্য বিধিকে জয়যুক্ত করার জন্য। সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় মত এবং সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট পথের সন্ধান মানবজাতিকে আল্লাহ্ তাঁহারি সাহায্যে প্রদান করিয়াছেন।

মানব জাতির জন্য তাঁহার আনুগত্য, অনুরাগ, শ্রদ্ধাও সম্মানকে আল্লাহ্ ফরয করিয়াছেন। তাঁহার প্রাপ্যসম্মান রক্ষার্থে প্রাণ-পণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং তিনি ব্যতিরেকে বেহেশ্‌তের দ্বার সকলের জন্য অবরুদ্ধ করা হইয়াছে। আল্লাহর সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি অর্জ্জনের সকল দুয়ার অর্গলাবদ্ধ, মোহাম্মদী রাজপথ ব্যতীত কাহারো জন্য অন্য কোন পথ মুক্ত নাই।

তাঁহার হৃদয়কে আল্লাহ্ অবারিত, তাঁহার নামকে মহিমান্বিত ও চিরজাগ্রত এবং তাঁহার ভারকে তাঁহার উপর হইতে অপসারিত করিয়াছেন। যাহারা তাঁহার অবাধ্য তাহাদের জন্য অপমান ও পরাধীনতা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ভ্রান্তির তিমির হইতে মানবকে তাঁহার দ্বারা আল্লাহ্ উদ্ধার করিয়াছেন। অজ্ঞতার কুহেলিকার পর তাঁহার সাহায্যে জ্ঞানের দীপ্তি বিকীর্ণ করিয়াছেন কুপথ হইতে সুপথের জয়যাত্রা তাঁহার নেতৃত্বেই সম্ভবপর হইয়াছে। তাঁহার দ্বারাই অন্ধ চক্ষুগুলি দর্শনশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে, বধির কর্ণগুলি শ্রবণশীল হইয়াছে এবং আবৃত হৃদয়গুলি মুক্তিলাভ করিয়াছে।

আল্লাহর পয়গাম তিনি মানব সমাজের কাছে সঠিক ভাবে পৌছাইয়া দিয়াছেন, যাহা তাঁহার নিকট গচ্ছিত ছিল, বিশ্বস্ততার সহিত তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। জাতির সর্ব্বতোভাবে কল্যাণ কামনা করিয়াছেন এবং আল্লাহর পথে তাঁহার শেষ শক্তি প্রয়োগ করিয়া সংগ্রাম চালাইয়াছেন। কেহই তাঁহার প্রতিবাদ করিতে এবং তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হয় নাই। এইরূপে তাঁহার আহ্বান সূর্য্যের গতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর প্রতি প্রান্তে প্রচারিত এবং তাঁহার অভ্রান্ত মতবাদ দিবস যামিনীর আবর্ত্তন-সীমা পর্য্যন্ত বিঘোষিত হইয়াছে।

যতদিন চন্দ্রসূর্য্য গতিশীল রহিবে, ততদিন পর্য্যন্ত আল্লাহর পবিত্র আশিস মোহাম্মদের উপর বর্ষিত হউক! গ্রাম ও নগর সমূহে যতদিন পর্য্যন্ত দিবা ও রজনীর আবির্ভাব ঘটিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার উপর আল্লাহর অফুরন্ত বিমল শান্তিধারা প্রবাহিত হইতে থাকুক এবং তাঁহার সম্ভ্রান্ত ও বিশ্বস্ত সহচর-বৃন্দের উপরেও, যাঁহারা বিশ্বাস ও সততার সহিত তাঁহার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সুদৃঢ় ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কল্পে তাঁহাদের যাবতীয় শক্তি ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পবিত্র ও বিশুদ্ধ পরিবার-বর্গের উপরেও।

আর যাঁহারা মোহাম্মদী শরিআতের বিজয় পতাকার ধারক ছিলেন এবং অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত বিশুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক ছুন্নতের বিজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উপরেও; বিশেষতঃ মহা-মাননীয় ও মহাধার্ম্মিক আইলে হাদিছ ইমামগণের উপর, যাঁহারা আত্মার সর্ব্ববিধ পীড়ার ধন্বন্তরী এবং জাতির শাসন-সৌকর্য্যে সুনিপণ ছিলেন, যাঁহাদের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, আল্লাহর সম্মুখে সকল মানবের সমবেত হইবার দিবস পর্য্যন্ত মোহাম্মদী উম্মতের মধ্যে একটী দল সর্ব্বদা জয়যুক্ত থাকিবে, অনিষ্টকারীরা তাহাদের ক্ষতি সাধন করিতে পারিবেনা।

www.ahlehadeethbd.org

"খোশ্ আমদেদ্"

আবু ছাঈদ মোহাম্মদ—

খোশ্ আমদেদ্ তর্জুমান! খোশ্ আমদেদ্ তর্জুমান!!
বার্তা বাহক যিন্দেগীর, মূর্ছিত যে তুই মূর্তিমান।
তোর আগমন বার্তাতে আজ, লহু নতুন যিন্দেগীর,
মূর্দা সমাজ শিরায় যাহা, বইছে গো তার নাই নযীর।
কাট্‌লো নিশি দীর্ঘ আঁধার, বঙ্গাসামী মুছলিমের,
আস্‌ছে ভেসে ভোর বাতাসে, বূ হেজাযী গুল্‌বাগের।
দূর করো এ মরণ ব্যাধি, সমাজ দেহের ভেদ্-রেখা,
ঐ দেখা যায় "মিলন প্রভাত," পূর্ব্বাকাশের গায়ে লেখা।
উঠ্‌লো এবার সমাজ বুঝি, লক্ষ্য পথে ছুট্‌লো গো,
লা ইলাহা মন্ত্রে আবার, কুফ্‌র্‌ও বাতিল টুট্‌লো গো।
সত্য সাধক! হও আগুসার, আল্লাহ্ যে তোর মদদ্‌গার,
বিঘ্ন হ'বে জয়-যাত্রায়? রোধ্‌বে তোমায়!! সাধ্য কার?
তর্জুমানুল হাদিছ! তব হোক মুবারক যিন্দেগী,
জগতটারে দাও শিখিয়ে খোদার খাঁটি বন্দেগী।
রাজ্যে খোদার হোক কুফরী হুকুমতের অবসান,
ইছলামের এ আবাস ভূমি মোদের প্রিয় পাকিস্তান।
সম্ভাষিতে তোমায় মোরা পাইনে ভাষা মোটেই আজ,
খোশ্ আমদেদ্ জানাই শুধু হায়াৎ তব হোক্ দারায।

www.ahlehadeethbd.org

লক্ষ্যের পথে—

درین دریا ئے بے پایاں درین طوفان موج افزا
سر افگندیم بسم اللہ مجریہا و مرسا ہا !

আল্লাহর অপার অনুগ্রহে তাঁহার পবিত্র নাম লইয়া **"তর্জুমানুল হাদিছ"** যাত্রা শুরু করিল।

যে সকল আশা ও আকাঙ্খা বুকে লইয়া ইহার ছফর আরম্ভ হইল, তার সাফল্য ও সার্থকতা সর্ব্বসিদ্ধিদাতা কৃপানিধান আল্লাহর মুবারক মর্‌যির উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের লক্ষ্যপথ যে বিপদসঙ্কুল ও দুরধিগম্য, আমরা তাহা অবগত আছি। ঘোর অমানিশির মধ্যভাগে, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রপথে, প্রবল ঝটিকার প্রতিকূলে যাত্রা আরম্ভ করা যে কতখানি—দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক, তা কে অবগত নয়?

বিশেষ করিয়া, যাহারা সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ নাবিক নয়, যাহাদের বাহু দুর্ব্বল, যাহাদের তরণী ভেলার সমতুল্য—তাহাদের পক্ষে দুস্তর পারাবার পাড়ি দিবার সঙ্কল্প যে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয় তা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। যাঁহারা উপকূলে বসিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে প্রমোদ বিলাসে নিমগ্ন রহিয়াছেন এবং শান্তিময় জীবন যাপন করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য হয় তো অনুযোগ করিবেন,——কিন্তু উপায় কি? আমাদের বিলম্ব করার আর যে সময় নাই! যোগ্য ও বলিষ্ঠ কাণ্ডারীগণের অপেক্ষায়, শক্তিশালী ও দুর্ভেদ্য রণপোতের আশায় আর যে বসিয়া থাকার অবসর নাই!

ইছ্‌লাম তার ভক্ত ও অনুগামী দলের নিকট তাহাদের শেষ কোরবানি দাবী করিয়াছে। ইছ্‌লাম,—তথা কোর্‌আন ও ছুন্নতের বিরুদ্ধে চতুর্ব্বিধ মূর্খতা সমবেত ভাবে যে ব্যূহ রচনা করিয়াছে, তাহা বিধ্বস্ত করিয়া শাশ্বত ও অবিমিশ্র ইছলামকে—সুরক্ষিত ও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইছলাম তার সন্তান সন্ততিকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছে;

یا داعی الاسلام قم و انعہ
قد زال عرف و بدء منکرا !

* * *

আমাদের গতিপথের সন্ধান জানিতে হইলে কতকগুলি বিষয় বুঝিতে হইবে।

ব্যক্তি ও সমষ্টির জন্য যে জীবন-সূচী (Code of life) অবলম্বিত হয়, তার বুনিয়াদ কতকগুলি মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। বিশ্বাস বা আকিদা (Faith) কে কেন্দ্র করিয়াই সকল প্রকার রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রুহানি মুক্তির বিধান এবং আখ্‌লাক, সংস্কৃতি ও তামাদ্দুন গড়িয়া উঠে। মতবাদ, আকিদা ও বিশ্বাসগুলি প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক (**Metaphysical**) ও মনস্তাত্ত্বিক (**Psychological**)। মানুষ কি? বিরাট বিশ্বে—তার স্থান কোথায় এবং কিরূপ? বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের বিধান ও সূত্র কি? এই সকল প্রশ্নের সঠিক বা ভুল সমাধানের দ্বারা চরিত্র ও আচরণের মূল্য নিরূপিত হয়। উল্লিখিত প্রশ্নাবলীর জওয়াবের উপরেই এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে যে, দুনিয়ায় মানুষের ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত এবং পৃথিবীতে তাহাকে কি ভাবে কোন্ কোন্ কাজ সমাধা করিয়া যাইতে হইবে?

রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি ও আধ্যাত্মিকতার যতগুলি বিধান এ যাবৎ গৃহীত হইয়া আসিয়াছে, তাহাদের পারস্পরিক পার্থক্য উল্লিখিত নীতিগত মতবৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

... ...

কোরআন এবং তার ধারক ও প্রচারক ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া ছাল্লাম যে সকল নীতি কে—কেন্দ্র করিয়া চরিত্র ও আচরণের মূল্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন, কোরআনের পরিভাষায় "ঈমান" নামে সেগুলি অভিহিত এবং উক্ত "ঈমানিয়াৎ" এর ভিত্তির উপর যে জীবনসূচী বা কর্ম্মপদ্ধতি গ্রথিত হইয়াছে, তাহার নাম ইছ্‌লাম। ইছ্‌লাম তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী নৈতিক বিধানগুলিকে মূর্খতা বা "জাহেলিয়ৎ" আখ্যা প্রদান করিয়াছে।

ইছ্‌লামের প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী নীতির নাম বহু-

www.ahlehadeethbd.org

ঈশ্বরবাদ—Polytheism বা মুশরিকানা জাহেলিয়ৎ। এই নীতির সারমর্ম্ম যে, বিশ্বচরাচর ও সৌরমণ্ডল স্বয়ম্ভু এবং প্রভুহীন নয়, পক্ষান্তরে প্রভুত্ব পরিচালনার কার্য্য একাধিক এবং বহু স্বাধীন (Independent) ও অধীন (Subordinate) উপাস্যদলের মধ্যে বিভক্ত রহিয়াছে। জড়চৈতন্যবাদ (Feticlism) প্রকৃতির সকল অচেতন পদার্থ : পাষাণস্তূপ, পানি, বায়ু, চিত্র ও মূর্ত্তিসমূহকে বিশ্বের প্রভু ও নিয়ামক বলিয়া স্থির করিয়াছে। পিশাচবাদ (Demonism) অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি উদ্ভিদ, গরু, শুকর প্রভৃতি প্রাণী এবং মানুষকে জগত-সংসারের প্রভু ও চালক রূপে নিরীক্ষণ করিয়াছে। নীচ গোত্র সমূহ হইতে শুরু হইয়া হেলেনিক (Hellenic) সভ্যতার চরমোৎকর্ষের ভিতর এই জাহেলী নীতির বিকাশ ঘটিয়াছে। প্রাচীন গ্রীক কিংবদন্তীগুলি মুশরিকানা জাহেলিয়তের জলন্ত নিদর্শন। আধুনিক কবি ও শিল্পীদের উৎকৃষ্ট প্রতিমূর্ত্তি আজো তাহারা পৃথিবীকে যোগাইয়া থাকে।

মুশরিকানা জাহেলিয়তের যে নীতি, তার কোনরূপ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ (Scientific proof) নাই, শুধু কল্পনাবিলাস ও কবিত্বের উপর উহা প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং কাল্পনিক ও দৃশ্যমান বস্তু সমূহকে স্রষ্টা ও প্রভু মানিতে গিয়া মুশ্‌রিকের দল কোনসময়ে একমত হয় নাই, হইতে পারে নাই। অন্ধকারে হাতড়াইতে গিয়া যার উপর হাত পড়িয়াছে, তাহাকেই উপাস্য বানাইয়া লওয়া হইয়াছে। ভাবপ্রবণতার আতিশয্যে ফেরেশ্‌তা, জিন, দানব, প্রেত, আত্মা, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, জীবন্ত ও মৃত মানব, পাহাড়, নদী, উদ্ভিদ, অগ্নি, মৃত্তিকা, বস্তুনিরপেক্ষ ও শূন্যগর্ভ কল্পনা (Abstract Ideas) যেমন কাম, ক্রোধ, প্রেম, সৌন্দর্য্য, যুদ্ধ, পীড়া, লক্ষ্মী ও শক্তি প্রভৃতি ; নিছক কাল্পনিক বস্তু, যথা নরসিংহ, মীনমানব—পরীমানব, চতুর্মুখ, সহস্রবাহু, গজানন ইত্যাদিকে মুশ্‌রিকদের উপাস্য সঙ্ঘে স্থান দেওয়া হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে উপাস্যমণ্ডলীর চতুর্দ্দিকে কুসংস্কার ও—উপাখ্যানের এমন এক বিরাট যাদুমন্দির তৈয়ার হইয়াছে যে, উদ্ভট কল্পনাশিল্পের চাতুর্য্য ও সূক্ষ্ম কারিগিরি দেখিয়া হতবুদ্ধি হইতে হয়।

মুশ্‌রিকানা জাহেলিয়তের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে প্রভু ও উপাসকদের সংখ্যা কমিয়া তিন জনে সীমাবদ্ধ হইয়াছে। ত্রিত্ববাদের (Trinity) কালেডিয় সংস্করণে অনু, বাআল ও অ'আ ; হিন্দু সংস্করণে ত্রিমূর্ত্তি : ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আর খৃষ্টধর্ম্মের রোমক—সংস্করণে পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্রাত্মার মতবাদ স্থান লাভ করিয়াছে।

যে সকল জাতির মধ্যে পরমপ্রভু বা "বড়খোদা"র আদর্শ বর্ত্তমান আছে, তাহারা উপাস্যমণ্ডলীর মধ্য হইতে একজনকে সম্রাটরূপে আর—অপরাপর উপাস্য দেবতাকে তাহার মন্ত্রী, পারিষদ, আমলা ও কর্ম্মচারীরূপে কল্পনা করিয়া লইয়াছে। তাহাদের বিবেচনায় নিম্নস্তরের দেবতাদের মধ্যস্থতা ব্যতীত পরম প্রভুর সান্নিধ্য অর্জ্জন করার উপায় নাই। এমন কি 'বড় খোদা'র সমস্ত রাজ্য 'ছোট খোদা'দের মধ্যেই বিভক্ত রহিয়াছে বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করে।

মুশ্‌রিকানা জাহেলিয়তের তৃতীয় পর্য্যায়ে উপাস্য দলের সংখ্যা আরো হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া দুই জনে দাঁড়াইয়াছে। দ্বিশ্বরবাদী (amphitheist) গণের মতে দুইজন ভিন্ন ভিন্ন খোদার দ্বারা পৃথিবীর শাসন কার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে, যথা :—কল্যাণ ও আলোকের খোদা আর অকল্যাণ ও অন্ধকারের ঈশ্বর। সকল সময়ে ঈশ্বর দুইজন পরস্পরের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত থাকেন, পৃথিবীতে যাহা কিছু সংঘটিত হয়, তাহা উক্ত সংঘর্ষের পরিণাম ফল। সত্য, সৌন্দর্য্য, আলোক, শান্তি ও আনন্দ বিতরণ করেন—ভাল খোদা,—দুর্দ্দান্ত খোদা সমস্ত অনর্থের মূল, তাঁহার বাধা প্রদানের ফলেই জগতে অশান্তি, অকল্যাণ, অন্ধকার ও বিপদ সংঘটিত হয়। হয্‌রত ঈছার (দঃ) দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে পারসিকদের যিন্দ মতবাদ অনুসারে ইয়ায্‌দানের সহিত আহ্‌রামানের, খৃষ্টের হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতে বিষ্ণুর সহিত শিবের, পুরাতন মিছরে Osiris-এর সহিত Typhon এর,

www.ahlehadeethbd.org

হিব্রুদের মধ্যে বসুন্ধরা জননী Katurah র সঙ্গে—স্বর্গের নির্ম্মম পিতা Moloch এর বর্ণিত সংগ্রাম চলিয়াছিল।

ইলাহি শিক্ষার ফলে যে সকল মানুষের মধ্য-হইতে একাধিক উপাস্য ও বিভিন্নরূপী প্রভুর কল্পনা অন্তর্হিত হইয়াছিল, তাহারাও কালক্রমে মুশরিকানা জাহেলিয়তের আওতায় পড়িয়া নবী, ওলি, গওছ, কুতব শহিদ, আব্দাল, আলেম, পীর এবং আল্লাহর প্রতিচ্ছায়া(!) গণের প্রভুত্ব ও খোদাবন্দীর সংস্কারে আক্রান্ত হইয়াছে। যে সকল সিদ্ধ পুরুষ ও মহা-কর্ম্মী 'গায়েরুল্লাহ'র রাজত্বকে নিঃশেষ করার সাধনায় জীবনপাত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই আত্মবিস্মৃত মূর্খের দল মুশরেকদের উপাস্য দেবতাগণের পরি-বর্ত্তে প্রভু ও উপাস্যরূপে বরণ করিয়া লইয়াছে। মুশরিকানা পূজাপদ্ধতির পরিবর্ত্তে যিয়ারত, ফাতেহা, নেয়ায, নযর, উরছ, উৎসর্গ ফুলচন্দন, নিশান, ঝাণ্ডা, পতাকা, তাযিয়া, দর্গাহ প্রভৃতি ধর্ম্মাচরণের নূতন শরিআৎ প্রণয়ন করিয়াছে। ধর্ম্মীয় ও জাতীয় নেতৃ-বৃন্দের জন্ম, মৃত্যু, আবির্ভাব, অন্তর্দ্ধান, কারামৎ, অস্বাভাবিক লীলা, ক্ষমতা, স্বেচ্ছাচার এবং আল্লাহর দরবারে তাঁহাদের সীমাহীন ও অঙ্গাঙ্গি নৈকট্যের এমন অপ্রমানিত উপাখ্যানাবলী (Mythology) বিরচিত হইয়াছে যে, সকল দিক দিয়া সেগুলি মুশরিকানা উপাখ্যান সমূহের সহিত সমকক্ষতা করিতে সক্ষম। পক্ষান্তরে ওছিলা (মধ্যবর্ত্তিতা), সাহায্য ও ফয়েযের (অনুপ্রাণনা) নামে সাধুসজ্জন-দের সঙ্গে এমন নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে যাহা অবিমিশ্র ইছলামে শুধু সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ আর মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। মুশ-রিকদের মধ্যে খোদার কল্পিত অংশীরা স্পষ্টভাবে প্রভু, অবতার, দেবতা ঈশ্বরপুত্র, স্বামী, ঈশ্বর ও god বলিয়া কথিত হয় আর নবীগণের শিক্ষা হইতে ভ্রষ্ট মুছলিমের দল সাধু সজ্জনদিগকে গওছ, কুতব, আব্দাল ও ওলি প্রভৃতি শব্দের আড়ালে লুকাইয়া অভিষ্ট সাধন করিতে চায়।

* * * *

ইছলামের দ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী নীতির নাম সন্ন্যাস—**Asceticism** বা রুহবানি জাহেলিয়ৎ। এই নীতির সারকথা হইতেছে যে, পৃথিবী আর মানু-ষের দেহ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র কারাগার সদৃশ। মানুষের আত্মাকে দেহরূপী কারাগারে কয়েদ করিয়া রাখা হইয়াছে। প্রবৃত্তির আকর্ষণ ও দৈহিক সমুদয় প্রয়ো-জন কারাগারের বেড়ী আর শিকল। পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের যোগসূত্র যত বাড়িতে থাকিবে, তাহার আত্মা ততোধিক কলুষিত এবং তাহার বন্ধন ততবেশী শক্ত হইয়া যাইবে। পার্থিব সকল সম্পর্ক এবং প্রবৃত্তির সমুদয় আকর্ষণের বন্ধন ছেদন না করা পর্য্যন্ত আত্মার মুক্তি লাভের আশা নাই। গোশ্ত ও রক্তের আকর্ষণে স্নেহ, মমতা, প্রেম ও প্রীতির যত সম্পর্ক স্থাপিত হয়, অন্তর হইতে সেগুলিকে নির্ব্বা-সিত করিতে হইবে আর কঠোর তপস্যা ও সাধনার সাহায্যে প্রবৃত্তি ও দেহকে এরূপ নির্ম্মম ভাবে নির্য্যা-তিত করিতে হইবে, যাহাতে আত্মার উপর দেহের এবং প্রবৃত্তি ও আকাঙ্খার কিছুমাত্র প্রভাব থাকিতে না পারে। এইরূপে আত্মা বিশুদ্ধ ও লঘু হইয়া যাইবে এবং মুক্তির উচ্চতম স্তর পর্য্যন্ত উড়িতে সক্ষম হইবে।

ইছলামের তৃতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী নীতির নাম—অদ্বৈতবাদ—**Pantheism** বা ওয়াহ্দাতুল ওজুদ। অদ্বৈতবাদের তাৎপর্য্য এই যে, স্রষ্টা ও সৃষ্টি একই বস্তু। বিশ্বসংসার, তাহার অধিবাসীবর্গ, প্রকৃতি, পদার্থ, জীবনীশক্তি, চেতনা এবং সৃষ্টিকর্ত্তা অভিন্ন। বৈজ্ঞানিক গণের মধ্যে যাহারা নাস্তিক, তাহাদের কাছে এই মতবাদ বিশেষ আদরণীয়, কারণ ইহা মানিয়া লওয়ার পর জড়জগতের বাহিরে কোন কিছুর অনুসন্ধান করার প্রয়োজন থাকে না, প্রকৃতি—**(Nature)** এর শক্তি **(Force)** ও তেয **(Energy)** রূপে যে সৃষ্টিকর্ত্তা বিদ্যমান আছে, তাহার সন্দর্শন ও সান্নিধ্য অর্জ্জন করাই পদার্থ বিদ্যা **(Physics)** ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের **(Natural Science)** চরম লক্ষ্য। কিন্তু ভারতীয়, চৈনিক ও মিছরীয় অদ্বৈতবাদ আর ব্রুনো **(Bruno)** স্পিনোযা **(Spinoza)** ও গয়েটে (Goethe) এর **Pantheism** যে সম্পূর্ণ অভিন্ন,

www.ahlehadeethbd.org

তাহা এখনো আলোচনা সাপেক্ষ রহিয়াছে।

ইছলামের চতুর্থ প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদ নিরীশ্বরবাদ, নাস্তিকতা—**Atheism** বা কাফেরানা জাহেলিয়ৎ—নামে অভিহিত। নিরীশ্বরবাদের সংক্ষিপ্ত অর্থ এই যে, **"There are no gods or godesses, assuming that god means a personal extra-mundane entity"** অপার্থিব এবং দৃশ্যমান জগতের বহির্ভূত এক বা একাধিক শরীরীপ্রভু বা উপাস্যের অস্তিত্ব নাই। * সমস্ত শরীর যে কল্পনার অধিগম্য হইবে, আস্তিকতার ভিতর তাহা সর্ব্বস্বীকৃত নয়, কিন্তু অনুপম শরীরী প্রভু ছাড়া নাস্তিকতার ভিতর কোন অশরীরী সর্ব্বশক্তিমান স্রষ্টার অস্তিত্বও স্বীকৃত হয় নাই; **"It denies that God is a being, distinct from creation and possessed of such attributes as wisdom and holiness and love."** নাস্তিকতা সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র, প্রজ্ঞা, পবিত্রতা ও প্রেমের গুণাবলী সম্পন্ন আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। † **Omnipotent creator of heaven and earth** আকাশ ও পৃথিবীর সর্ব্বশক্তিমান স্রষ্টাকে মান্য করার নীতি **untenable myth** প্রমাণের অযোগ্য উপাখ্যান বলিয়া নাস্তিকরা উড়াইয়া দিয়াছে। ‡

ফল কথা এই যে, নিরীশ্বরবাদ পৃথিবীকে—শিখাইতে চাহিয়াছে যে, বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি ও পরিচালনা আকস্মিক ব্যাপার মাত্র, ইহার পিছনে কোন উদ্দেশ্য, বিবেচনা ও প্রজ্ঞা নিহিত নাই। দুনিয়াগুলি নিজেই সৃষ্ট হইয়াছে, নিজে নিজেই চলিতেছে এবং নিজেই উদ্দেশ্যহীন ভাবে বিলীন হইয়া যাইবে। সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কেহ নাই, মানব জীবনের সৃষ্টি ও স্থিতির সহিত কাহারো কোন সম্পর্ক নাই। মানুষের বাহিরে জ্ঞানের কোন সূত্র এবং হেদায়তের কোন উৎস নাই। অতএব মানুষকে তাহার জীবন নিয়ন্ত্রিত করার বিধান স্বীয় পারিপার্শ্বিকতা ও ঐতিহাসিক আরোহ (**Induction**) ও অবরোহ (**Deduction**) এর সাহায্যে রচনা করিতে হইবে। মানুষের উর্দ্ধতন এমন কোন সার্ব্বভৌম রাজত্ব (**Paramount authority**) নাই, যাহার কাছে সে স্বীয় কর্ম্ম ও আচরণের জন্য দায়ী এবং যেহেতু মৃত্যুই মানব জীবনের উদ্দেশ্যশূন্য পরিণতি, পুনরুত্থানের (حشر) আকিদা কুসংস্কার মাত্র, অতএব মানুষকে তাহার সর্ব্ববিধ আচরণের জন্য নিজের কাছে অথবা মনুষ্য-সমাজ হইতেই উদ্ভূত উর্দ্ধতন কোন কর্তৃপক্ষের (**Superior authority**) কাছে ছাড়া অন্য আহারো নিকট জওয়াবদিহি করিতে হইবে না।

* * * *

যে চতুর্ব্বিধ মূর্খতা বা জাহেলিয়ৎ ইছলামের সহিত সংগ্রামশীল রহিয়াছে, তন্মধ্যে অদ্বৈতবাদ ও নিরীশ্বরবাদ মূলতঃ একই পর্য্যায় ভুক্ত। শোপেনহার (**Schopenhauer**) বলেন :—**Pantheism is only a polite form of atheism,** অদ্বৈতবাদ নাস্তিকতার নামান্তর মাত্র, তফাৎ শুধু এই টুকু যে, অদ্বৈতবাদে নাস্তিকতার রূঢ়তাকে একটু মোলায়েম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মানুষ স্বীয় প্রবৃত্তি ও অনুভূতির বহির্ভূত কোন সত্যকে যখন বুঝিতে পারে না বা বুঝিতে চায় না তখন তাহার আত্ম সর্ব্বস্বতা নিরীশ্বরবাদ ও অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিতে ব্যাগ্র হইয়া উঠে। এই নীতির সমর্থনে অজ্ঞতা আর অস্বীকৃতি ছাড়া কোন যৌক্তিকতা ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই এবং অজ্ঞতা ও অস্বীকৃতিকে কোন শাস্ত্রে প্রমাণ ও দলিলরূপে গ্রাহ্য করা হয় নাই। নাস্তিকতার সাহায্যে নীতিহীনতা, অত্যাচার, লুণ্ঠন, মানবপীড়ন এবং সর্ব্বপ্রকার প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও দুষ্কার্য্যের দ্বার মুক্ত হইয়াছে। যে মানুষ সার্ব্বভৌম ক্ষমতার (**Supreme power**) অধিকারী, যাহার উর্দ্ধে কোন শক্তি বিদ্যমান নাই, যাহাকে তাহার আচরণের জন্য কাহারো কাছে জওয়াবদিহী করিতে হইবে না, কোন সৎকর্ম্ম বা দুষ্কার্য্যের জন্য কোন বৃহত্তর শক্তির কাছে যাহার পুরস্কৃত বা দণ্ডনীয় হইবার সম্ভাবনা নাই, কর্ম্মজীবনের সূচী রচনা করার যাহারা

* **Hackel's Riddle of the universe P. P. 238.**

† **Flint's Anti theistic theories. P. P. 2.**

‡ **Riddle—P. P. 227.**

www.ahlehadeethbd.org

স্বয়ং অধিকারী, প্রবৃত্তি ও বস্তুতান্ত্রিক নীতির অনুসরণ করার কার্য্যকে যাহারা প্রকৃত হেদায়ৎ ও সঠিক পথ বলিয়া বাছিয়া লইয়াছে, এইরূপ স্বেচ্ছাচারী মানুষের ব্যক্তিগত ও দলগত জ্ঞান ও বিজ্ঞান, আইন ও ব্যবস্থা, নীতি ও চরিত্র, সাহিত্য ও কলা, রাষ্ট্র ও সমাজ জগদ্বাসীর পক্ষে কি পরিমাণ কল্যাণকর ও শান্তিদায়ক হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

নিরীশ্বরবাদের নীতিকে ভিত্তি করিয়া যে—সমাজ গড়িয়া উঠে, তাহার পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়ায় যাহারা, তাহারা হইয়া থাকে সর্ব্বাপেক্ষা শঠ ও প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী ও নির্দ্দয়, নীচাশয় ও ইতর। রাজনীতি ক্ষেত্রে মেকিয়াভেলী (Machiavelli) হয়—তাহাদের আদর্শ মানব, বল ও শক্তি তাহাদের অভিধানে 'ন্যায্য অধিকার' নামে কথিত হয় আর দুর্ব্বলতা তাহাদের শাস্ত্রে অনধিকার ও মিথ্যা বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। সাম্রাজ্যের ভিতর তাহাদের সবল ও সুবিধাভোগীরা দুর্ব্বল ও অসহায়দিগকে শোষিত ও নিষ্পেষিত করে। তাহারা ভেদনীতি (Divide & Rule) আর শ্রেণী-সংগ্রাম (Class war) সৃষ্টি করিয়া নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে আর সেই প্রাধান্যের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লাভ করার জন্য সাম্রাজ্যের ভিতর অন্যান্য দল ও মতবাদ সমূহকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়। সাম্রাজ্যের বাহিরে তাহাদের নীতি জাতীয়তা (Nationalism) সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism), ধনবাদ (Capitalism), জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ (National Socialism), জাতীয় সাম্যবাদ (National Communism) ও শ্রেণী প্রভুত্ববাদ (Fascism) প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত হইয়া থাকে।

* * * *

মুশ্‌রিকানা জাহেলিয়তের ত্রিবিধ পর্য্যায়ে মানুষ তাহার উপাস্যমণ্ডলীকে শুধু লাভ ও ক্ষতির অধিকারী মনে করে বলিয়া, পূজা ও উৎসর্গের বিভিন্নরূপী প্রকরণের সাহায্যে তাহারা পার্থিব ব্যাপারে তাহাদের অনুগ্রহ ও সুদৃষ্টি যাচ্ঞা করে মাত্র। উপাস্য দেবতামণ্ডলীর নিকট হইতে কর্ম্মজীবনের কোন বিধান লাভ করার আশা সুদূর পরাহত। উপাস্যগণের মধ্য হইতে উক্ত অনুশাসন রচনা করিবেন কে? আর তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে তাহার মীমাংসার পন্থাই বা কি হইবে? যাঁহারা ভোটে হারিয়া যাইবেন, তাঁহারা উক্ত অনুশাসন বলবৎ হইতে দিবেন কেন? এই সকল ঝঞ্ঝাটের পরিবর্ত্তে বহু-ঈশ্বরবাদীরা নাস্তিকদের মত নিজেরাই নিজেদের নীতি রচনা করে, আর উহাকে কেন্দ্র করিয়া কর্ম্মজীবনের, আধ্যাত্মিকতার এবং আখ্‌লাকের বিধান প্রস্তুত করিয়া লয়। নীতি ও বিধানের ন্যায়, নিরীশ্বরবাদী ও ঈশ্বরবাদীদের তামাদ্দুনও অভিন্নরূপী, তফাৎ শুধু এইটুকু যে, একস্থানে মূর্খতার সঙ্গে সঙ্গে মন্দির, গীর্জ্জা, পুরোহিত মোহন্ত ও উপাসনার আড়ম্বর দেখা যায়, অন্য স্থানে ঐ সমস্তের বালাই থাকে না। প্রাচীন গ্রীক আর প্রতিমাপূজক রোমানদের সহিত বর্ত্তমান ইউরোপ ও আমেরিকার নৈতিক স্বভাবের যে সামঞ্জস্য দৃষ্টিগোচর হয়, তার মূল কারণ ইহাই।

জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি ও অর্থনীতিতেও মুশ্‌রিকদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদ নাস্তিকদল হইতে স্বতন্ত্র কোন বুনিয়াদের উপর স্থাপিত নয়। মুশ্‌রিকদের মধ্যে অনুমান ও অনুধ্যান (Speculation) এর পরিমাণ খুব বেশী, নাস্তিকরা খেয়ালী দর্শনের ধার খুব কম ধারে, কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা ও নিয়ামকের আদর্শকে বাদ দিয়া যখন তাহারা সৃষ্টিরহস্যের সমাধান করিতে অগ্রসর হয়, তখন তাহাদের আরোহ ও অবরোহ এবং প্রতিপাদন পদ্ধতি প্রতিমাপূজকদের উপাখ্যানাবলীর সমপর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়ে। নিরীশ্বরবাদী (কাফের) গণের বহু ঈশ্বরবাদী (মুশ্‌রিকদের) সহিত এই যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তার ফলেই আধুনিক ইউরোপ আপন দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদের জন্য প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের সহিত এরূপ ভাবে বিজড়িত রহিয়াছে যে, ইহাদিগকে তাহাদের পুত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শির্কের সাম্রাজ্যে রাজশক্তিকে খোদার আসন প্রদান করা হইয়া থাকে, তথায় পুরোহিত ও ধর্ম্ম-

www.ahlehadeethbd.org

যাজকদের একটি বিশিষ্ট শ্রেণী গড়িয়া উঠে। অতঃপর রাজশক্তি ও যাজকদের সমবায়ে গঠিত তথাকথিত ধর্ম্মবাহিনীর অন্তর্গত বিভিন্ন গোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব, আভিজাত্য ও অতিমানবীয় অধিকারের মায়াজাল—বিরচিত হয় এবং অজ্ঞ জনবৃন্দের উপর খোদাবন্দী পরিচালিত হইতে থাকে। কাফেরদের রাজত্বে শির্কের সাম্রাজ্যের উল্লিখিত সমুদয় ব্যাপার রক্তের পূজা, জাতীয়তার পূজা, জাতীয় সাম্রাজ্যবাদ, ডিক্টেটরশিপ, পুঁজিবাদ ও শ্রেণীসংগ্রাম প্রভৃতি পৃথক পৃথক নামের মার্কা লইয়া আত্মপ্রকাশ করে। মানুষের উপর মানুষের খোদাবন্দী স্থাপন করা এবং অখণ্ড মানবত্বের বিভাগ ঘটাইয়া একের সাহায্যে অপরকে নিষ্পেষিত করা এবং এক মানুষকে অপর মানুষের ভোজ্যরূপে পরিণত করার অসাধু আচরণে মুশ্‌রিকানাও মুল্‌হিদানা জাহেলিয়তের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

* * * *

বৈরাগ্য সকল প্রকার তামাদ্দুনী ক্রমবিকাশের পরিপন্থী (Anti-Social)। ইহার বিভিন্ন প্রকরণ বৈদান্তিকতা, যোগ, প্লোটিনসবাদ (Neo-Platonism), খৃষ্টানি সন্ন্যাস, বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণ সাধনা ও তাছাউওফ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। যে নৈতিক ভিত্তির উপর বৈরাগ্য প্রতিষ্ঠিত, তার প্রায় সমস্তটাই নেতিবাচক (negative), অস্তিবাচক (Positive) অংশ অতি সামান্য। মানুষের ধ্যান, ধারণা চরিত্র ও কর্ম্মজীবনে বৈরাগ্যের প্রতিক্রিয়া কোকেন ও আফিমের মত। সাধু, সচ্চরিত্র ও সরল স্বভাবের লোকদিগকে ইহা কর্ম্মজীবনের ব্যস্ততা হইতে সরাইয়া কোণঠাসা করিয়া রাখে; তাহারা বনে, জঙ্গলে, মাঠে, মঠে ও খানকাহে তপস্যায় নিমগ্ন থাকে আর নিষ্ঠুর, অত্যাচারী ও স্বার্থপরের দল পৃথিবীর ওছি (Trustee) সাজিয়া বসে। এই নীতি অবলম্বন করার বিষময় ফল স্বরূপ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কে এক প্রকার ভ্রান্তধারণার উদ্ভব হয় এবং মানুষ নৈরাশ্যবাদী হইয়া পড়ে। দুর্দ্দান্ত স্বার্থজীবীদের উদ্দেশ্য সফল করার পথে বৈরাগ্যনীতি বিশেষ সহায়ক বলিয়া রাজা, বাদ্‌শাহ, ধনিকসমাজ ও ধর্ম্মব্যবসায়ী দলকে সর্ব্বদা এই নীতির পৃষ্ঠপোষকতায় আগ্রহান্বিত দেখা যায়। জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সত্যকার ধর্ম্মীয় আন্দোলনের সহিত প্রতিষ্ঠালোভীরা চিরদিন সংঘর্ষ বাধাইয়াছে কিন্তু বৈরাগ্য-নীতির বিরুদ্ধে তাহারা কোনদিন উত্থান করিয়াছে, ইহার কোন নযির ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নাই।

স্বভাবের দাবীর কাছে যখন বৈরাগ্যনীতি পরাজিত হইয়াছে, তখন প্রবৃত্তির অর্চ্চনা ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করার অভিনব কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে। কোথাও রূপক প্রণয় (عشق مجاز), বামাচার, প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব (Doctrine of atonement), স্বর্গের ছাড়পত্র (Vending of indulgences) প্রভৃতির সাহায্যে কামপ্রবৃত্তি ও ধনলোভ চরিতার্থ করার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। কোথাও দুনিয়া বর্জ্জনের গৈরিকপর্দ্দা টাঙ্গাইয়া ধনিক ও শাসকদলের যোগছায়শে আধ্যাত্মিক রাজত্বের সুদূর প্রসারী জাল বিস্তার করা হয়। রোমের পোপ আর—প্রাচ্যের গদ্দীনশিনরা ইহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে।

আল্লাহর মনোনীত দীনের উপর বৈরাগ্যনীতি যখন আঘাত হানে, তখন তার প্রথম প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পৃথিবীকে মানুষ কর্ম্মক্ষেত্র, পরীক্ষাগার এবং পরকালের শস্যভূমির পরিবর্ত্তে শাস্তির আগার এবং মায়ার জাল বলিয়া ভাবিতে শিখে। মানুষ যে দুনিয়ার উপর আল্লাহর প্রতিনিধি তাহা সে ভুলিয়া যায়, 'খিলাফতে ইলাহিয়া'র গৌরবান্বিত আসনে অধিষ্ঠিত থাকার যোগ্যতা সে হারাইয়া ফেলে।—শরিআৎ (Law) এর ব্যবস্থা নিরর্থক হইয়া যায়, ইবাদৎ এবং আদেশ নিষেধের প্রকৃত তাৎপর্য্যকে ভুলিয়া অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি ও খিলাফতের যোগ্যতা অর্জ্জনের সাধনা পরিত্যাগ করিয়া মানুষ কতিপয় বিশিষ্ট আচরণকে শুধু পাপের কাফ্‌ফারা বলিয়া ধরিয়া লইয়া সেগুলির প্রতিপালন কল্পে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে থাকে।

বৈরাগ্যনীতি আন্বিয়া আলায়হিমুছ্‌ ছালামের

www.ahlehadeethbd.org

অনুগামীদের এক দলকে মুক্তিসাধনার অভিনব পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। চিত্তবৃত্তির নিরোধ সাধন (চিল্লাকশী), তপস্যা (রিয়াযৎ), জপ (ওযিফা), ভূতসাধন (আমালিয়াৎ), মুক্তিমার্গের পরিভ্রমণ (ছয়েরে মুকামাৎ), গুরুধ্যান (শগ্‌লে বরুযখ), অজপাযোগ বা প্রাণায়াম (যিক্‌রে রাবেতা—শগ্‌লে পাছে আন্‌ফাছ—হোশ দর্ দম), প্রেরণা লাভের সাধনা (মুকাশফা), সত্যসন্দর্শন (হকিকৎ) ও সমাধি লাভ (মুরাকবা) প্রভৃতির গোলকধাঁধায় পড়িয়া তাহারা বাস্তবজীবনের কর্ম্মসাধনার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। আম্বিয়া আলায়হিমুছ্ ছালাম যে ইলাহি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কল্পে জগতে আসিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া অবশ্যকর্ত্তব্য (ফারায়েয) ও প্রতিপালনীয়—(ওয়াজিবাৎ) কার্য্যগুলির সম্পাদন অপেক্ষা অধিকতর নিষ্ঠা ও তৎপরতা সহকারে মুছতাহাব ও নফল আচরণ সমূহের পিছনে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে।

বৈরাগ্যের অনুসারী আর একটী দল গোঁড়ামি, অন্ধভক্তি, শুষ্ক পরহেযগারী, সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় সমূহের মাপযোগ এবং আনুষ্ঠানিক ও ব্যবহারিক জীবনের সামান্য ত্রুটী বিচ্যুতি লইয়া অতি মাত্রায় বাড়াবাড়ি করার কার্য্যকে উন্নত জীবনের পবিত্রতম কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে; পান হইতে চুণ খসিলেই তাঁহাদের ধর্ম্ম ও তক্‌ওয়ার কাঁচপাত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। অসামাজিকতা, রুক্ষতা ও অসহিষ্ণুতা হইতেছে তাহাদের আচরণ আর উচ্চাকাঙ্খা ও প্রসারিত দৃষ্টির অভাব তাহাদের চরিত্রের বিশিষ্ট ভূষণ।

যাহাদের জীবন ও কর্ম্মশক্তি এই ভাবে সঙ্কোচিত হইয়া রহিয়াছে, মানব জীবনের মহত্তর ও বৃহত্তর প্রশ্নাবলীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার, ধর্ম্মের বিশ্বজনীন নীতি ও আদর্শকে বুঝিবার এবং পরিবর্ত্তিত যুগের প্রতি প্রয়োজনে দুনিয়ার নেতৃত্ব ও ইমামতের জন্য প্রস্তুত থাকার যোগ্যতা কি করিয়া তাহারা অর্জ্জন করিবে?

* * * *

ইছলাম যে সকল আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক নীতির (ঈমানিয়াৎ) উপর চরিত্র ও আচরণের মূল্য (Value) নিরূপিত এবং আখ্‌লাক ও তামাদ্দুনের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং যাহার বিপরীত ও বিরুদ্ধ নীতি সমূহকে মূর্খতা বা জাহেলিয়ৎ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, তাহার মোটামুটি বিবরণ এই যে, নিখিল বিশ্বচরাচর, যাহা আমাদের উপরে, নীচে এবং চতুর্দ্দিকে প্রসারিত রহিয়াছে এবং মানবসমাজ যাহার একটি ক্ষুদ্র কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অংশ, সমস্তই প্রকৃত পক্ষে একজন মাত্র সম্রাটের সাম্রাজ্যের (Domain) অন্তর্ভুক্ত. তিনি এ সমস্তের নির্ম্মাতা এবং একমাত্র তিনিই এই সাম্রাজ্যের অধিপতি (Monarch) এবং অপ্রতিদ্বন্দী শাসন কর্ত্তা। তিনি মহান, মহাপ্রজ্ঞা সম্পন্ন, ন্যায়পরায়ণ ও সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহার সাম্রাজ্যে অন্য কাহারো আদেশ ও অধিকার বলবৎ হয় না—হইতে পারে না; সকলেই সেই প্রবল প্রতাপান্বিত জগৎস্বামীর আজ্ঞাধীন। যাবতীয় ক্ষমতা ও অধিকার কেবল সেই একমাত্র প্রভুর হস্তেই রহিয়াছে।

মানুষ বিশ্ব সম্রাটের সাম্রাজ্যের জন্মগত প্রজা, অর্থাৎ প্রজা হওয়া বা না হওয়া মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না. সে প্রজারূপেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে আর প্রজা (Subject) ছাড়া অন্য কোন কিছুতে পরিণত হওয়া তার সাধ্যাতীত। জগতের শাসন-ব্যবস্থার ভিতর আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা লাভ করার আর সেই রাজ-রাজেশ্বরের অধীনতা পাশ হইতে মুক্তিলাভ করার কোন সুযোগ নাই এবং এরূপ সুযোগ থাকা স্বাভাবিকও নয়। সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে প্রজাবৃন্দ যে ভাবে রাজ-রাজেশ্বর বিশ্বপতির আদেশ পালন করিয়া যাইতেছে, জন্মগত প্রজা এবং সাম্রাজ্যের অংশ স্বরূপ মানুষও তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিতে বাধ্য। কতকগুলি বিষয়ে মানুষও অন্যান্য প্রজাবৃন্দের ন্যায় ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় বিশ্বপতির নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য করিয়া চলিতেছে, তাহার নিদ্রা ও জাগরণ, ক্ষুধা ও পিপাসা, জন্ম ও জনন, জরা ও মৃত্যু প্রভৃতি ব্যাপারে যেরূপ ইলাহি বিধানের অন্যথাচরণ করা তাহার পক্ষে সম্ভব

www.ahlehadeethbd.org

—পর হয় না, উল্লিখিত ব্যাপার সমূহে ইলাহি-বিধানকে প্রত্যাখ্যান করিয়া চলার যেমন মানুষের উপায় নাই, তেমনি জীবন যাপনের বিধান রচনা করার এবং আপন কর্ত্তব্য স্বয়ং বাছিয়া লওয়ারও তার কোন অধিকার নাই। বিশ্বপতি প্রভু আল্লাহ যেরূপ বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা, সেইরূপ হেদায়ৎ এবং সত্যতার উৎসও তিনি; জগত সংসারকে পরিচালিত করার যেমন তাঁহার বিধান আছে, মানুষ যাহাতে সরল ও সঠিক পথে পরিচালিত হইতে পারে, হেদায়তের সেইরূপ ব্যবস্থাও তিনি মানবসমাজের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। হেদায়তের উল্লিখিত বিধানের নাম 'ওয়াহি', আর যাঁহারা উহা বহন করিয়া আনিয়াছেন, তাঁহারা ইছ্‌লামি পরিভাষায় 'নবী' ও 'রছুল' নামে কথিত হইয়া থাকেন।

ইছ্‌লামের উল্লিখিত বিধান যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তদনুযায়ী মানুষকে তাহার জীবন, যৌবন, উপার্জ্জন এবং সমুদয় কৃতকর্ম্মের জওয়াবদিহি করিতে হইবে। সংসারে মানব জীবন বৃথা, উদ্দেশ্যহীন অথবা মায়ামোহ নয়, জগত সংসারের সৃষ্টি ও স্থিতি যেরূপ উদ্দেশ্যমূলক, মানুষকেও তদ্রূপ মহান ও বিরাট কর্ত্তব্য প্রতিপালন করার জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাহাকে পৃথিবীর পৃষ্ঠে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের মহা গুরুভার অর্পণ করা হইয়াছে। তদীয় আচরণকে পরীক্ষা এবং বিশ্বসভায় তাহার বৈশিষ্টের প্রতিষ্ঠাদান কল্পে মানুষকে প্রজ্ঞাশীল করা হইয়াছে। অভিন্ন উদ্দেশ্যেই সৃষ্টিরহস্য (عالم امر) ও তাহার পরিচালনার কৌশল (عالم خلق) তাহার দৃষ্টিপথের অন্তরালে স্থাপন করা হইয়াছে। পুঁজি, ক্ষমতা এবং সুযোগ ছাড়া কাহারো যোগ্যতার যাচাই হয় না বলিয়া, মানুষকে তাহার যোগ্যতার পরীক্ষায় উপবেশন করার নিমিত্ত আছ্‌মানি ও পার্থিব সম্পদের (Resources) মূলধন, কর্ম্মশক্তির ক্ষমতা এবং জীবনব্যাপী আয়ুর সুযোগ প্রদত্ত হইয়াছে। আল্লাহকে প্রকৃত ও একমাত্র সর্ব্বময় প্রভু এবং তাঁহার প্রেরিত হেদায়ৎকে স্বীয় প্রজ্ঞা বলে সত্য বলিয়া মানুষ চিনিয়া লইতে পারে কিনা, সর্ব্বপ্রথম মানুষকে সেই পরীক্ষা দিতে হইবে। আল্লাহর সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে ধরা পৃষ্ঠেই ব্যক্তি ও সমষ্টি তাহাদের আচরণের পরিণাম ফল কতকটা ভোগ করে, কিন্তু কর্ম্মের চরম পুরস্কার ও দণ্ড তাহাকে পুনরুত্থান দিবসে গ্রহণ করিতেই হইবে।

* * * *

উল্লিখিত নীতি সমূহকে ভিত্তি করিয়া রুহানি-মুক্তি, আখ্‌লাক (Morals), সংস্কৃতি, তামাদ্দুন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ও রাজনীতির যে ধারা ইছলাম প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, চতুর্ব্বিধ জাহেলিয়ৎ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রীতি ও বিধান হইতে তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একক ও একমাত্র আল্লাহর সার্ব্বভৌম ও একচ্ছত্র রাজত্ব (Supreme and absolute Sovereignty) এবং অপ্রতিহত ও প্রবল পরাক্রান্ত প্রভুত্বের (Conquering and forcible paramountcy) বিশ্বাস, চরমদিবসের উপর আস্থা এবং মানুষের প্রজা (Subject) ও দায়িত্বশীল (Responsible) হইবার ধারণা ইছ্‌লামি সংস্কৃতির প্রতিশিরায় বদ্ধমূল থাকে। চতুর্ব্বিধ জাহেলিয়ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত জীবনধারা ও তামাদ্দুনে ইছলামের বিপরীত মানুষের স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচার এবং দায়িত্ব হীনতার ভাব ফুটিয়া উঠে।

তামাদ্দুনী জীবনের বিস্তারিত অংশ সমূহে দৈহিক পরিচ্ছন্নতা, পরিচ্ছদ, খাদ্য, জীবনযাত্রার—প্রণালী, চালচলন, ব্যক্তিগত ব্যবহার, ধনোপার্জ্জন, অর্থব্যয়, দাম্পত্যজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক প্রথা, মজ্‌লিছি পদ্ধতি, মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভিন্নরূপী ব্যবহার, ব্যবসা বাণিজ্যের নিয়ম, ধন-বণ্টন, রাজ্য শাসন, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা নেতৃত্বের কর্ত্তব্য পরামর্শ পদ্ধতি, ভোটাধিকারের নিয়ম ও প্রয়োগ, সিভিল সার্ভিসের সংগঠন, আইনের সূত্র ও সূত্র হইতে বিস্তৃত বিধানসমূহের প্রতিপাদন-প্রক্রিয়া, আদালৎ, পুলিশ, ধরপাকড়ের রীতি, শুল্ক আদায়, ফিন্যান্স, পাবলিক ওয়ার্কস, শিল্পকলা, পাবলিসিটি, শিক্ষা ও অন্যান্য বিভাগের নীতি, সৈনিক ও দেশরক্ষীদলের সংগঠন ও তর্‌বিয়ৎ, যুদ্ধ ও সন্ধির নিয়ম, আন্তর্জা-

www.ahlehadeethbd.org

তিক সম্পর্ক, বৈদেশিক নীতি——ফল কথা, মানব-জীবনের ছোট বড় প্রত্যেক বিষয়কে ইছ্‌লাম তাহার নিজস্ব তামাদ্দুনের একটী বিশিষ্টরূপ প্রদান করিয়াছে।

... ...

ইছ্‌লামের নীতি, তাহার প্রচারিত মতবাদ, তাহার বিঘোষিত রুহানি মুক্তি ও আখ্‌লাকের পয়গাম, তাহার বিশ্ববিমোহন তামাদ্দুনের বিশিষ্টরূপ, মানব জাতির হস্তে প্রদত্ত বিবিধ ব্যবস্থা, শাসনতন্ত্র ও অর্থ-নীতির সূত্র আজ ঘরে ও বাহিরে দুর্ব্বোধ্য ও হেঁয়ালি হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবীতে যাহারা প্রাধান্য করিতেছে, তাহারা কেহই আল্লাহর সার্ব্বভৌম প্রভুত্বকে স্বীকার করেনা এবং তাঁহার প্রদত্ত ও ব্যবস্থিত কর্ম্ম-জীবনের নীতি ও বিধান মান্য করিয়া চলেনা। ইহার ফলে মানবের অন্তর জগতে, জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে দুঃখ ও অশান্তির প্রলয়শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, দিকে দিকে অশান্তি, বিদ্রোহ ও হত্যাকাণ্ডের বীভৎসলীলা আরম্ভ হইয়াছে। ব্যভিচার, অনাচার, অত্যাচার,—শোষণ ও পীড়নের নারকীয় উৎসবে শয়তান এবং তাহার অনুচর ও শিষ্যের দল মাতিয়া উঠিয়াছে।

আজ মৃত্যুমুখী দুনিয়া এবং তাহার অভিশপ্ত অধিবাসীবৃন্দকে উদ্ধার করিবে কে? ধ্বংসোন্মুখ মানবতাকে একমাত্র ইছ্‌লাম রক্ষা করিতে পারে। এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর সাম্রাজ্যের পরিবর্ত্তে ছোট বড় ইষ্টদেবতাদের যে প্রাধান্য পৃথিবীতে স্থাপিত হইয়াছে, একমাত্র ইছ্‌লাম তাহা মিছ্‌মার করিয়া নিশ্চিহ্ন করিতে পারে। বহু-ঈশ্বরবাদ, অদ্বৈতবাদ, নিরীশ্বরবাদ ও জড়বাদের ভিত্তির উপর যে সকল বিষবৃক্ষ গজাইয়া উঠিয়াছে,—ইছলাম সেগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করিতে পারে। রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থ ও রুহানিয়তের যে সকল নব-বিধান জগতকে সন্ত্রাসিত ও বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে, সে সমস্তকে ভূপাতিত ও পরাস্ত করার ক্ষমতা ইছলামের আছে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ এই যে, ইছ্‌লামের আমানৎ যে জাতির হস্তে অর্পিত হইয়াছিল, তাহারাই আদর্শ-বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, ইছলামের নীতি ও তাহার বিধানের উপর তাহাদের আস্থা নাই। ওয়াহি ও তন্‌যিলের শিক্ষার কার্য্যকারিতা সম্পর্কে তাহারা সন্দিগ্ধ, তাহাদের রুহানি জীবন, সমাজ-ব্যবস্থা ও তামাদ্দুনী দৃষ্টিভঙ্গী চতুর্ব্বিধ জাহেলিয়তের আওতায় পড়িয়া পরিবর্ত্তিত ও বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

* * * *

কোরআন ও হাদিছের যে অমৃত মৃত পৃথিবীকে একবার পুনর্জীবিত করিয়াছিল, আজো তাহা অপরিবর্ত্তিত ও বিশুদ্ধ অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে, যে নীতি ও বিধান জগতকে নবরূপ ও বর্ণ প্রদান করিয়াছিল, তাহার বৈপ্লবিক শক্তি এখনো অক্ষুণ্ণ আছে।

কোরআন ও হাদিছের শিক্ষাকে সঠিক ভাবে প্রচারিত এবং তাহার আদর্শকে মুছ্‌লিম জীবনে রূপায়িত করিতে পারিলেই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল এবং মানবজীবন সার্থক হইবে।

ইহা আহ্‌লে হাদিছ আন্দোলনের মর্ম্মকথা,—আর **"তর্জুমানুল হাদিছ"** এর ইহাই **লক্ষ্য পথ**।

এ পথ দুরূহ, বিপজ্জনক, এ পথে চলার মত যোগ্যতা, উপকরণ ও সম্বল আমাদের নাই, কিন্তু ইংরাজের গোলামির নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভ করার পর ইছ্‌লামি-যিন্দেগীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং মানবজীবনের সংরক্ষণ কল্পে, যাহার যতটুকু ক্ষমতা, তাহা সম্বল করিয়া অগ্রসর হওয়া অপরিহার্য্য জাতীয় কর্ত্তব্যে পরিণত হইয়াছে। শিরক ও নাস্তিকতার প্রভুত্বের অবসান ঘটাইবার এবং কোরআন ও হাদিছের সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার যে প্রচেষ্টা, সে পথে না চলার এবং সেই দুরতিক্রমনীয় পথের বাধা বিঘ্নকে অপসারিত না করার কোন উযর, আপত্তি বিশ্বের এবং বিশ্বপতির দরবারে আর গ্রাহ্য হইবে না।

আল্লাহর নাম লইয়া, তাঁহারি পথে, তাঁহার কলেমার উন্নয়ন কল্পে তাঁহার দীনসেবক আমরা যাত্রা আরম্ভ করিয়া দিলাম।

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم

ভ্রম সংশোধন :—৯ম পৃষ্ঠায় ২য় কলামে ১১শ লাইনে "ঈশ্বরবাদীদের" শব্দের পরিবর্ত্তে "বহু-ঈশ্বরবাদীদের" হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

"তর্জুমানুল হাদিছ"

মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী

বরষার মাঝে ভরসা কোথায় !
দুকূল গিয়াছে ভাসি ।
করেছে অচেনা, চেনা পথ আজি ;
ঘণ কালো মেঘ রাশি ।
তরঙ্গের পর তরঙ্গ নাচিছে,
ব্যাঙ্গের সুর ভাসে ।
উপরে আকাশ দন্ত বিকাশি,
বিদ্যুৎ উপহাসে ।
পুরাতন মাঝি মাল্লাহগণও
সকলে গিয়াছে ছাড়ি ।
কে ধরিবে হাল ! এই দুঃসময়ে,
কে দিবে সাগর পাড়ি ?
কোন্ সে অভাগা ! ভাসাইল তরী
এ হেন দুঃ সময় ?
আফছোছ করে প্রবীণের দল,
নবীনেরা হেসে কয় !
"ঝিরুঝিরে বায়, বসন্ত মলয়
বয় যবে ধীরে ধীরে ;
কোকিল-কূজন ভ্রমর গুঞ্জন
ভেসে আসে নদী তীরে ;
এমন সময় তরী বাওয়া যায়,
গান গে'য়ে নেচে ধেয়ে ।
বেরসিক এ কে ! নূতন যাত্রী ?
একেবারে পাড়া গেঁয়ে" !
তারে দেখিবারে ভীড় মানুষের ;
দূর হ'তে সবে ডাকে ।
কোন দিকে তার ভ্রুক্ষেপ নাই—
(সে) দাঁড়ি ধ'রে খাড়া থাকে ।

সে শুধু জানায় হাত এশারায়,
"এই ত সময় হলো ;
এমনি সময়ে আমাদের বাপ—
দাদারা যে তরী বা'লো ।
ঝড় যবে উঠে আরব-সাগরে ;
মরু বালি যবে উড়ে ।
আকাশের আলো নিবে গেল যবে,
আসিল আঁধার ঘিরে—
দিশেহারা হলো সকল মানব,
ভাবিয়া না পায় কূল,
কে ধরিবে হাল ! মাঝ দরিয়ায়,
কোথায় আশার মূল !
আমাদের বড় মাল্লাহ (দঃ) তখনি
চড়িল নায়ের পরে,
নির্ভয়ে তরী বাহিয়া বাহিয়া
ভিড়াইল পর-পারে ।
তার পর তার শাগরেদগণ
যেখানে বিপদ-রাশি,
সেই খানে গিয়া ঝাঁপ দিল তাতে,
মনে খুশী, মুখে হাসি ।
দজলা, ফোরাত, নীল দরিয়ায়,
ভারত সাগর বুকে,
লাল, পীত আর কালো সাগরেতে
তরী বাহি, বুক ঠুকে,
চ'লে গে'ছে তা'রা গণে নাই কভু
সুমৌছুম শুভদিন,
দুর্দ্দিনে তারা বাছিয়া বাছিয়া
ক'রেছে উজল দিন ।
তোমরা ডাঙ্গায় বসিয়া বসিয়া,
আদুরে গোপাল দল,
আপনার মনে, যাহা খুশী বলো
আমার তা কৌতুহল ।

www.ahlehadeethbd.org

ছবি দেখা চোখ, গান শোনা কান
প্রেম লীলাসক্ত দিল,
মোর ছফরের মর্ম্ম বুঝিতে
তোমাদের মুশকিল।
পাগল ভাবিয়া উপহাস কর ?
সত্য পাগল আমি।
প্রমাণ তাহার, এবার হইতে
শত শত পাবে তুমি।
বন্ধুরা! আজি জানাই, কেবল
দুই, এক ইশারায়;
এতেই তোমরা এই পাগলের
পাবে কিছু পরিচয়।
তোমরা যাহাকে "উন্নতি" বলো—
আমি বলি "অবনতি"।
গৌরব করো যাহা লয়ে সবে—
মোর কাছে অধোঃগতি।
"তরক্কীর লাগি এগিয়ে যাইতে
বলিতেছ সবাকারে
আমি "হাঁক" ছেড়ে ডাকিব সবারে —
পিছু পানে হটিবারে।
"তেরশ বছর পূর্ব্বের পথে—
আবার ফিরিয়া চল
তোমাদের পথ, চলা পথ নয়,
ঐ পথে সব গেল "

তোমরা বলিছ "ইউরোপ-রংএ
সবে মিলি হোলি খেলো!
আমি বলিতেছি "মদিনা'র খাক্—
সারা দেহে মুখে মলো!"
তোমরা সাজায়ে বিবিদের নিয়ে
"মী—না" বাজারে যাও।
আমি বলিতেছি—আড়ালেই থাক্
আমাদের বোন্ মাও।
তোমরা সকলে যার তার পিছে
লক্ষ্য—হারিয়ে ঘোরো।
আমি বলি শুধু "একটি" মানুষে
'নমুনা' করিয়া ধরো।
তাই ভয় হয়, হয়ত তোমরা
পাগল ভাবিয়া মোরে
পাথর ছুড়িবে, জাল পেতে দিবে
মোর যাত্রা পথ পরে।
(কিন্তু) আমি নিজ পথ বাহিয়া চলিব
তাকাবনা কারো পানে
তোমাদের দেওয়া যত সব ব্যথা
সহিব সরল প্রাণে।

www.ahlehadeethbd.org

সভাপতির অভিভাষণ

নিখিল বঙ্গ ও আসাম আহ্লে-হাদিছ কন্ফারেন্স।

দ্বিতীয় অধিবেশন

স্থান :—নওদাপাড়া, রাজশাহী।

(২৮শে ফাল্গুন তারিখে পঠিত)

সভাপতি :—মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্ কোরায়শী

بسم الله الرحمن الرحيم

অভ্যর্থনা সমিতির মাননীয় সভাপতি, ডেলিগেট বন্ধুগণ, উলামায়ে কেরাম এবং সমবেত ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ ;—

নিখিল বঙ্গ ও আসাম আহ্লে-হাদিছ কন্ফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন রাজশাহী যিলা টাউনের উপকণ্ঠে অনুষ্ঠিত হইবার জন্য আমি আল্লাহর শুকর করিতেছি এবং যে পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে এই দুঃসাধ্য ব্যাপার সাধিত হইতে পারিয়াছে, তজ্জন্য সমগ্র বাঙ্গালা ও আসামের আহলে-হাদিছগণের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা সমিতির খেদ্মতে, মোবারকবাদ জানাইতেছি।

একথা গোড়াতেই স্পষ্টরূপে বলিয়া রাখা ভাল যে, মূল অধিবেশনের সভাপতিত্বের আসনকে অলঙ্কৃত করার উদ্দেশ্যে কোন যোগ্য, প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন ও দেশ বিশ্রুত মহাজনকে লাভ করার জন্য মজলিছে ইছতিক্বালিয়া ঐকান্তিক ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে বলিয়া ভরসা করিয়া ইছতিক্বালিয়া মজলিছ কর্তৃক প্রকাশিত ইশ্‌তেহার ও পোষ্টার প্রভৃতিতে সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয় নাই। এই নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার জন্য অভ্যর্থনা সমিতি যে পরিমান দুঃখিত, আমার পরিতাপ ও মনোকষ্ট তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী! আহ্‌লে-হাদিছগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠাবান উলামা ও জননায়কের অভাব নিবন্ধন যে আপনারা পুনঃ পুনঃ বায়সকে ময়ূরের আসন দিয়া থাকেন, তাহা নয়! আল্লাহর ফয্‌লে সাহিত্য ও রাজনীতি ক্ষেত্রে আহ্‌লে-হাদিছ নেতৃবৃন্দই আজ পর্য্যন্ত সুধী সমাজের বরেণ্য হইয়া আছেন এবং তাঁহাদের প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা, দূরদর্শিতা, প্রতিভা ও যোগ্যতার যশোসৌরভে দেশের প্রতি প্রান্ত আমোদিত রহিয়াছে। তথাপি আপনাদের চরম দুর্ভাগ্য যে, এবারেও এই মহিমান্বিত ইজ্‌লাছের পরিচালনার দায়িত্ব অবশেষে আমার ন্যায় অনুপযুক্ত, গুমনাম, অন্তঃসারশূন্য, রোগজীর্ণ, ইল্‌ম ও আমলের কলঙ্ক স্বরূপ—অভাজন ব্যক্তিকে অর্পণ করিতে আপনারা বাধ্য হইলেন!

! و كان امر الله قدرا مقدورا

কিন্তু বন্ধুগণ, কি করিবেন?

قسمت کیا ہر چیز کو قسام ازل نے'

جس چیز کو جس شخص کے قابل نظر آیا !

بلبل کو دیا رونا' پروانے کو جلنا'

غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا !

و لنعم ما قال :—

بار غم او عرض بہر کس کہ نمودم'

عاجز شد وایں قرعہ بنامم زسر افتاد !

চতুর্মুখী নৈরাশ্যের কুজ্ঝটিকার ভিতর আশার আলোক এই যে, আল্লাহর অনুকম্পা ও অনুগ্রহকে সম্বল করিতে পারিলে পঙ্গুও পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিতে পারে, সর্ব্বহারা অপদার্থের দ্বারা ও আল্লাহ তাঁহার মনোনীত "দ্বীনে"র সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন,—

www.ahlehadeethbd.org

অতএব আসুন, আমরা আমাদের জয়যাত্রা ও কাম্‌য়াবির জন্য অগতির গতি, সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা, রহমানুর রহিমের শরণাপন্ন হই :—

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید
دیگر ان هم بکنند انچه مسیحا می کرد
و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب'
و حسبنا الله و نعم الوکیل' نعم المولی و نعم
النصیر' فیارب ادخلنی مدخل صدق و
اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من
لدنک سلطانا نصیرا —

মহোদয়গণ, বক্তব্য পথে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে দুইটী মর্ম্মন্তুদ দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করা আমি—আমার অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি, প্রথমটী হইতেছে :—নবলব্ধ পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, বর্ত্তমান জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও শ্রেষ্ঠতম কূটনীতি বিশারদ, কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নার তিরোভাব, দ্বিতীয়টী হইতেছে :—পাক ভারতের—আহলে-হাদিছগণের সর্ব্বজনমান্য নেতা, তর্জুমানুল কোরআন, শায়খুল ইছ্‌লাম, আল্লামা আবুল ওফা মোহাম্মদ ছানাউল্লাহ ছাহেবের মহা প্রস্থান। জ্ঞান ও কর্ম্ম সাধনার এই দুই পূর্ণ চন্দ্রের চরম ক্ষয়—প্রাপ্তিতে আমাদের হৃদয়াকাশ বিষাদ ও শোকের অমানিশিতে পরিণত হইয়াছে। নশ্বর জগতে মানুষের শেষ পরিণতির এই ব্যবস্থাকে যে কেহই এড়াইতে পারিবেনা, অবিনশ্বর আল্লাহ রাব্বুল্‌আলামিনের ইহাই বিধান :—

کل من علیها فان' و یبقی وجه ربک ذوالجلال
و الاکرام

چون ختم الانبیاء هم رفت کس باقی نمی ماند
بجز ذات مقدس قادر وقیوم صمدانی

কিন্তু সত্যই কি মৃত্যু মানব জীবনের শেষ পরিণতি? বন্ধুগণ, আমরা মুছলমান! আমরা মৃত্যুকে জড়দেহের শেষ পরিণাম মনে করিতে পারি, কিন্তু আত্মার মৃত্যু ও কর্ম্মসাধনার পরিসমাপ্তিকে আমরা কদাচ বিশ্বাস করিনা! যদি—মৃত্যুই চরম ব্যাপার হয়, তাহা হইলে মানব-জীবনের সার্থকতা কি?

Alas for love,
If thou wert all
And naught beyond the Earth?

এইখান হইতেই ইছ্‌লামের بعث بعد الموت পুনরুত্থান আকিদার বাস্তবতা প্রমাণিত হয়।—বন্ধুগণ, মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ ও আবুল ওফা ছানাউল্লাহ কর্ম্মযোগের যে জীবন্ত আদর্শ আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, আসুন আমরা তদ্দ্বারা অনুপ্রমাণিত হই এবং তাঁহাদের অমরত্ব ঘোষণা করি :—

هرگز نمیرد انکه دلش زنده شد بعشق'
ثبت است بر جریدهٔ عالم دوام ما!

আসুন, আমরা তাঁহাদের এবং আমাদের পরলোক প্রাপ্ত সহকর্ম্মীদের বিশেষতঃ ইলায়ে-কলেমাতুলহকের জন্য এবং মুছলমানগণের জাতীয়-জীবনের মুক্তিসাধনায় সমগ্র ভারত, কাশ্‌মীর—ফলছ্‌তিন ও ইন্দোনেশিয়ার রণাঙ্গনে যাঁহারা আত্মদান করিয়াছেন অথবা ময্‌লুম অবস্থায় শহীদ হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের আত্মার মুক্তি ও নাজাতের জন্য আল্লাহর দরবারে আকুল প্রার্থনা নিবেদন করি :—

بنا کردند خوش رسمے بخاک و خون غلطیدن'
خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را!
اللهم اغفر لهم وارحمهم و عافهم واعف عنهم واکرم
نزلهم و وسع مدخلهم' اللهم امطر علیهم شابیب
الرحمة و الرضوان' اللهم ثبتهم و ثقل موازینهم
و حقق ایمانهم وارفع درجتهم و تقبل صلاتهم
و اغفر خطیئتهم و نسالک لهم الدرجات العلی
من الجنة امین!

(আহ্‌লেহাদিছ আন্দোলন)

মহোদয়গণ, আহ্‌লেহাদিছ মতবাদ কোন—অভিনব মতবাদ এবং ইহার আন্দোলন মুছলমানগণের একটী স্বতন্ত্র দলের আন্দোলন [illegible]

www.ahlehadeethbd.org

করাচি বা ঢাকায় আহ্‌লেহাদিছগণের জন্য স্বতন্ত্র—কোন colony বা উপনিবেশের দাবীদার নই, আমরা পাকিস্তান পার্লামেণ্টে আহলেহাদিছগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসন চাইনা, আমরা সরকারী চাকুরী বাকুরীতে আহলেহাদিছদের ওয়েটেজ প্রার্থনা—করিনা। ইছ্‌লামের মূলদাবী যাহা, আমরা কেবল তাহাই দাবী করি। ইছ্‌লামের আমানৎকে জগদ্‌গুরু, মানবমুকুট, বিশ্বনবী, খাতেমুলমুর্ছালিন—হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) যে ভাবে, যে—আকারে ও যে উদ্দেশ্যে আমাদের হস্তে সমর্পন করিয়া গিয়াছেন, আমরা দুনিয়ার বুকে ইছ্‌লামকে সেই ভাবে ও উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই।

আমরা পৃথিবীর মুছলমানকে এক ও অভিন্ন জাতি রূপে দেখিতে চাই। কুসংস্কার, গতানুগতিকতা, অন্ধ ভক্তি এবং মূর্খ বিদ্বেষের যে আবর্জ্জনাপুঞ্জ ইছ্‌লামের পবিত্র দেহকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে, নাস্তিকতা, অংশীবাদ এবং মানুষের রচিত ও কল্পিত নব নব মতবাদ, থিওরী, সাধন ভজন প্রণালী ও আইন কানুন ইছলামকে যে ভাবে কোণঠাসা করিয়া রাখিতে চাহিতেছে, আমরা—তাহা সহ্য করিনা। আমরা ইছলামকে চিরঞ্জীব, সর্ব্বযুগোপযোগী এবং ইছলামের বাহক শ্রেষ্ঠতম রছুল (দঃ) কে খাতেমুল মুর্ছালিন বিশ্বাস করি,—তাঁহার নবুওতের সাম্রাজ্যকে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত যিন্দা ও অমর প্রমাণিত করিতে হইবে,—এই গুরুভার প্রত্যেক উম্মতের স্কন্ধে ন্যস্ত রহিয়াছে বলিয়া স্বীকার করি।

(আহ্‌লেহাদিছ কেন ?)

মুছলমানগণের মধ্যে ফের্কাবন্দী বা দলগত ভিন্ন ভিন্ন গণ্ডি কায়েম হইবার পূর্ব্বে আহ্‌লেহাদিছ এবং মুছলমান উভয় শব্দের তাৎপর্য্য এক ও অভিন্ন ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে যখন রাজনৈতিক কারণে খারেজী ও শিয়াদের অভ্যুদয় ঘটিল এবং তথাকথিত যুক্তিবাদের নামে এ'তেযাল ও এর্জার ফেৎনা সৃষ্টি হইল, তখন ছাহাবা বিদ্বেষের ফল স্বরূপ তাঁহাদের বাচনিক বর্ণিত রছুলুল্লাহ্‌র (দঃ) হাদিছ কতিপয় দল কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইল, এমন কি তাঁহাদের কোন কোন ফের্কা কোরআনের বিশুদ্ধতা পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ—হইলেন না, কারণ কোরআনের রেওয়ায়ৎ ও প্রচার কার্য্যও ছাহাবাগণ কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছিল ; তখন হইতে গুপ্ত কোরআন ও ছিনা বছিনার কিংবদন্তী কানে কানে প্রচারিত হইতে থাকে। তথাকথিত-যুক্তিবাদীদল হাদিছে বর্ণিত অনেক বিষয় বস্তুর—সমাধান করিতে না পারিয়া মূল হাদিছকেই অস্বীকার করিয়া বসেন। ফলতঃ তখন মুছলমানগণ দুইটী প্রধান দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন এবং তাঁহাদের বিভাগের সীমারেখা হয়—হাদিছ ও ছুন্নৎ—ছাহাবা ও তাবেয়ীগণ কোরআনের ন্যায় রছুলুল্লাহর (দঃ) বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত হাদিছের সমর্থক ও অনুসরণকারী ছিলেন বলিয়া রছুলে করিমের (দঃ) পবিত্র মুখে উচ্চারিত ও মনোনীত আহ্‌লেহাদিছ নামে অভিহিত হন। দেখুন ছাখাবীর القول البديع ১৮৯ পৃঃ ; হাকেমের المستدرك : (১) ৮৮ পৃঃ। খতিবের شرف اصحاب الحديث : ২১ পৃঃ।

উছ্‌তায আবুমনছুর আবদুলকাহের বাগ্‌দাদী (—৪২০ হিঃ) তাঁহার اصول الدين নামক গ্রন্থে বলেন :—

اصل ابى حنيفة فى الكلام كاصول اصحاب الحديث الا فى مسئلتين

মতবাদের দিক দিয়া ইমাম আবুহানিফার অছুল, দুইটী মছ্‌আলা ছাড়া সমস্তই আহ্‌লেহাদিছগণের অনুরূপ,—(১) ৩১২ পৃঃ।

ইছলামের যে সকল বীর সৈনিকের সাহায্যে রুম, আল্‌জেরিয়া, সিরিয়া, পারস্য, আফ্রিকা, স্পেন এবং হিন্দের সীমান্ত বিজিত হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই ছাহাবা ও তাবেয়িন ছিলেন, ফলে উল্লিখিত দেশ সমূহের সীমান্তবাসী সকল মুছলমান আহলেহাদিছ ছিলেন, খারেজী ও রাফেযীগণ মুছলমান সাম্রাজ্যের ভিতর সকল সময় বিদ্রোহ ও

www.ahlehadeethbd.org

অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছেন বটে, কিন্তু ফতুহাতে ইছ্‌লামিয়ার এক ইঞ্চি জমিও তাঁহাদের সাহায্যে অধিকৃত হয় নাই। ইমাম আবুমনছুর বাগদাদী—বলেন :—

ثغور الروم و الجزيرة و الشام و اذر بيجان
وباب الابواب كل اهلها كانوا على مذهب اهل
الحديث' وكذالك ثغور لافريقية و اندلس'
و كل ثغر وراء بحر المغرب كل اهلها كانوا من
اهل الحديث - و كذالك ثغور اليمن على
ساحل الزنج كان اهلها من اهل الحديث

রূম, সীমান্ত, আলজেরিয়া, সিরিয়া, আযর-বাইজান, বাবুলআবওয়াব প্রভৃতি স্থানের সকল—মুছলমান অধিবাসী আহ্‌লেহাদিছ মতবাদ প্রতিপালন করিতেন। অনুরূপভাবে আফ্রিকার সীমান্ত, স্পেন এবং পশ্চিম সাগরের পশ্চাদ্বর্ত্তী সকল—সীমান্তের মুছলমান অধিবাসীবর্গ আহ্‌লেহাদিছ ছিলেন। পুনশ্চ আবিসিনিয়ার উপকূলবর্ত্তী ইয়ামানের সমুদয় সীমান্তবাসী আহলেহাদিছ ছিলেন—১—৩১৭ পৃঃ।

ছোবহানাল্লাহ! ছাহাবা ও তাবেয়িন রাযিয়াল্লাহো আন্‌হুম এমন কি মহামতি ইমামগণ পর্য্যন্ত যে আহ্‌লেহাদিছ মতবাদের অনুসরণ—করিতেন, দুইশত হিজরী ও তাহার পরবর্ত্তী যুগ পর্য্যন্ত যাহা এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের হেদায়ৎপ্রাপ্ত মুছলিমগণের পরিগৃহীত একমাত্র মতবাদ ছিল, যে শাশ্বত সনাতন আহলেহাদিছ মতবাদ হযরত রছুলেকরিমের (দঃ) প্রচারিত মৌলিক—ইছলামের নামান্তর মাত্র, আমাদের একদল বন্ধুর কাছে সেই আহ্‌লেহাদিছরাই নাকি লা মযহাব! আবার কেহ কেহ আহ্‌লেহাদিছ মতবাদের—উল্লেখ না কি ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেই খুজিয়া পান না! এবং কোন কোন উদারনৈতিক মহাপ্রাণ ব্যক্তি—আহ্‌লেহাদিছ রূপে পরিচিত হইবার দুষ্কার্য্যকে—নাকি ফের্কাবন্দীর পরিচায়ক বলিয়া মনে করেন!

انا لله و انا اليه راجعون

پری نهفته رخ و ديو در کرشمه و ناز !
بسوخت عقل زحيرت که اين چه بوالعجبی است !

(হিন্দ সীমান্তে আহ্‌লেহাদিছ)

১৪ হিজরীতে দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) কর্ত্তৃক হযরত উছমান বিনে আবিল আছ (রাযিঃ) (মৃতঃ ৫১ হিঃ) বাহারায়েনের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে সর্ব্ব প্রথম ছাহাবাগণ ও তদীয় ছাত্রবৃন্দ বর্ত্তমান বোম্বাই নগরীর ২১ মাইল দূরবর্ত্তী থানা বন্দর অক্রমণ করেন,—বলাযুরির ফতুহুল বুলদানঃ ৪৩৮পৃঃ। ১৭শ হিজরীতে বছরার শাসনকর্ত্তা হযরত মুগিরা সিন্ধুর বন্দর দিবলের উপর সৈন্য পরিচালনা করেন এবং জয়লাভ করিতে সমর্থ হন,— ঐ। দিবল বন্দর সিন্ধুর মোহনায় অবস্থিত ছিল, ইহার সঠিক অবস্থান সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। **Le Strange** বলেনঃ বর্ত্তমান করাচির পূর্ব্ব দক্ষিণে ৪৫ মাইল দূরে সিন্ধু নদের মোহনায় দিবল অবস্থিত ছিল,— **Muir's Caliphate** ৩৫২ পৃঃ। **Burns** ও **Burton** ঠট্টু নগরকে দিবল বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, **Elphinstone** ও **Reinaud** করাচিকেই দিবল বলিয়াছেন। **Mr. Thomas** এই অভিমত সমর্থন করিয়াছেন, **Cyclopaedia of India :** (১) ৯০২ পৃঃ।

বালাযুরী দিবল কে বিশাল বৌদ্ধ মন্দির—বলিয়াছেন। **Elliot** সাহেব তাঁহার **History of India** তে দিবল মন্দিরকে টাঙ্গামুরা নামক জলদস্যু বংশের অধিকৃত মন্দির লিখিয়াছেন।

তৃতীয় খলিফা হযরত উছমান বিনে আফফানের (রাযিঃ) খেলাফতে জলপথে একদল আরব—সৈন্য উপরোক্ত বন্দরগুলি দেখা শুনা করিয়া চলিয়া যায়।

৪র্থ খলিফা হযরত আলির (রাযিঃ) সময় ৩৯ হিজরী হইতে হিন্দের সীমান্ত অঞ্চল সমূহের ব্যবস্থার জন্য এক জন করিয়া শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হইতে থাকেন।

www.ahlehadeethbd.org

৪৪ হিজরীতে আমির মোয়াবিয়া (রাযিঃ) মোহাল্লব বিনে আবিছোফ্‌রা (৭—৮০) কে সিন্ধুর সীমান্ত অঞ্চলের পরিদর্শক ও ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করেন : তখন হইতে খেলাফতে ইছ্‌লামিয়ার অধীন সিন্ধুর শাসনকর্ত্তার পদ স্থায়ী হয়।

মুছলমানগণকে ৪৪ হিজ্‌রীতে হয্‌রত মোহাল্লবের সেনাপতিত্বে সিন্ধুর সীমান্তে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল,— ইব্‌নে কছিরের البداية والنهاية (৬) ২২৩ পৃঃ।

ইয়াফেয়ী লিখিতেছেন : ৪৪ হিজরীতে হয্‌রত আবদুর রহমান বিনে ছমরা (রাযিঃ) কাবুল শহর জয় করেন এবং হয্‌রত মোহাল্লব হিন্দে সৈন্য চালনা করিয়া শত্রু দলকে পরাভূত করেন,— مرآت الجنان [১] ১২১ পৃঃ।

আজ আল্লাহর ফয্‌লে সিন্ধুর প্রধান নগরী করাচি দওলতে খোদাদাদ পাকিস্তানের রাজধানীতে পরিণত হইয়াছে; ইছলামের ইতিহাসের ইহা একটী চমৎকার ঘটনা যে, হিন্দের সর্ব্ব প্রথম ইছলামি হুকুমৎও এই সিন্ধু প্রদেশে স্থাপিত হইয়াছিল, সুতরাং সিন্ধু জয়ের ঘটনাবলী যদি আমি একটু বিস্তৃতভাবে বলি, আশাকরি তাহা অপ্রাসঙ্গিক এবং শ্রোতৃবৃন্দের ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ হইবে না।

৮৬ হিজরীতে খলিফা ওলিদ বিনে আবদুল মালেক যখন সিংহাসনারূঢ় হন, তখন হাজ্জাজ বিনে মুনাব্বিহ ছকফী ইরাকের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ন্যূনাধিক ৯০ হিজরীতে সিন্ধুনদের উপকূলবর্ত্তী দেশ সমূহের সম্রাট ছিলেন—দাহির। তিনি দিবল—বংশীয় ও দিবলের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। মূলতান এবং সমগ্র সিন্ধুদেশ ও কালাবাগ পর্য্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। এই সময় সিংহলের মুছলিম উপনিবেশে কতিপয় আরব ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়। সিংহলের রাজা তাঁহাদের অনাথ স্ত্রী, কন্যাদিগকে নানারূপ মূল্যবান উপঢৌকন সহ জাহায যোগে হাজ্জাজের নিকট প্রেরণ করেন। দিবলের নিকটবর্ত্তী হইলে জল-দস্যুরা জাহাযের—সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী ও মুছলিম মহিলাদিগকে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। ঐতিহাসিক ইয়াকুৎ রুমি লিখিয়াছেন :—একজন মুছলিম মহিলাকে যখন—হিন্দে ক্রীতদাসীতে পরিণত করা হইতেছিল, তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাজ্জাজকে আহ্বান করেন ও তাঁহার দোহাই দেন; হাজ্জাজ যখন ইরাকে সেই নারীর আহ্বানের কথা শ্রুত হইলেন, তখন সসব্যস্তে পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে প্রত্যুত্তর দিতে থাকেন। হাজ্জাজবিনে ইউছফ ৭০ লক্ষ দিরহম ব্যয় করিয়া শেষ পর্য্যন্ত উক্ত মুছলিম মহিলার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন।

হাজ্জাজ দস্যুদলের দণ্ডবিধান ও জাহাযের ক্ষতিপূরণ দাবী করেন এবং মুছলিম মহিলাদিগের প্রত্যর্পণের জন্য আদেশ দেন। সম্রাট দাহির উত্তর করেন যে, তিনি জল-দস্যুদের দুষ্ক্রিয়ার প্রতিকার করিতে অসমর্থ। দাহির স্বয়ং দস্যুদলের সর্দ্দার ছিলেন কিনা, তাহা নিশ্চিত রূপে বলা যায়না, কিন্তু তৎকালে এমন কি, পঞ্চম শতাব্দীর অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত উপকূলবর্ত্তী সমুদয় মন্দিরগুলি দস্যুদের আড্ডা ছিল। ঐতিহাসিক আবুরারহান বিরুণী, কিতাবুলহিন্দে—লিখিয়াছেন : কচ্ছ ও সোমনাথের ইলাকাকে বওয়ারেজ বলার কারণ এইযে, বেড়া নামক ছোট ছোট সমষ্টিগত জাহায লইয়া তাহারা সমুদ্রে দস্যুবৃত্তি করিত,— প্রোঃ Sachau এর ইংরাজী অনুবাদ : (১)২০৮পৃঃ। দিবলের মন্দির কে Elliott সাহেবও দস্যু দলের অধিকৃত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

আরব বিজেতাগণের দিবলের মন্দির এবং সুলতান মাহ্‌মুদের সোমনাথের মন্দির কেন প্রধান লক্ষ্যস্থলে পরিণত হইয়াছিল, উপরোক্ত ঘটনা হইতে তাহা অনুমান করা যায়।

হজ্জাজ তাঁহার সপ্তদশ বর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বা পিতৃব্য পুত্র ইমাদুদ্দিন মোহাম্মদ বিনে কাছেম মৃত্যু (৯৬হিঃ) কে দাহিরের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করেন। মোহাম্মদ বিনে কাছেম ৯০ হিজরীতে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ৯৩ হিজরীতে দাহির নিধনপ্রাপ্ত হন।

মূয়ের বলিয়াছেন :—রাজধানী দিবল অধিকার করিয়া ইবনেকাছেম তথায় এক দল সৈন্য রাখিয়া

www.ahlehadeethbd.org

দাহিরের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং মিহ্‌রান অতিক্রম করিয়া দাহিরের সহিত প্রচণ্ড সম্মুখ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, দাহির তাঁহার হস্তীবাহিনী সহ পরাজয় লাভ করেন ও নিহত হন। ইব্‌নুলকাছেম ঝটিকাবেগে ব্রাহ্মণাবাদ অধিকার করেন এবং আলওয়ারের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া ব্যাস নদী অতিক্রম করেন ও মুলতানে হানা দেন। সুদীর্ঘ অবরোধের পর ইব্‌নুল-কাছেম মুলতান জয় করিয়া লন। ইবনেকছির বলেন যে, মোহাম্মদ বিনে কাছেম ৯৫ হিজরীতে মুলতান জয় করিয়াছিলেন। ইবনে জরিরের বর্ণনানুসারে ঐ সালে ইব্‌নুলকাছেম কচ্ছ ও মালওয়া অধিকার করেন। আল্‌বেরুনী লিখিয়াছেন যে, ইব্‌নুলকাছেম সিন্ধুতে প্রবেশ করিয়া বাহ্‌মানওয়া ও মূলস্থানা নামক নগরীদ্বয় জয় করিয়া লন, তিনি প্রথমটীকে আল্‌-মনছুরা ও দ্বিতীয়টীকে আল্‌ মামুরা নামে অভিহিত করেন। অতঃপর তিনি কনোজ পর্য্যন্ত প্রবেশ করেন, যাত্রাকালে গান্ধার প্রদেশের ভিতর দিয়া সৈন্য চালনা করেন এবং কাশ্মীরের ধার দিয়া প্রত্যাবর্ত্তিত হন। যে দেশ জয় করিতেন, তাহার অধিবাসীবর্গকে তাহাদের ধর্ম্মের উপর ছাড়িয়া দিতেন, কেবল যাঁহারা স্বেচ্ছায় ইছ্‌লাম গ্রহণ করিতে চাহিতেন, তাঁহারাই মুছলমান হইতে পারিতেন।

৯৬ হিজ্‌রীতে খলিফা ছোলায়মান বিনে আবদুল মালেক সিংহাসনে উপবেশন করেন,—হাজ্জাজ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করায় তিনি তাঁহার উপর অতিশয় রুষ্ট ছিলেন, সুতরাং সিংহাসন লাভ করার পর তিনি হাজ্জাজের আত্মীয় স্বজনগণের—নিধনসাধনে কৃতসঙ্কল্প হ'ন। মোহাম্মদ বিনে কাছেম হাজ্জাজের ঘনিষ্ট আত্মীয়, প্রতিনিধি ও পক্ষপাতী ছিলেন, ছোলায়মান তাঁহাকে সিন্ধু হইতে ডাকাইয়া আনিয়া হত্যা করেন। খলিফা ছোলায়মান কর্ত্তৃক মোহাম্মদ বিনে কাছেমকে হত্যা করার ইহাই প্রকৃত কারণ আর টড্‌ প্রভৃতি দাহিরের কণ্যাদ্বয়ের নামে যে কাহিণী রচনা করিয়াছেন তাহা মুছলিম বিদ্বেষের আগুণ প্রজ্জলিত করার ইন্ধন মাত্র। ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, মোহাম্মদ বিনে কাছেম যখন শেষবার সিন্ধু পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন,—বালাযুরী লিখিয়াছেন যে, সিন্ধুর অমুছলমান অধিবাসীবৃন্দ তাঁহাদের মহানুভব শাসনকর্ত্তার জন্য অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারেন নাই এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে কচ্ছে ইব্‌নুলকাছেমের প্রতিমা স্থাপন করিয়াছিলেন, ফতুহুল বুলদান : ৪৪৬ পৃঃ।

মুক্‌রান, মেক্‌রান বা বেলুচিস্তান হয়্‌রত উমর ফারুকের সময় ২৩ হিজ্‌রীতে অধিকৃত হয়। হয়্‌রত হাকাম বিনে আম্‌র তগলবী নামক ছাহাবী শেহাব বিনুল মাখারেক, ছোহায়ল বিনে আদি ও আবদুল্লাহ বিনে আবদুল্লাহ বিনে উৎবান সহ মুক্‌রান নদীর উপকূলে শিবির স্থাপন করেন। মুক্‌রাণের অধিপতি তাঁহার সৈন্যদল সহ নদী পার হইয়া আসেন ও মুছ্‌লিম বাহিনীর সম্মুখীন হন। কয়েক দিন ব্যাপী প্রচণ্ড সংগ্রামের পর মুছলমানগণ জয়লাভ করেন,—ইব্‌নে জরির : [৫] ৭ পৃঃ।

মোহাম্মদ বিনে কাছেম কর্ত্তৃক স্থাপিত সিন্ধুর রাজধানী সম্পর্কে শাম্‌ছুদ্দীন মোহাম্মদ বিনে আহমদ বেশারি মক্‌দছি ৩৭৫ হিজরীর লিখিত তদীয়—ভ্রমণবৃত্তান্তে বলেন : অধিবাসীবর্গ যোগ্য ও সদাশয়। এই স্থানে ইছলাম সজীব আছে এবং বিদ্যা ও বিদ্বানগণ বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা ধীশক্তিসম্পন্ন, পুণ্যবান ও ধর্ম্মভীরু। অমুছলমানগণ প্রতিমাপূজক, মুছলমানগণ অধিকাংশই আহ্‌লেহাদিছ। মনছুরা রাজ্যের বড় বড় নগরে অল্প সংখ্যক হানাফীও দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে কিন্তু মালেকী ও হাম্বলী আর মোতাযেলা ময্‌হাবের লোক একদম নাই। মনছুরার অধিবাসীবর্গ সরল ও সঠিক ময্‌হাবের উপর কায়েম আছেন, তাঁহাদের ভিতর সচ্চরিত্রতা ও ধর্ম্ম—পরায়ণতা বিদ্যমান আছে,— احسن التقاسيم : ৪৮১ পৃঃ।

৩৬৭ হিজরীতে ইব্‌নে হওকল বাগদাদী মুল্‌তানে উপস্থিত হন; তখনো মুলতানের মুছলমানগণ আহ্‌লেহাদিছ ছিলেন।

বন্ধুগণ, ছাহাবা ও তাবেয়ীগণ কর্ত্তৃক বিজিত

www.ahlehadeethbd.org

অন্যান্য দেশের ন্যায় চতুর্থ শতকের মধ্যভাগ পর্যান্ত হিন্দ ভূমিও যে আহ্লেহাদিছ অধ্যুসিত ছিল, আপনারা ঐতিহসিক ভাবে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে এই দেশে কি কি কারণে আহ্লেহাদিছ মতবাদ ও ইল্মে হাদিছের আন্দোলন মন্থর হইয়া যায়, তাহার আলোচনা এখানে অনাবশ্যক; আমি আমার বিরচিত আহলেহাদিছ আন্দোলনের ইতিহাসে তাহা সবিস্তার লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ছাহাবা, তাবেয়ীন ও তদীয় আহ্লেহাদিছ শিষ্যমণ্ডলীর সাহায্যে যে সকল দেশ বিজিত হইয়াছিল, তথায় ইছলামের মৌলিক আদর্শ ও শিক্ষা শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছিল, কোর্আন ও ছুন্নতের পবিত্র প্রভাবে ইছ্লামি সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিজিত জাতি ও দেশ সমূহের ধর্ম্ম ও দৃষ্টিভঙ্গী কে আমূল পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু ইছলাম পারসিক, বরদশ্তি, তুর্কী, গয্নভী, ছলজোকি, গওরী, মোগল ও আফগানদের মারফৎ বহু পথ ঘুরিয়া এবং বহু হস্তে ফিরিয়া দ্বিতীয় পর্য্যায়ে যখন হিন্দ ভূমিতে প্রবেশ করে, তখন মোহাম্মদী ইছ্লামের সম্মোহন ও আকর্ষণ শক্তি মুছলমানগণ হারাইয়া ফেলেন। গগণ-চুম্বী প্রাসাদ, স্বর্ণ সিংহাসন, রাগেফেব্দগুছ এবং অতুলনীয় সমাধিসৌধ তাঁহারা বহু রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু প্রকৃত ইছলামের গৌরব তাঁহারা অল্পই সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। আহ্লেহাদিছ আন্দোলনের প্রতি এই ঔদাসীন্যের ফলেই আজ দিল্লির জামে মছ্জিদ, কুতুব মিনার, আগ্রার তাজ এবং আজ্মিরে খওয়াজা মুঈনুদ্দীন চিশ্তির এবং দিল্লি, পাণ্ডুয়া ও গৌড়ের শত সহস্র মুছলিম মনিষী ও সাধকদলের বত্তার দাবী পাকিস্তান রাষ্ট্র কে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে হুজ্জাতুল ইছলাম ইমাম ওলিউল্লাহ দেহ্লভী বড় দুঃখেই বলিয়াছেন :—

تا انقراض دولت شام هیچ کس خودرا حنفی شافعی نمی گفت' بلکه ادله را بروفق مذهب اصحاب خود تاویل می کردند - در دولت عراق هرکسے برائے خود نامی معین نمود' تانص اصحاب خود نیابد' بر ادلهٔ کتاب وسنت حکم نکند - اختلافے کهاز مقتضاے تاویل کتاب وسنت لازم می آمد' فی الحال محکم الاساس گشت - چوں دولت عرب منقضی گشت و مردم در بلاد مختلفه افتادند' هریکے آنچه از مذهب یاد گرفته بود' همان را اصل ساخت' وآنچه مذهب مستنبط سابقا بود' الحال سنت مستقره شد - علم ایشان تخریج بر تخریج وتفریع بر تفریع - دولت ایشاں مانند دولت مجوس الا آنکه نماز می گزارند ومتکلم بکلمهٔ شهادت می شوند - ما مردم در داماں همیں تغیر پیدا شدیم' نمی دانیم خدائے تعالی بعد ازیں چه خواسته است ؟

উমাইয়া বংশীয়দের রাজত্বের বিধ্বস্তি-কাল—পয্যন্ত কোন মুছলমান নিজকে হানাফী, শাফেয়ী বলিতেন না, স্ব স্ব গুরুগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে কোর্আন ও হাদিছের ব্যাখ্যা করিতেন। আব্বাছি খলিফাদের শাসন যুগের মধ্যভাগে প্রত্যেকেই নিজেদের জন্য এক একটী করিয়া নাম নির্দ্দিষ্ট রূপে বাছিয়া লইলেন এবং স্বীয় গুরুগণের উক্তি না পাওয়া পর্য্যন্ত কোর্আন ও হাদিছের নির্দ্দেশ মান্য করার রীতি পরিহার করিলেন। কোর্আন ও হাদিছের ব্যাখ্যা লইয়া যে মতভেদ দেখা দিয়াছিল, এক্ষণে সেই মতভেদ মযহবের বুনিয়াদ রূপে দৃঢ় হইল। আরব রাজত্বের অবসানের পর (৬৫৬ হিঃ) মুছলমানগণ বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িলেন, প্রত্যেকে স্ব স্ব মযহবের যতটুকু অংশ স্মরণ রাখিতে পারিয়াছিলেন, তাহাকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিলেন আর যাহা—পূর্ব্ববর্ত্তীগণের উক্তির সাহায্যে পরিকল্পিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা অবিসম্বাদিত ছুন্নৎ রূপে পরিগৃহীত হইল। ইহাদের বিদ্যা হইতেছে—এক অনুমানের উপর গঠিত আর এক অনুমান, এক পরিকল্পনার ভিত্তির উপর নির্ম্মিত আর এক পরিকল্পনা যাহা, পুনশ্চ তাহাকে অবলম্বন করিয়া আর এক অনুমান! ইহাদের রাজত্ব অগ্নিপূজকদের ন্যায়, তফাৎ শুধু এইটুকু যে, ইহারা নামায আদা করে ও শাহাদতের

www.ahlehadeethbd.org

কলেমা উচ্চারণ করিয়া থাকে। আমরা এই যুগ-সন্ধিক্ষণে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, জানিনা অতঃপর আল্লাহর অভিপ্রায় কি? ———

ازالة الخفا عن خلافة الخلفا :- (১) ১৫৮পৃঃ।

শাহ্ ছাহেব এই দেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার জন্য বিলাপ করিয়াছেন, কিন্তু তখনো মুছলমানরা নামায আদা করিত ও শাহাদৎ মন্ত্র উচ্চারণ করিত। দুইশত বৎসর যাবৎ ইংরাজী গোলামির জগদ্দল নিষ্পেষণে আজ আমাদের নৈতিক অবস্থার যে ভয়াবহ পতন ঘটিয়াছে, নামায ও তাহার জামাআতের প্রতিষ্ঠার প্রতি মুছ্লিম জননায়ক ও সংস্কারকদের যে নিদারুণ অশ্রদ্ধা ও অবহেলা দেখা যাইতেছে, হযরত শাহ ছাহেব আমাদের বর্ত্তমান ভয়াবহ ও মারাত্মক অবস্থা স্বচক্ষে দেখিতে পাইলে যে কি মন্তব্য করিতেন—কে জানে?

অনুমানের উপর অনুমান ও পরিকল্পনার ভিত্তির উপর পরিকল্পনার কার্যে কোর্আন ও ছুন্নতের মৌলিক ও সার্ব্বভৌম প্রাধান্য নষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু অনুমান ও পরিকল্পনার জন্য আংশিক ভাবেও ইজ্তেহাদ বা Assertion এর শক্তি তখনো সঞ্জিবীত ছিল এবং অনুমান যতই বেঠিক হউক, কোর্আন ও ছুন্নতের অপ্রত্যক্ষ সংযোগের দাবী কেহই পরিত্যাগ করেন নাই, কিন্তু বড়ই পরিতাপের কথা যে, আজ যেরূপ একদল নবুওতের ন্যায় ইজ্তেহাদের অবিদ্যমানতার কথা ঘোষণা করিতেছেন এবং সকল প্রকার নবজাত রাষ্ট্রীয়, তামাদ্দুনী ও অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য ছয় শত হইতে হাযার বৎসর পূর্ব্বকার অচল ও নিষ্ফল অনুমান ও সিদ্ধান্ত সমূহের আশ্রয় লইতে উপদেশ দিতেছেন, সেইরূপ আর একদল কিয়াছ ও ইজ্তেহাদের ভিত্তি এবং সমুদয় শর্তের সকল বালাইকে অস্বীকার করিয়া নাস্তিকতা, ইল্হাদ, Secularism, Imperialism, Nationalism,—Communism, Capitalism প্রভৃতির ভিত্তিতে গভীর গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং কোর্আন ও ছুন্নতের সর্ব্বযুগীয় উপযুক্ততা ও সার্ব্বজনীনতার অচলতা সাব্যস্ত করিতেছেন।

لاله ساغرگیر و نرگس مست وبرما نام فسق !
داوری خواهم مگر یارب کرا داور کنم ؟

আহ্লে-হাদিছ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্যবহারিক বৈষম্যের ভিত্তিতে মুছ্লিম জাহানকে নানারূপ দলে ও গোঠে বিভক্ত হইতে না দিয়া কোর্আন ও ছুন্নতের ভারকেন্দ্রে সমগ্র মুছলমানকে একত্রিত (Consolidate) করা এবং মুছলিম-জাতি গঠিত করা, কিন্তু আহ্লে-হাদিছ মতবাদ হইতে বিচ্যুতি ঘটায় অতিভক্তি ও অতি-বিদ্বেষের মড়ক জাতীয় জীবনে প্রবেশলাভ করে! এই রোগের নিদারুণ পরিণতি স্বরূপ শিয়া ছুন্নির যুদ্ধ ও মযহব চতুষ্টয়ের উদ্দাম, অবিশ্রান্ত ও নির্ম্মম—আপোষ সংঘর্ষ মুছ্লিম জগতের দিকে দিকে আরম্ভ হইয়া যায়। এই কাহিনী অতিশয় হৃদয় বিদারক, ইহার বিস্তৃত আলোচনার এখন সময় নাই, সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, হানাফী ও শাফেয়ী সংঘর্ষের বিষময় ও ভয়াবহ পরিণতি স্বরূপ সপ্তম হিজ্রীর মধ্যভাগে তাতারি নর রাক্ষসের দল মুছ্লিম জাহানে হানা দেয় এবং কোটি কোটি মুছলমানকে হত্যা করে। ৬৫৬ হিজ্রীতে হালাকুখান বাগ্দাদে প্রবেশ করিয়া খলিফাতুল মুছ্লেমিন এবং ৮লক্ষ হইতে ৪০ লক্ষ মুছলমানকে হত্যা করে এবং সাত শত বৎসরের—সঞ্চিত ও সংগৃহীত জ্ঞান ও রত্ন ভাণ্ডার জালাইয়া, পোড়াইয়া লুঠ করিয়া অবশেষে দজ্লার বুকে ডুবাইয়া দেয়। শায়খুল ইছলাম ইব্নে তায়মিয়াহ তদীয় রেছালায়, ইমাম ইব্নুলইয্ দেমেশকী হানাফী হেদায়ার টীকা তম্বিহাৎ নামক গ্রন্থে এবং আল্লামা ছৈয়দ রশিদ রিযা কিতাবুল মুহাবেরাৎ নামক পুস্তকে ও তফ্ছির আলমানারে হানাফী ও শাফেয়ীদের মযহাবি কোন্দলকে এই হৃদয় বিদারক দুর্ঘটনার মূল কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। ক্রমশঃ।

تفسير القرآن
কোর্‌আনের ভাষ্য

বিশ্বস্ততম তফ্‌ছির

অধ্যাপক—মুহাম্মদ আদমুদ্দীন,
এম, এ।

বিভিন্ন মতবাদী মুসলিম ওলামার সমবেত চেষ্টায় কোর্‌আনের যে বিরাট তফ্‌সীর-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে এমন এক বিশাল নদীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে যাহা একটি ক্ষুদ্র ঝরণা হইতে জন্মলাভ করিয়া তাহার প্রবাহ-পথে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র নদী, উপনদী, হ্রদ প্রভৃতির পানিদ্বারা স্ফীত হইতে হইতে অবশেষে অতি বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। তফ্‌সীর-সাহিত্য রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর সময় অতি ক্ষুদ্রাকারে জন্ম-লাভ করে। অতঃপর পরবর্ত্তী মুফাস্‌সেরগণ প্রত্যেকেই ইহাতে নিজ হইতে কিছু না কিছু যোগ করিয়াছেন। তাহার ফলে প্রধানতঃ সুন্নী, মুতাযিলী ও শিয়ী এই তিন ভাগে বিভক্ত তফসীর-সাহিত্য দেখিতে পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (দঃ) হইতে বর্ণিত তফসীর সংক্রান্ত বিশ্বস্ত হাদিসগুলির সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

নিম্নে বিশ্বস্ততম হাদিস গ্রন্থ বোখারী হইতে সংগৃহীত রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর পবিত্র মুখ নিঃসৃত মুত্তাসাল (অবিচ্ছিন্ন) তফসীর সংক্রান্ত হাদিছ-গুলির বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

২। সূরা আল্‌-বাকারাহ।

১। و ادخلوا الباب سجدا و قولوا حطة

এবং তোমরা সেজদা করিতে করিতে এবং ক্ষমা (চাই) শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে দরজায় প্রবেশ কর (২ : ৫৮)।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিতেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, "বনী ইস্‌রাঈলদিগকে বলা হইল যে, তোমরা সেজ্‌দা করিতে করিতে এবং "ক্ষমা (চাই)" শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে দরজায় প্রবেশ কর।" কিন্তু তাহারা উল্টাভাবে নিতম্বে ভর রাখিয়া এবং حطة (ক্ষমা) শব্দটিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া حبة فى شعرة হাব্বাতুন ফী শা'রাতীন (যব অথবা গম চাই) বলিতে বলিতে প্রবেশ করিল।

২। و كذالك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا -

এবং তোমাদিগকে আমরা মধ্যবর্তী জাতিরূপে সৃষ্টি করিয়াছি যেন তোমরা জনগণের সাক্ষী-স্বরূপ হইতে পার এবং রাসূল (দঃ) তোমাদের সাক্ষী হন ২ : ১৪৩।

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা নূহ্‌ (আঃ) কে কেয়ামতের দিন আহ্বান করিবেন। তিনি বলিবেন—لبيك و سعديك يارب হে প্রভু! আমি হাযির। আল্লাহ বলিবেন,—"তুমি কি (আমার বাণী জনগণের নিকট) পৌছাইয়াছ?" তিনি বলিবেন,—"জী হাঁ।" অতঃপর তাঁহার উম্মৎকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। তাহারা বলিবে,—"আমাদের নিকট কোন সতর্ককারী আসেন নাই।" তখন আল্লাহ তা'আলা নূহ (আঃ) কে বলিবেন,—"কে তোমার কথার সাক্ষ্য দিবে?" তিনি বলিবেন —"মুহাম্মদ (দঃ) এবং তাঁহার উম্মৎ।" অতঃপর তাঁহারা সাক্ষ্য দিবেন যে, তিনি (নূহ আঃ আল্লাহর বাণী) প্রচার করিয়াছেন। তৎপর রাসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদের সাক্ষ্য সমর্থন করিবেন।

৩। كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود -

আহার কর এবং পান কর যতক্ষণ না শাদা সুতা কাল সুতা হইতে তোমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ২ : ১৮৭।

আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) বলিতেছেন, আমি বলিলাম "হে আল্লাহর রাসূল (দঃ)! কাল সুতা হইতে শাদা সুতার তাৎপর্য কি? ঐ দুইটি কি দুইটি (সাধারণ) সুতা?" তিনি বলিলেন,—"তাহা হইলে

www.ahlehadeethbd.org

তোমার গর্দান খুবই প্রশস্ত যদি তুমি ঐ সূতা দেখিয়া থাক।" অতঃপর তিনি বলিলেন,—বরং উহা রাত্রির অন্ধকার এবং দিনের আলোক।"

৪। صلوٰة الوسطى

মধ্যকালীন নামায ২ : ২৩৮।

হযরত আলী (রাঃ) বলিতেছেন,—রাসূলুল্লাহ (দঃ) খন্দকের যুদ্ধে বলিয়াছিলেন,—"তাহারা (শত্রুগণ) আমাদিগকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত মধ্যকালীন নামায হইতে বিরত রাখিয়াছিল আল্লাহ তাহাদের কবর-সমূহ এবং তাহাদের গৃহ-সমূহ অথবা তাহাদের উদর-সমূহ (ইহা রাবীর সন্দেহ) অগ্নি দ্বারা পূর্ণ করুন।"

৫। نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم -

তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের ক্ষেত্র স্বরূপ, অতএব তোমরা তোমাদের ক্ষেত্রে যে ভাবে ইচ্ছা প্রবেশ কর। ২ : ২২৩।

হযরত উম্মে সালামাহ বলেন,—হযরত রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,— "يعنى صما ما واحدا" অর্থাৎ একই ছিদ্রে।"

৩। সূরা আলে ইমরাণ।

৬। هو الذى انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تاويله و ما يعلم تاويله الا الله و الراسخون فى العلم يقولون امنابه كل من عند ربنا و ما يذكر الا اولوا الالباب -

তিনিই (সেই আল্লাহ) যিনি আপনার উপর গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছেন, উহার মধ্যে কতকগুলি আয়াত আছে যাহার অর্থ স্পষ্ট সেইগুলি গ্রন্থের মূল আর অপরগুলি রূপক। যাহাদের অন্তরে কুটিলতা আছে তাহারা ফেৎনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং কূটব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে রূপকগুলির অনুসরণ করে অথচ আল্লাহ ব্যতীত এবং জ্ঞানে সুদৃঢ় বিদ্বানগণ ব্যতীত উহার ব্যাখ্যা কেহ জানেন না। তাঁহারা বলেন যে, আমরা উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, ঐগুলি সমস্তই আমাদের প্রভুর নিকট হইতে (আসিয়াছে), আর জ্ঞানী ব্যতীত কেহই উপদেশ প্রাপ্ত হয় না। ৩ : ৬।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিতেছেন,—একদা রাসূলুল্লাহ (দঃ) এই আয়াত পাঠ করিলেন, এবং বলিলেন,—"যখন তুমি ঐ সমস্ত লোককে দেখিবে যাহারা রূপকভাবে বর্ণিত আয়াতগুলির অনুসরণ করে (তখন তুমি জানিবে যে) তাহারাই ঐ সমস্ত লোক যাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা فى قلوبهم زيغ এই বাক্যাংশে উল্লেখ করিয়াছেন।

৭। ندع ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم ......الاية

"এস আমরা আমাদের পুত্রগণকে এবং তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের স্ত্রীগণকে এবং তোমাদের স্ত্রীগণকে আহ্বান করি ... ... ৩ : ৬০।

হযরত সা'দ বলিতেছেন,—যখন ندع ابناءنا وابناءكم এই আয়াত অবতীর্ণ হইল তখন রাসূলুল্লাহ (দঃ) হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হুসায়নকে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন, "হে আল্লাহ ইহারাই আমার পরিবারবর্গ (اهلى)

৬। সূরা আল্ আন্'আম্।

৮। و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو

এবং তাঁহার নিকট গায়েবের চাবি আছে, তিনি ব্যতীত আর কেহই উহা জানে না। ৬ : ৫৯।

আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিতেছেন,—রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—"গায়েবের চাবি ৫টি :—১। আল্লাহর নিকট কেয়ামতের (সংঘটিত হইবার সময়ের) জ্ঞান রহিয়াছে, ২। এবং (তিনি) বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন, ৩। মাতৃগর্ভে যাহা (স্ত্রী কিম্বা পুরুষ শিশু) আছে তাহাও তিনি অবগত আছেন, ৪। এবং কেহই অবগত নহে যে, আগামী কল্য সে কি অর্জন করিবে, ৫। এবং কেহই জানে না যে সে কোন স্থানে প্রাণত্যাগ করিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ-তা'আলা জ্ঞানময় এবং সংবাদজ্ঞ।

৯। الذين امنوا و لم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون -

যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের ঈমানকে যুল্‌ম (অত্যাচার) দ্বারা আবৃত করে নাই তাহাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তাহারাই সৎপথ প্রাপ্ত। ৬ : ৮৩।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিয়াছেন—যখন এই আয়াত নাযেল হইল তখন মুসলিমগণের জন্য উহা অতিশয় কষ্টকর বলিয়া বোধ হইল। তাঁহারা বলিলেন,—"হে রাসূলুল্লাহ আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে অত্যাচার (সীমা লঙ্ঘন) করে নাই ?" তিনি বলিলেন—"তাহা নহে, নিশ্চয়ই উহা (ظلم যুলম) শির্ক (অংশীবাদ)। লোকমান তাঁহার পুত্রকে কি বলিয়াছেন তাহা কি তোমরা শুন নাই ? (তিনি বলিয়াছেন) হে আমার পুত্র ! নিশ্চই শির্ক (অংশীবাদ) একটি মহা অত্যাচার।

১০। ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها - এবং আমরা তাহাদের জন্য গো ও ছাগমেষাদির চর্বি হারাম করিয়া দিলাম। ৬ : ১৪৭।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলিতেছেন,—"আমি রাসূলুল্লাহ (দঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তা'য়ালা ইহুদীগণকে ধ্বংস করুন। তাহাদের উপর যখন গো ও ছাগ মেষাদি পশুর চর্বি হারাম করা হইল তখন তাহারা উহা গলাইয়া বিক্রয় করিল এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভক্ষণ করিল।

১১। لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل পূর্বে ঈমান আনিয়া না থাকিলে কাহারও ঈমান তাহার কোনই উপকার করিবেনা। ৬ : ১৫৯।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন,—রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—সূর্য্য পশ্চিম দিকে উদিত না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত হইবে না। যখন মানুষ উহা দেখিবে তখন তাহারা সকলেই (আল্লাহ তা'আলার উপর) ঈমান আনিবে। এই সময় ঈমান আনিলে তাহাতে কাহারও কোনই উপকার হইবে না, যদি তাহারা ইতিপূর্বে ঈমান না আনিয়া থাকে।

৭। সূরা আল-আ'রাফ।

১২। المن মান্না ৭ : ১৬০।

সাঈদ ইবনে যায়দ বলিতেছেন,—রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন الكمأة (এক প্রকার ছত্রাক) এক জাতীয় মান্না বিশেষ। ইহার পানি চক্ষুরোগের উপকারী।

৯। সূরা তওবাহ।

১৩। ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله ... الخ -

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট আল্লাহর গ্রন্থে (বৎসরের) মাসের সংখ্যা বার ... ... ৯-৩৬। হযরত আবু বাকারাহ (রাঃ) বলিতেছেন—রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যে দিন পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই আকারে সময় ঘুরিয়া আসিয়াছে। বৎসরে বার মাস আছে। উহার মধ্যে চারিটি পবিত্র। উহাতে যুদ্ধ বিগ্রহাদি হারাম। এই চারিটি মাসের মধ্যে তিনটি যুল-কা'দাহ, যুল হাজ্জাহ এবং মুহাররম মাস পর পর এবং মুজের গোত্রের রাজাব যাহা জুমাদা (আসসানী) ও শা'বানের মধ্যবর্তী।

১৪। والمؤلفة قلوبهم এবং ইসলামের প্রতি তাহাদের হৃদয়কে আকর্ষণের (জন্য) ৮ : ৬০।

আবু সা'ঈদ (রাঃ) বলিয়াছেন—একদা রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট কিছু পাঠান হইয়াছিল তিনি উহা চারি ব্যক্তির মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন "আমি ইহা দ্বারা তাহাদের হৃদয়কে আকর্ষণ করি।" তখন কোনও ব্যক্তি বলিল, "আপনি সুবিচার করেন নাই।" তিনি বলিলেন,—"এই লোকটির বংশে যাহারা আসিবে তাহারা ইসলাম হইতে বিচ্যুত হইবে।" বোখারী।

১৫। استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة ....

তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা না করুন, যদি তাহাদের জন্য ৭০ বার ক্ষমা প্রার্থনা করেন ..... । ৯ : ৮০।

(আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর (রাঃ) বলিতেছেন, যখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন তাহার পুত্র আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর

www.ahlehadeethbd.org

নিকট আসিলেন এবং তাঁহার নিকট তাঁহার পিরাহান চাহিলেন যেন তদ্বারা তাঁহার পিতাকে কাফন দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (দঃ) উহা তাঁহাকে দিলেন। অতঃপর অবদুল্লাহ তাঁহাকে তাঁহার পিতার জানাযা পড়িতে অনুরোধ করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (দঃ) জানাজার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। তখন ওমর (রাঃ) খাড়া হইয়া তাঁহার বস্ত্র ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন—"হে রাসূলুল্লাহ আপনি উহার জানাজা পড়িবেন? অথচ আপনার প্রভু আপনাকে উহার জানাজা পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন।" রাসূলুল্লাহ বলিলেন,—"আল্লাহ আমাকে এখতিয়ার দিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন,—তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর যদি তাহাদের জন্য ৭০বার ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর আমি ৭০বারেরও অধিক প্রার্থনা করিব" তিনি (হযরত ওমর (রা) বলিলেন,——"সে ত একজন মোনাফেক!" রাসূলুল্লাহ (দঃ তাহার জানাজা পড়িলেন। অতঃপর ولاتصل على احد منهم مات তাহাদের (মোনাফেকদের) কেহ মৃত হইলে জানাজা পড়িওনা অথবা তাহাদের কবরের উপর দাঁড়াইও না" আয়াত নাযেল হইল।

১২। সূরা ইউসুফ (আঃ)।

১৬। ويتم نعمته عليك و على ال يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق

এবং তিনি তোমার উপর এবং ইয়াকুবের (আঃ) বংশের উপর তাঁহার দানকে পূর্ণ করিবেন, যেরূপ তিনি তোমার পিতৃদ্বয় ইবরাহীম (আঃ) এবং ইসহাক (আঃ) এর উপর উহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। ১২ : ৭।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—ইউসুফ (আঃ) মহান ব্যক্তির পুত্র তিনি মহান ব্যক্তির পুত্র, তিনি মহান ব্যক্তি (ইবরাহিম আঃ) এর পুত্র অর্থাৎ ইউসুফ (আঃ) ইয়াকুবের (আঃ) পুত্র, তিনি ইসহাকের (আঃ) পুত্র, তিনি ইবরাহিমের (আঃ) পুত্র।

১৪। সূরা ইবরাহীম (আঃ)।

১৭। كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى اكلها كل حين -

একটি উত্তম বৃক্ষের ন্যায়, যাহার মূল সুদৃঢ় এবং শাখা প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। উহা সর্ব্বদাই সুখাদ্য (ফল) প্রদান করে ১৪ : ২৪, ২৫।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিতেছেন,—"একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর সভায় উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বলিলেন,—এমন একটি বৃক্ষের নাম কর যাহার তুলনা করা যায় না অথবা মুসলিম ব্যক্তির ন্যায় যাহার পত্র (শুষ্ক হইয়া) বিচ্যুত হয়না এবং যাহা সর্ব্বদা ফল প্রদান করে।" ইবনে ওমর বলিতেছেন,—তখন আমার মনে হইল যে উহা খেজুরগাছই হইবে। কিন্তু হযরত আবুবকর ও হযরত ওমর (রাঃ) কোন কথা বলিলেন না দেখিয়া আমি কথা বলা পছন্দ করিলাম না। অতঃপর যখন কেহই কিছু বলিলেন না তখন রাসূলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং বলিলেন,—"উহা খেজুর গাছ।" তারপর যখন আমরা উত্থান করিলাম তখন আমি ওমর (রাঃ) কে বলিলাম, "আব্বা! আল্লাহর কসম, আমার মনে হইয়াছিল যে, উহা খেজুরগাছ।" তিনি বলিলেন,—তবে তুমি বলিলেনা কেন?" তিনি বলিলেন,—আপনাদিগকে কিছু বলিতে না দেখিয়া কিছু বলা পছন্দ করিলাম না। উমর (রাঃ) বলিলেন,—"তুমি বলিলেই ভাল হইত।"

১৮। يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا و فى الاخرة -

যাহারা সুদৃঢ় কথায় (কোরআন মজীদ) বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ তাহাদিগকে দুনিয়ার জীবনে এবং পরকালে সুদৃঢ় করেন। ১৪ : ২২।

হযরত বারা এবনে আযেব বলিয়াছেন,—"রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে, যখন কবরে কোন মুসলিমকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তখন তিনি সাক্ষ্য দিবেন যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই

www.ahlehadeethbd.org

এবং হযরত মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। ইহাই— يثبت الله الذين امنو بالقول الثابت فى الحيوة الدنيا و فى الاخرة

১৫। সূরা আল হিজর।

১৯। الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين ... ... الاية

কিন্তু, যে চুরি করিয়া শ্রবণ করে প্রকাশ্য উল্কা তাহার অনুসরণ করে। ১৫ : ১৮।

হযরত আবু হোরাইরা রাসূলুল্লাহ (দঃ) হইতে বর্ণনা করিতেছেন,—তিনি (রাসূলুল্লাহ দঃ) বলিয়াছেন,—আল্লাহ আকাশে যখন কোন আদেশ জ্ঞাপন করেন তখন ফেরেশতাগণ তাঁহার প্রতি আনুগত্যের চিহ্ন স্বরূপ প্রস্তরে জিঞ্জির দ্বারা আঘাত করার ন্যায় পক্ষ দ্বারা আঘাত করেন। তার পর তাঁহাদের হৃদয় হইতে ভয় দূর হইলে তাঁহারা পরস্পর আল্লাহ যাহা বলিয়াছেন তাহা লইয়া আলোচনা করেন। সেই সময় উপর্য্যুপরি সারিবদ্ধ ভাবে অবস্থানকারী গোপনে শ্রবণকারী জিনগণ উহা শ্রবণ করে। তৎপর সর্বোপরি অবস্থিত জিন উহার সঙ্গীকে উহা জানাইবার পূর্ব্বেই উল্কা উহার উপর আপতিত হইয়া উহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলে। কখনও এমন ঘটে যে, উল্কা পৌঁহিবার পূর্ব্বেই সে উহা তাহার সঙ্গীকে জানায়, সঙ্গী উহা পৃথিবীতে আনিয়া গণক ও যাদুগরদিগকে জানায়, তাহারা উহার সহিত আরও শত সহস্র মিথ্যা কথা যোগ করিয়া প্রচার করে। লোক তাহাদের ঐ সমস্ত কথা বিশ্বাস করে। তাহারা বলে, "সে কি বলে নাই যে অমুক অমুক ঘটনা ঘটিবে? উহা কি আমরা আকাশ হইতে যাহা শুনিয়াছি তাহার সত্যতা প্রমাণ করে নাই?"

২০। ولقد اتيناك سبعا من المثانى و القران العظيم -

এবং আমরা নিশ্চয়ই তোমাকে ৭টি পুনঃ পুনঃ পঠিত আয়াত এবং মহাকোরআন প্রদান করিয়াছি। ১৫:৭৮।

আবু সাঈদ আল মু'আল্লাহ (রাঃ বলেন যে, একদা আমি নামাযে রত থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (দঃ) আমার নিকট দিয়া গেলেন এবং আমাকে আহ্বান করিলেন। আমি নামাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার নিকট গেলাম না। তারপর (নামাজ সমাপ্ত করিয়া) যখন আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম তখন তিনি আমাকে বলিলেন, "তুমি এতক্ষণ আমার নিকট আসিলে না কেন?" আমি বলিলাম, "আমি নামায পড়িতেছিলাম।" তিনি বলিলেন,—"আল্লাহ কি বলেন নাই, হে মুসলিমগণ আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের আহ্বানে সাড়া দাও?' তার পর তিনি বলিলেন,—"আমি এই মসজিদ হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই তোমাকে কোরআনের সর্ব্ববৃহৎ সূরা শিক্ষা দিব" অতঃপর তিনি মসজিদ হইতে বাহির হইবার জন্য রওয়ানা হইলেন, তখন আমি তাঁহাকে ঐ কথা স্মরণ করাইয়া দিলাম। তিনি বলিলেন,—"আলহামদু লিল্লাহে রাব্বেল আলামীন, উহাই পুনঃ পুনঃ পঠিত সপ্তক এবং মহাকোরআন, যাহা আমাকে দেওয়া হইয়াছে।

১৭। সূরা বানি ইসরাঈল।

২১। سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى -

পবিত্রতা তাঁহারই যিনি নিশাযোগে তাঁহার দাসকে মাসজিদে হারাম হইতে মাসজিদে আকসায় লইয়া গেলেন। ১৭ : ১।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিতেছেন,—"আমি রাসূলুল্লাহ (দঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "যখন কোরায়শগণ আমাকে অবিশ্বাস করিল তখন আমি শয়নাগারে ছিলাম। তখন আল্লাহ আমার নিকট মাসজিদ (কা'বা) এবং জেরুজালেম প্রকট করিয়া দিলেন। আমি উহাদের চিহ্ন দেখিয়া উহাদিগকে চিনিলাম। ক্রমশঃ।

www.ahlehadeethbd.org

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শ
ও
উহার বিশ্লেষণ।

মোহাম্মদ আবদুর রহমান,
বি, এ, বি, টি।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বার্ষিকী উদ্‌যাপন করিলাম। বিভিন্ন প্রকার আনন্দোৎসব ও জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া আমাদের পুলকিত হৃদয়ের হর্ষোচ্ছ্বাস জ্ঞাপন করিলাম। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার কতটুকু আমাদের ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে রূপায়িত হইতে চলিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে।

পাকিস্তান কুসুমাস্তীর্ণ পথে বিজয় দুন্দুভি বাজাইয়া আমাদের কাছে আসে নাই। উহা কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথে সম্মুখের বহু কিছু রথচক্রের নিষ্পেষণে দলিয়া মথিয়া রক্তস্রোত বহাইয়া অবশেষে আমাদের দ্বারে উপনীত হইয়াছে। বহু পূর্ব্বে ইংরেজ আমলের সুরু হইতেই দীর্ঘ সাধনা ও ত্যাগ স্বীকারের ফলে রক্ততুলিকায় উহার পটভূমিকা রচিত হইয়াছিল, হালেও বহু চেষ্টা ও সাধনার আশ্রয় নিতে হইয়াছে; মুছলমানের তাজা দেহের লাল লহুতে গ্রাম ও নগর ভাসাইতে হইয়াছে। মাতৃহারা শিশুর চীৎকার, স্বামীহারা জরুর আর্ত্তরব, সন্তান হারা জননীর করুণ ক্রন্দন নীরবে সহিতে হইয়াছে। আজও আমাদের দুর্ভাগিণী ও আবরু হারা সহস্র সহস্র মা বোন পাষণ্ড বিধর্ম্মীর পৈশাচিক কামাগ্নির নরকে পড়িয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া রাত্রিদিন কাটাইতেছে!

আমরা এই বিরাট ত্যাগ স্বীকার করিলাম কেন? এই সীমাহীন অসহনীয় বেদনা আমরা সহিলাম কী জন্য? গুটি কয়েক ভাগ্যবানের ওজারতের পথ উন্মুক্ত ও কয়েকজন ধনকুবেরের তেজারতের দ্বার প্রশস্ত করিবার এবং মুষ্টিমেয় পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসারীর চাকুরীর প্রমোশনের জন্যই কি? অথবা স্বার্থ কলুষিত তথাকথিত রাজনৈতিক নেতৃগণের দ্বন্দ্বকলহ দেখার এবং নিজদিগকে সেই অগ্নিখেলার ইন্ধনরূপে উৎসর্গ করার জন্য?

না আমরা পাকিস্তান সে জন্য চাহি নাই, আমরা পাকিস্তান সে জন্য প্রতিষ্ঠিত করি নাই। আমরা পাকিস্তান চাহিয়াছিলাম এই জন্য যে, যেহেতু আমরা ভারতের মুসলমান অন্যান্য ভারতবাসী হইতে একটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতি, সাড়ে তের শত বৎসর পূর্ব্বে দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ সমৃদ্ধি এবং শান্তি ও কল্যাণের শ্রেষ্ঠ খবরির যে পয়গামে-ইলাহি লইয়া রহমাতুল-লিল-আলামিন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) দুনিয়ায় তশরিফ আনয়ন করেন আমরা উহারই ধারক এবং বাহক। তিনি জিন্দেগীর যে বিধান, দুনিয়ার বিবিধ সমস্যার যে সুন্দর সমাধান মনুষ্যজাতির সম্মুখে রাখিয়া যান তাহা আজও কোরআন মজিদ ও হাদিছ শরিফ সমূহে বিদ্যমান রহিয়াছে, সে হেতু আমরা মুছলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় এমন একটা আবাসভূমি রচনা করিতে চাহি, যেখানে নির্ব্বিবাদে ও নির্ব্বঞ্ঝাটে সেই কোরআনী নেযাম এবং হাদিছী বিধান প্রয়োগ ও বলবৎ করিতে পারিব, যেখানে আমরা আমাদের দৈনন্দিন ব্যক্তিগত জীবন এবং আমাদের সমষ্টিগত সমাজ জীবন উক্ত ইছলামী আবহাওয়ায় গড়িয়া তুলিতে পারিব। আমাদের নারীগণ জুলুমহীন অথচ উচ্ছৃঙ্খলমুক্ত জীবন যাপন করিতে পারিবে, আমরা শ্রেণী, বর্ণ হীন, ভেদাভেদশূন্য ও শোষণমুক্ত

www.ahlehadeethbd.org

সমাজ গঠন করিতে পারিব, সাম্য ও সুবিচারের ভিত্তির উপর অর্থনৈতিক কাঠাম গড়িতে পারিব। এইরূপে ইছলামী নেযামের ভিত্তির উপর নিজ-দিগকে গড়িয়া তুলিয়া দুনিয়ার অন্যান্য দিশাহারা ও বিচ্ছিন্ন মুছলিম জাতিকে প্রকৃত ইছলামী আবে-হায়াতের দিকে উদাত্ত কণ্ঠে ডাকিতে এবং সর্ব্বশেষে সমগ্র মানব সমাজকে শান্তির পথে, মুক্তির পথে ও কল্যাণের পথে আহ্বান করিতে পারিব।

আমার উল্লিখিত উক্তি অতি উৎসাহীর ভাবা-বেগ বা বাস্তবহীন ভাবুকের কল্পনাবিলাস নহে। দূর অতীতে যাইব না, তথাকথিত ওয়াহাবী আন্দোলনের মর্ম্মমূল আজ অনুসন্ধান করিয়া দেখিব না, স্যার সৈয়দ আহমদের কংগ্রেস-অপ্রীতি ও তথাকথিত গণতন্ত্র বিরোধী নীতিরও বিচার বিশ্লেষণ করিব না এবং পাকিস্তানের জাতীয় কবি মরহুম আল্লামা ডাঃ ইকবালের জীবনব্যাপী সাধনা ও প্রচারণার কথাও উল্লেখ করিব না। আজ শুধু ইহাই বলিয়া রাখিব যে, ইঁহাদের প্রচারিত আন্দোলনের ফলে পাকি-স্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শের পটভূমিকা সুস্পষ্টরূপে মুছল-মানের হৃদয় পটে ধীরে ধীরে অঙ্কিত হইতেছিল। উপযুক্ত মুহূর্ত্তে তীক্ষ্নদৃষ্টা এবং সার্থক নেতা কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া ঘোষণা করিলেন ঃ—

We maintain & hold that Muslims and Hindus are two major nations by any definition or test of a nation. We are a nation of a hundred million, and, what is more we are nation with our own distinctive culture and civilisation, language and literature, art & architecture, names and nomen-clature, sense of value and proportion, legal laws & moral codes, customs & calendar, history and traditions, aptitudes and ambitions, in short we have our own distinctive outlook on life and of life. By all canons of international law we are a nation.

অর্থাৎ "আমরা এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি যে জাতীয়তার যে কোন সংজ্ঞা ও মানদণ্ড অনুসারে মুছলিম এবং হিন্দু দুইটি পৃথক জাতি। আমরা দশ কোটী অধিবাসীর সমবায়ে একটি জাতি এবং আরও পরিষ্কার কথা এই যে, আমাদের এই জাতির স্পষ্ট-ভাবে পৃথক কৃষ্টি এবং তামাদ্দুন আছে, পৃথক ভাষা এবং সাহিত্য, পৃথক কলা ও স্থাপত্য, পৃথক নামকরণ ও সংজ্ঞা, পৃথক মূল্য ও পরিমাণ বোধ, পৃথক আইন-বিধি ও নীতিশাস্ত্র, পৃথক রীতিনীতি ও পঞ্জিকা, পৃথক ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃথক প্রবৃত্তি ও উচ্চাভিলাস বিদ্যমান রহিয়াছে। সংক্ষেপে আমাদের জীবনের এবং জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি বর্ত্তমান রহিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক আইনের যে কোন বিধিতে আমরা একটি জাতি।" *

দিশাহারা মুছলমানগণ তাহাদের মনের অব্যক্ত কথা এইরূপে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। বক্তাকে কায়েদে আযম রূপে অভিনন্দিত করিয়া তাঁহার পিছনে আসিয়া সমবেত ভাবে দণ্ডায়মান হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি দূর অতীতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব না। আমি প্রধানতঃ পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম কায়েদে আযমের ঘোষণাবাণী এবং পাকিস্তানের ঊদ্ধ প্রস্তাবের বিভিন্ন ধারা এবং উহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পাকিস্তানের মন্ত্রীগণ কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার নির্ব্বাচিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া আমার দাবীর যথার্থতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব

কায়েদে আযম স্বার্থহীন ভাষায় আল্লার বিধান কোরআনে পাককেই মুছলমানদের প্রোগ্রামের উৎসরূপে ঘোষণা করেন। তিনি ঈদুলফিত্‌রের দিনে মুছলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই পয়গাম প্রচার করেন ঃ—

১ মুছলমানগণ !

مسلمانو همارا پروگرام قران پاک میں موجود هے - هم مسلمانوں کو لازم هے که قران پاک کو غور سے پڑهیں اور قرانی پروگرام کے هوتے هوئے مسلم لیگ مسلمانوں کے سامنے کوئی دوسرا پروگرام پیش نهیں کر سکتی -

* গান্ধি জিন্নাহ পত্রালাপ— My Leader by Z. A. Suleri. Page-156

www.ahlehadeethbd.org

আমাদের প্রোগ্রাম কোরআনে পাকে মওজুদ আছে। অভিনিবেশ সহকারে কোরান শরিফ পাঠ করা আমাদের সমস্ত মুছলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য। কোরআনী কার্য্যসূচীর বিদ্যমানতায় মুছলিম লীগ মুছলমানদের সম্মুখে দ্বিতীয় কোন কার্য্যসূচী পেশ করিতে পারে না।"

আমাদের বন্ধুর জীবন পথে পথ প্রদর্শন করিবে কে? আমরা অন্ধকার রাস্তায় আলোর সন্ধান পাইব কোথায়? আমরা কি মোহান্ধ অবস্থায় পাশ্চাত্যের বিভ্রান্তকারী মরীচিকার পিছনে ছুটিব না আমাদের নিজস্ব শরিয়ত হইতে পথের সন্ধান লইব?

কায়েদে আযম পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করিলেন,—

ہماری رہنمائی کے لیئے ہمارے پاس اسلام کی عظیم الشان شریعت موجود ہے۔

(২) "আমাদের পথপ্রদর্শনের জন্য আমাদের কাছে ইছলামের আজিমুশশান শরিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে।"

তের শত বৎসর পূর্ব্বে অবতীর্ণ ধর্ম্মগ্রন্থ বর্ত্তমান বিজ্ঞানোন্নত যুগের পরিবর্ত্তিত জগতে আমাদের জটিল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমূহের সমাধান করিতে পারিবে কিনা, বহু পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীর সন্দিগ্ধ হৃদয়ে এই প্রশ্ন উদিত হয়। তাহারা মনে করে কোরআন আল্লার এবাদৎ সম্পর্কিত আদেশ নিষেধ এবং ব্যক্তিগত চরিত্র সংশোধনের উপদেশাবলীপূর্ণ একটি ধর্ম্মগ্রন্থ। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, কোরআন মজিদ শুধু তাহাই নহে; উহা মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সর্ব্ববিধ প্রয়োজন এবং মৃত্যুর পর আত্মার শান্তি ও কল্যাণ সাধনের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার অফুরন্তপ্রস্রবণ। ইংরেজী শিক্ষিত এবং মগরেবী আহওয়াল অভিজ্ঞ মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ তাহা উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন। তাই মুক্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন,—

(৩) "কোরআন মজিদই মুছলমানদের কার্য্যসূচি। ইহাতে মযহাবি ও দুনিয়াবী, দেওয়ানি ও ফৌজদারী, দৈনিকজীবন এবং শাসনতন্ত্র, অর্থনৈতিক ও ব্যবহারিক জীবনের সর্ব্ববিধ খুটিনাটির জন্য হুকুম আহকাম মওজুদ আছে। কোরআন ধর্ম্মীয় বিধিবিধান সমূহ প্রতিপালনের নিয়ম হইতে শুরু করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা, সমষ্টির কর্ত্তব্য হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যক্তিগত হক ও কর্ত্তব্য পালন পর্য্যন্ত, চরিত্র গঠন হইতে শুরু করিয়া অন্যায়ের প্রতিরোধ পর্য্যন্ত, জিন্দেগীর শাস্তি ও পুরস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া পারলৌকিক জীবনের শাস্তি ও পুরস্কার পর্য্যন্ত প্রত্যেক কথা, কাজ ও প্রতি পদক্ষেপের জন্য প্রয়োজনীয় ও পরিপূর্ণ আহকাম সমূহের এক বিরাট সমাবেশ।"

শুধু কায়েদে আযমই নহেন, পাকিস্তান অর্জ্জনের পূর্ব্বে মুছলিম লীগের ছোট বড় বহু নেতা এবম্বিধ ঘোষণা বাণী প্রচার করেন। সকলের উক্তি উদ্ধৃত করিলে প্রবন্ধ অত্যন্ত সুদীর্ঘ হইয়া যাইবে শুধু মুছলিম লীগের তদানিন্তন সেক্রেটারী এবং বর্ত্তমানে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলী খান আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে অভিভাষণ প্রদান উপলক্ষে যে গুরুত্ব পূর্ণ উক্তি করেন আমরা নিম্নে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

(৪) "আজ আমাদের সম্মুখে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই যে, ইংরেজগণের চলিয়া যাওয়ার পর এখানকার অবস্থা কী আকার ধারণ করিবে? আজাদ এবং আত্মনিয়ন্ত্রন-শীল জাতিরূপে আমরা কি ইছলামী নিয়ম ও বিধিবিধান অনুসারে জীবন পরিচালনা করিব, না অমুছলিমগণেরই শাসিত ও গোলামরূপে বাস করিতে থাকিব? আমাদের সম্মুখে নেহায়েৎ গুরুতর যে প্রশ্ন সমুপস্থিত তাহা এই যে আমরা কোন্ নেযামের অধীনে জীবন যাপন করিতে চাই? আমাদের তরফ হইতে ইহার উত্তর এই যে, আমরা ইছলামী তরিকা এবং ইছলামী আইন কানুন মোতাবেক আমাদের আয়েন্দা জিন্দেগী অতিবাহিত করিতে চাই। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) ১৩ শত বৎসর পূর্ব্বে দুনিয়ার সামনে

www.ahlehadeethbd.org

যে বিধান পেশ করেন, উহার প্রতিষ্ঠা ছাড়া মুছলমানগণের সম্মুখে জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নাই। তিনি যে পরগামে এলাহী লইয়া পৃথিবীতে শুভাগমন করেন আজও উহা আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান এবং উহা দুনিয়ার আজিমুল মারতাবাং কেতাব কোরআন মজিদ। উহাতে আজও মনুষ্যজাতির হেদায়াৎ ও সংপথ প্রাপ্তির সর্ব্ববিধ হুকুম বর্ত্তমান রহিয়াছে। মুছলমানের ধর্ম্ম ও ঈমান এই যে, তাহার জিন্দেগী, তাহার হায়াত এবং মওত আল্লাহরই জন্য সমর্পিত। আল্লাহ্ আমাদের বাদ্‌শাহ, আল্লাহ্ আমাদের বিচারক।'

যে নবরাষ্ট্র স্থাপনের জন্য মুছলমানগণ লড়িতেছে, উহার শাসনতন্ত্রের ভিত্তি কি হইবে এই সহজ ও প্রত্যক্ষ প্রশ্নটি আন্দোলনের কর্ণধার কায়েদে আযম মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সামনে উত্থাপিত হয়। কায়েদে আযম জলন্ধরে নিখিল ভারত মুছলিম ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতির অভিভাষণে সহজ ভাবে ও দৃপ্তকণ্ঠে জবাব দেন,—

مجھسے پوچھا جاتاھے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ھوگا؟ پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنیوالا کیا میں ھوں ؟ یہ کام پاکستان کے رھنیوالوں کا ھے اور میرا خیال یہ ھے کہ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے تیرہ سو سال قبل قران حکیم نے فیصل کر دیا تھا۔

(৫) "আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র কিরূপ হইবে? আমি কি পাকিস্তানের শাসনবিধানের নির্দ্দেশ দাতা? এই কাজ পাকিস্তানের অধিবাসীবৃন্দের। আমার ধারণায় মুছলমানগণের হুকুমতের স্বরূপ আজ হইতে সাড়ে তের শত বৎসর পূর্ব্বে কোরআনে হাকিম ফয়ছালা করিয়া দিয়াছেন।"

পাকিস্তান ঘোষিত হওয়ার পর সীমান্তে গণভোটের (Referendum) প্রাক্কালে সরহদের অধিবাসীগণের উদ্দেশ্যে পয়গাম প্রদান প্রসঙ্গে কায়েদে আযম বলেন—

(৬) "খান ভ্রাতৃগণ এখন এই বিষাক্ত প্রপাগাণ্ডা শুরু করিয়াছেন যে, পাকিস্তানের গণপরিষদ ইছলামী শরিআতের বুনয়াদি মূলনীতি সমূহ দৃষ্টির অন্তরালে ঢাকিয়া ফেলিবে। আপনারা ভালরূপেই বুঝিতে পারেন ইহা বিল্‌কুল মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনা মাত্র।"

পাকিস্তানের গবর্ণর জেনারেলরূপে কায়েদে আযম মৃত্যুর মাত্র কিঞ্চিদধিক ২ মাস পূর্ব্বে করাচীর এক সভায় স্বার্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন :—

(৭) "পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক পদ্ধতি মানব সমাজে জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের অনেকেরই ধারণা আজ সমগ্র বিশ্ব যে বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে। কোন অলৌকিক ঘটনাই তাহাকে সে বিপর্য্যয়ের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে না। এই যে অর্থনীতি, ইহা মানুষের সুবিচার দানে অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরোধের অবসান ঘটাইতেও অসমর্থ হইয়াছে। পক্ষান্তরে এ কথা বলা যাইতে পারে, বিগত অর্দ্ধ-শতাব্দীর মধ্যে যে দুইটি বিশ্বযুদ্ধ জ্বলিয়া উঠে তাহার জন্য উহাই সর্ব্বতোভাবে দায়ী।"

"জনসাধারণের সুখ ও সন্তোষ বিধান করা আমাদের লক্ষ্য। পাশ্চাত্যের অর্থনীতি নীতিগত ভাবে গ্রহণ বা ব্যবহারিক জীবনে উহার প্রয়োগ আমাদের সে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পক্ষে—সহায়তা করিবে না। নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী আমাদের ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। সাম্য এবং সুবিচারের প্রকৃত ইছলামী আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক পদ্ধতি আমরা জগৎকে দান করিব। এই ভাবে আমরা মুছলিম জাতি হিসাবে আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হইব। আমরা মানব সমাজকে দান করিব শান্তির বাণী। এই শান্তিই একমাত্র মানব সমাজকে তাহার কল্যাণ, সুখ এবং সমৃদ্ধিকে রক্ষা করিতে পারে।"

(১) হইতে (৬) পর্য্যন্ত উদ্ধৃতাংশ উর্দ্দু সাপ্তাহিক الجماعة, ১৯৪৯ সনের ঈদুলফিৎর সংখ্যায় আল্লামা শাব্বির আহমদ ওছমানীর خطبہ عید প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত। (৭) আজাদ, ৫ই জুলাই, ১৯৪৮।

www.ahlehadeethbd.org

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা মুছলিম লীগ ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুই কর্ণধারের উক্তি সমূহ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিলাম যে, মুছলমানদের অন্তর্নিহিত আকাঙ্খা কিরূপে তাঁহাদের ঘোষিত বাণীতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু উচ্চ মর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির উক্তি হইলেও কোন উক্তি আইনের পর্য্যায়ভুক্ত নহে, গণপরিষদে উহা যথারীতি স্বীকৃত ও গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে এবং ছিল। কায়েদে আযমের মৃত্যুর পর কোন কোন মহল হইতে এমন কি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির কণ্ঠ হইতে মাঝে মাঝে বিভ্রান্তকারী ঘোষণাবাণী প্রচারিত হওয়ায় সন্দেহ বাড়িতে থাকে। গণপরিষদে পাকিস্তানের ভাবী গঠনতন্ত্রের উদ্দেশ্য প্রস্তাব কি আকার পরিগ্রহ করিবে ইহা লইয়া প্রচুর বাক-বিতণ্ডা দীর্ঘ আলোচনা এবং বাদ প্রতিবাদ চলিতে থাকে। অবশেষে সকল সন্দেহের অবসান ঘটাইয়া প্রধানমন্ত্রী গত ৭ই মার্চ্চ পাকিস্তানের গঠনতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে যাহার উপর, সেই প্রধান মূলনীতি সমন্বিত নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য প্রস্তাব (objective resolution (قرارداد مقاصد)) গণপরিষদে পেশ করেন।

"বিছমিল্লাহের রহ্‌মানের রহিম

যেহেতু একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতাআলাই সমগ্র বিশ্বের চরম প্রভুত্বের অধিকারী এবং সুনির্দ্ধারিত সীমারেখার ভিতর প্রয়োগের জন্য তিনি যে কর্তৃত্ব জনগণের মধ্যস্থতায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তরিত করিয়াছেন তাহা একটি পবিত্র আমানত,

সেই হেতু পাকিস্তানের জনগণের প্রতিনিধিমূলক এই গণপরিষদ স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম পাকিস্তানের জন্য একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়নের সঙ্কল্প করিতেছে:

যদ্বারা পাকিস্তান রাষ্ট্র জনগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের মধ্যস্থতায় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পরিচালন করিবে;

যেখানে ইছলাম-নির্দ্দেশিত গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য, সহনশীলতা এবং সামাজিক সুবিচার পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হইবে;

যদ্বারা মুছলমানগণ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কার্য্যক্ষেত্রে যাহাতে কোরআন ও ছুন্নাতে লিপিবদ্ধ শিক্ষা ও শর্ত্তানুযায়ী জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে তাহার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা হইবে;

যেখানে সংখ্যা লঘিষ্ঠগণ বাধাবিমুক্ত অবস্থায় যাহাতে আপনাপন ধর্ম্ম মান্য করিতে এবং ইহার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সমূহ প্রতিপালন করিতে পারে এবং তাহাদের কৃষ্টি বিকাশের সুযোগ পায় তাহার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকিবে;

... ...

যদ্বারা আইন এবং জননীতি (Public Morality) সাপেক্ষে যাবতীয় মৌলিক অধিকার সমূহ সংরক্ষণের গ্যারান্টি থাকিবে। সমান পদমর্য্যাদা, সমান সুযোগ, এবং আইনের দৃষ্টিতে সামাজিক সুবিচার, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়নিষ্ঠা এবং চিন্তা, উক্তি বিশ্বাস, ধর্ম্মমত, উপাসনা এবং সংগঠনের স্বাধীনতা মৌলিক অধিকার সমূহের অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হইবে;

যেখানে সংখ্যালঘিষ্ঠ, পশ্চাদ্বর্ত্তী এবং নিপীড়িত শ্রেণী সমূহের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকিবে;

যদ্বারা বিচারবিভাগের স্বাধীনতা পূর্ণভাবে রক্ষিত হইবে;

... ...

এই জন্য যে, পাকিস্তানের অধিবাসীবৃন্দ যেন উন্নতিশীল হইয়া পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে তাহাদের যোগ্য ও সম্মানজনক স্থান অধিকার করিতে পারে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি, সমৃদ্ধি ও সর্ব্বমানবতার সুখ আনয়নে তাহাদের পূর্ণ অবদান প্রদান করিতে পারে।"

উদ্দেশ্য প্রস্তাবের দুইটি ধারা এ স্থলে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত বলিয়া বাদ দিয়াছি। উদ্ধৃতাংশ হইতে মোটামুটি বুঝা যাইতেছে যে,—

www.ahlehadeethbd.org

সমগ্র বিশ্বের এবং তৎসহ পাকিস্তানের সার্ব্বভৌম কর্ত্তা একমাত্র আল্লাহতাআলা। আল্লাহ সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করিয়াছেন। পাকিস্তানের জনগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ এই পবিত্র দায়িত্ব প্রতিপালন ও তজ্জন্য ক্ষমতা ব্যবহার করিবেন।

এখানে উত্তরাধিকার সূত্রে কোন রাজতন্ত্র বা আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে না, অথবা পাশ্চাত্য মার্কা গণতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হইবে না। এখানে প্রতিষ্ঠিত হইবে ইছলামী সাম্য ও সুবিচারের ভিত্তিতে আদর্শ গণতন্ত্র। অর্থাৎ এখানে কোন প্রকার জাতি, শ্রেণী বা বর্ণভেদ থাকিবে না। সকলেই সমান বিবেচিত হইবে, সমান সুযোগ পাইবে। সমান অধিকার এবং উপযুক্ত মর্য্যাদা পাইবে। চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতা থাকিবে। প্রত্যেক মতাবলম্বী আপনাপন পদ্ধতি অনুযায়ী উপাসনা, ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতি করিতে পারিবে। আইন বিরোধী এবং নীতিবিরুদ্ধ না হইলে এ সব বিষয় কোন বাধা পাইবে না।

মুছলমানদিগকে কোরআন ও হাদিছ মোতাবেক তাহাদের ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবন গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করার সামর্থ্য এবং সুযোগ প্রদান করা হইবে। পশ্চাদ্বর্ত্তী এবং মজলুম শ্রেণীর লোকগণ তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণের ও আপন দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতিকার এবং অবস্থার উন্নতি সাধনের সুবিধা পাইবে। অর্থ নৈতিক জুলুম বন্ধ হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি--।

(আগামী বারে সমাপ্য)

একবাল সাহিত্যের মর্ম্মবাণী।

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার।

কর্ম্মজীবনের অপরাহ্ণ বেলায় বিদায়-হজ্জদিবসে আরাফাত ময়দানে দাঁড়াইয়া নূরনবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সমবেত ভক্তবৃন্দকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন :—

ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والارض

আল্লাহ যেদিন আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেন, সেদিন তিনি বিশ্বকে যেরূপ দান করিয়াছিলেন, ঘুরিয়া ফিরিয়া মহাকাল সেইরূপের দিকে ফিরিয়া আসিয়াছে (মেশকাত)। এত বড় প্রাণসজীব বাণী পৃথিবী আর কোন দিন অন্য কাহারও নিকট হইতেই শোনে নাই, শুনিবেও না।

নৈতিক জরাকাতর পৃথিবীকে রছুলুল্লাহ (দঃ) যে প্রবল ধাক্কা দিয়া তার সম্বিত ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, বিভিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মতবাদ পীড়িত বিশ্ববাসীর মানস-লোককে তিনি যে ভাবে গোলকধাঁধা মুক্ত করিয়া গিয়াছেন, মানুষের মর্ম্মলোকে তিনি যে চির অনির্ব্বাণ দীপ-শিখা প্রজ্জলিত করিয়া সর্ব্বোচ্চ নৈতিক মানদণ্ড স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সেই নূর-কণিকার অনুপম জ্যোতির্ম্ময় প্রশান্তি মরমী কবি জালাল উদ্দীন রুমীর অমর কাব্য মসনভীকে দীপ্তি দান করিতেছে। সেই অভিন্ন ছেরাজুমমুনীরের জ্যোতিকণা লাভ করিয়াই মোছলেম ভারতের Ruling Spirit মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রাঃ) সেদিন প্রবল প্রতাপ ভারত সম্রাট আকবরের "দীনে এলাহী"র বিরোধীতা করিয়াছিলেন এবং মওলানা ছৈয়দ আহমদ শহীদ (রঃ) জেহাদের অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করিয়া ভারতীয় মোছলমানের চরম

www.ahlehadeethbd.org

দুঃখের দিনেও এদেশে এছলামের পুণ্যপ্রভাব কায়েম রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদেরই মানস-সন্তান বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠতম মোছলেম সুধী মরহুম আল্লামা একবাল সেই একই পুণ্যপ্রদীপ অনুসরণ করতঃ নিজেও আলোকরশ্মিত হইয়াছেন, সমগ্র বিশ্বকেও এক অভূতপূর্ব্ব ও অনুপম ভাবলোকের সন্ধান দান করিয়াছেন।

সাহিত্য ব্যক্তিত্বের মর্ম্মরূপ। ব্যক্তির হৃদয়ের মণিকোঠায় সাধনা-লব্ধ যে ভাব-লোক রচিত হইয়া উঠে, তারই সার্থক রূপায়ণ কবি ও সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠতম কৃতিত্ব বা অকৃতিত্ব, সম্মান অথবা অসম্মান, পুণ্যময় আলোকপথ অথবা পাপময় অন্ধকার। কবি একবালের সত্যিকার পরিচয় জানা যাইবে—যখন তাঁর জীবন সাধনার গতিপথের সঙ্গে পরিচয় লাভ হইবে। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনিয়াছি—প্রতিদিন ফজরের নামাজ অন্তে কবি দীর্ঘ সময় যাবত কোর-আন শরীফ পাঠে এবং অনুধ্যানে নিরত থাকিতেন। অনেক সময় চোখের পানিতে পবিত্র গ্রন্থের পাতা-গুলি ভিজিয়া যাইত এবং তজ্জন্য সেগুলি শুকাইয়া লইতে হইত। ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেব লিখিয়াছেন, কবি প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে পাঁচবার নামাজ আদায় করিতেন এবং গভীর রাত্রে প্রায়ই তাহাজ্জদ নামাজ পড়িতেন। এক সময় তিনি ক্রমাগত দুই মাস যাবত দিনে রোজা রাখিয়া সন্ধ্যাকালে মাত্র সামান্য দুধপান করিতেন এবং প্রতি রাত্রে তাহাজ্জদ পড়িতেন। দিব্য-জ্ঞান-লাভের শ্রেষ্ঠতম উপকরণ হিসাবে মানুষের ইতিহাস এবং বিশ্ব-প্রকৃতির পর্য্য-বেক্ষণকে পবিত্র কোরআনে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে। জ্ঞান এবং অনুভূতির উৎকর্ষ লাভের এই সার্থক সাধনায় দার্শনিক কবি একবাল অতি গভীর ভাবে আত্ম নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহার মানস-লোক একটা সুদৃঢ় ধর্ম্মীয় মনস্তত্ব (Religious Psychology) এর উপর গড়িয়া উঠিয়া-ছিল। তাঁহার সমস্ত সৃষ্টিতেই এই পুণ্যময় প্রভাব অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে।

একবাল পরিপূর্ণ ভাবে এছলামের কবি। তাঁর মরমীয় চৈতন্য মূলক শ্রেষ্ঠতম কাব্য "আছ্‌রারেখুদী" বা আত্মার রহস্য আধুনিক বিশ্বের কাব্যলোকে এক মহমত্ত বিস্ময়। পাশ্চাত্য জগত স্তম্ভিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছে—মানবাত্মার এরূপ বলিষ্ঠসত্তা এবং সমুন্নত ও অবিনাশী পরিণতির সংবাদ প্রদান কিরূপে সম্ভব হইল? কেহ উহাকে দার্শনিক নীট্‌শের Superman ভাবধারা সঞ্জাত বলিয়াছেন, আবার কেহ উহাকে মৌলিক রচনাও বলিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে—মানবাত্মার শক্তি এবং উহার গৌরবময় পরিণতি সম্বন্ধে জগতকে সঠিকতত্ব বা তথ্য প্রদান ব্যাপারে কোন মোছলেম পণ্ডিতের পক্ষে পরানুকরণ অথবা কষ্টকল্পনা-অর্জ্জিত মৌলিকত্বের প্রয়োজনই নাই।

মনিষী একবালের মতে খুদী (অহম বা আত্মা) বাস্তব ও সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সত্তা এবং জীবনের পূর্ণ সংগঠনের কেন্দ্র ও ভিত্তিমূল। প্রাচ্যের বৌদ্ধ দর্শনের নির্ব্বাণবাদ অথবা বেদান্ত দর্শনের পুনর্জন্মবাদ এবং পাশ্চাত্যের দার্শনিক মতবাদগুলির মোটামুটী কথা হইল এই যে, যেমন করিয়া একটি জলবিন্দু বিশাল সমুদ্রে আত্মবিলোপ করিয়া নিজস্ব সত্তাকে হারাইয়া ফেলে, মানবের উচ্চতম লক্ষ্য এবং আদর্শ হইতেছে তার ব্যক্তিগত সত্তাকে পরমাত্মায় বিলীন করিয়া দেওয়া। হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন মতে অহম বা আত্মা মানব মনের একটা Illusion বা মায়া মাত্র। তার নিজস্ব কোন বাস্তবতা নাই। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় দেশে অভেদবাদ (Pantheism) এবং মিথ্যা ভাব-বাদ প্রভাব বিস্তার করায় আত্মা বা অহমকে চিরন্তন মনের একটা অংশ মাত্র মনে করা হইত—যার মধ্যে বিলীন হওয়াই চরম পরিণতি।

বিখ্যাত মোছলেম দার্শনিক মহীউদ্দিন এবনুল আরাবী গ্রীক দর্শনের Pantheism এর অনুকরণে এছলামে "ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ" বা অভেদবাদ প্রচলন করেন। প্রায় তিন শত বৎসর যাবত সমগ্র মোছলেম জগত উক্ত ভাব-ধারায় অতি মাত্রায় প্রভাবিত থাকে এবং তারই পরিণতি স্বরূপে মোছলেম সাধক ও ছুফিগণ "ফানা ফিল্লাহ" মত এর নেশায় অধীর হইয়া উঠেন। অবশ্য খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে

www.ahlehadeethbd.org

মোছলেম ভারতের আধ্যাত্মিক Ruling Spirit হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফে ছানী (রঃ) "ওয়াহ্‌দাতে শাহুদ" মতবাদ প্রচলন দ্বারা উপরোক্ত সকল প্রকার মানসিক গোলকধাঁধা অবলুপ্ত করিয়া দেন। দার্শনিক কবি একবালও সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে উপরোক্ত মতবাদ-গুলি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। *

কবি একবালের মতে আত্ম-অস্বীকৃতি অথবা কোন চিরন্তন সত্তার মধ্যে তার বিলুপ্তি মানবের আদর্শ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে তার অনন্ত মূল্যবান ব্যক্তিত্বকে বজায় রাখার এবং উহাকে বলিষ্ঠতর মৌলিকতা এবং গুণের সমন্বয়ে শক্তিশালী করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। অহম্ বা আত্মার লক্ষ্যবস্তু ব্যক্তিত্বের সীমাবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ নয়, বরং উহা হইতেছে একটি সুনির্দ্দিষ্ট অগ্রগতির প্রচেষ্টা; বিরাটতর ব্যক্তিত্ব অর্জ্জনের গতিপথ মানব জীবনে সীমাবদ্ধ নয়। মানবের সকল জীবন্ত দেহ যন্ত্রের পূর্ণ পরিণতিতে তিনি সে গতিপথকে সপ্রকাশ দেখিয়াছেন। তিনি বলেন, সত্তার সম্পূর্ণ স্বরগ্রামের মধ্যে ক্রমাগত অহম্ বা খুদীর সুরই উত্থিত হয়, যতক্ষণ সে মানবতার পূর্ণতার সীমায় না পৌঁছে। তাই তিনি বলেন:—

هر چیزے محوے خود نمائی
هر ذره شهید کبریائی -

بے ذوق نمود زندگی موت
تعمیر خودی میں ہے خدائی -
ایک تو ہے کہ حق ہے اس جہاں میں
باقی ہے نمود سمیائی -

"প্রত্যেক বস্তুই আত্ম-বিকাশের জন্য উন্মুখ, প্রতি পরমাণু মহত্ত্ব লাভের প্রয়াসে আত্মোৎসৃষ্ট। বিকাশ সাধনার আস্বাদ হইতে বঞ্চিত জীবনের নাম মৃত্যু। আত্মিক সংগঠন ও ব্যক্তিত্বের অনুশীলন দ্বারাই মানুষ প্রাধান্যের অধিকারী হইতে পারে। এই ধরণীর বুকে কেবল তুমিই সত্য ও বাস্তব, অন্য সবই মায়া-মরীচিকা।"

পূর্ণতর ও বলিষ্ঠতর ব্যক্তিত্ব অর্জ্জনের সাধনার মধ্যে তিনি বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তন ধারার (Theory of Evolution) অর্থ উদ্ঘাটন করিয়াছেন। প্রাণীজগত পূর্ণ পরিণতির পথে চির চলমান। মানুষও খোদা-দত্ত যাবতীয় সদগুণের সঠিক ও সার্থক অনুশীলন দ্বারা পূর্ণতার পথে অগ্রসর হউক, ইহাই ঐশী ইঙ্গিত। এই সাধনায় বিশ্ব প্রকৃতির সদাজাগ্রত রূপটী তাঁহার চক্ষে কত সুন্দররূপে ধরা পড়িয়াছে:—

چون حیات عالم از زور خودی است
پس بقدر استواری زندگی است
قطره چون حرف خودی ازبر کند
هستی بے مایه را گوهر کند

* ইব্‌নে আরাবির 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ'কে অদ্বৈতবাদ বা Pantheism রূপে ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নয়— In Pantheism God, as an intramundane being, is every where identical with nature itself and is operative within the world as "force" or "energy". ইব্‌নে আরাবী আল্লাহ্ কে সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু তাঁহার অস্তিত্বকে সৃষ্টিজগত হইতে অভিন্ন দর্শন করিয়াছেন। হযরত মুজাদ্দেদ ওয়াহ্‌দাতে—ওজুদ কে ওয়াহ্‌দাতে—শহুদের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন কিন্তু বিতর্কের সীমারেখা শাব্দিক মতভেদ কে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। ওয়াহ্‌দাতে—ওজুদের মতবাদ যখন সমগ্র মুছ্‌লিমজগত কে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছিল, তখন অর্থাৎ হযরত মুজাদ্দেদের সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সর্ব্ব প্রথম উক্ত মতবাদ বিধ্বস্ত করেন— শায়খুল ইছ্‌লাম ইব্‌নে তায়মিয়া জন্ম ৬১১ হিঃ)। ইব্‌নে তায়মিয়া কোরআন ও হাদিছের সঠিক ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ইছ্‌লামের যে ব্যাখ্যা জগদ্বাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কালে মুছ্‌লিম জগতের মুমূর্ষু সাহিত্য, দর্শন ও রাজনীতি কে তাহা প্রাণময় করিয়া তুলিয়াছিল! ইক্‌বাল-সাহিত্যে ইব্‌নে তায়মিয়ার প্রভাব বুঝিতে হইলে তাঁহার Reconstruction of Religious thought দ্রষ্টব্য।——সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

سبزہ چون تاب دمید از خویش یافت
همت او سینۂ گلشن شگافت -

"যেহেতু বিশ্ব জীবন আত্ম-শক্তিতে দণ্ডায়মান, সুতরাং ইহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলাই সত্যকারজীবন সাধনা। একটি জলবিন্দু যখন তার অন্তরে আত্মার প্রকৃত শিক্ষা লাভ করে, সে তখন তার মূল্যহীন সত্তাকে মুক্তায় পরিণত করে তৃণ যখন তার আত্মার মধ্যে বর্দ্ধনের শক্তি অনুভব করে, তখন তার জীবন সার্থক করিবার ব্যাকুল প্রয়াস ফুল-বাগীচার বুক চিরিয়া বাহির হয়" *

জীবনের এই গতিবেগ বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের চক্ষেও ধরা পড়িয়াছে :—

"শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হ'তে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম আপন অন্তরে,
অসংখ্য পাখীর সাথে
দিনে রাতে—
এই বাসাছাড়া পাখী ধায় আলো অন্ধকারে
কোন্ পার হ'তে কোন্ পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা,
অন্য কোন্ খানে। †
(বলাকা)

মহাকবি একবাল চিন্তার এই সূত্ররেখা কোথায় পাইলেন? অনন্ত বৈচিত্রময় বিশ্ব প্রকৃতির এই রহস্য রাজির অর্থোদ্ঘাটন ব্যাপারে কোন্ আলোক তাঁহার সহায় হইল? মানবাত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে সত্যিকার ভাবে পৃথিবীতে যে সকল আলোচনা হইয়াছে তাহাদের উৎস-মুখ কোথায়? এ সকল প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হইতেছে—বিশ্বস্রষ্টার একান্ত অনুগ্রহের দান অপৌরুষেয় পবিত্র কোর্‌আন। আধুনিক শিক্ষিত সমাজে অবশ্য দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং দার্শনিক পরিভাষা ধর্ম্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং পরিভাষা হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু পবিত্র কোরআন এবং এছলামী শিক্ষা অনুসারে মানবজীবন এক অখণ্ড সাধনা। মানুষের সকল জ্ঞানের চরম লক্ষ্য হইতেছে আল্লাহ প্রাপ্তি। সেই বাঞ্ছিত লক্ষ্যপথে পৌঁছিবার জন্য সসীম মানুষকে অসীমের সঙ্গীত শুনাইয়া আল্লাহপাক্ ডাকিতেছেন,—

يا يها الناس انك كادح الى ربك
كدحا فملقيه

"হে মানব, তোমার প্রতিপালক প্রভুর পথে তোমাকে অনেক দুস্তর বাধা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, তবেই তুমি তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিবে।" (কোরআন)

যে আত্ম-শুদ্ধ ও নির্ম্মল-হৃদয় মানব সত্যিকার ভাবে এ ডাক শুনিয়াছেন, বিপুলা ধরণীর প্রতিটী

---

* কিন্তু আত্মবিকাশের সাধনা বা সত্তার পূর্ণ পরিণতি লাভের প্রচেষ্টা বিবর্ত্তনবাদ (Theory of Evolution) নয়। বিবর্ত্তনবাদের গোড়ার কথা এইযে, বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি আকস্মিক ভাবে ঘটিয়াছে, সৃষ্টির পিছনে সৃষ্টজগতের বহির্ভূত কোন শক্তি, ইচ্ছা বা প্রজ্ঞা বিদ্যমান নাই। বিবর্ত্তনবাদ অনুসারে সৃষ্টি নিজে নিজেই নব নবরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। ইক্‌বালের সাহিত্যে এই পয়গামের সুর শ্রবণ করিতে যাওয়া নিরর্থক, কারণ যে "পূণ্য প্রদীপের অনুসরণ করিয়া তিনি আলোক-রঞ্জিত হইয়াছিলেন" বলিয়া লেখক সাব্যস্ত করিতে চাহিয়াছেন, নিরীশ্বরবাদের কাল্পনিক অন্ধকার বিদূরিত করার জন্যই তাহা প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল।—সম্পাদক।

† মহাকবি রবীন্দ্রনাথের "বলাকায়" যে সুর বাজিতেছে, তাহার ভিতর অনিশ্চয়তা ও আলো অন্ধকারের অস্পষ্টতার অনুরণন শুনিতে পাইতেছি, কবিত্বের জন্য ইহার মূল্য যতবেশী হউক না কেন, ইছ্‌লামের কবি ইক্‌বাল আত্মপ্রত্যয় ও আল্লাহর প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসের যে বাণী প্রচার করিয়াছেন, খুদী ও বেখুদীর সেই পয়গামের সহিত বলাকার কোন সৌসাদৃশ্য নাই—সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

পরমাণুর জীবন সাধনার সাথে তিনিও স্বীয় শক্তির অনুভূতিতে সঞ্জীবিত হইয়াছেন। বিশ্ব প্রকৃতির সকল জীবন্ত দেহ-যন্ত্রের কণ্ঠভেদ করিয়া যে অনিরুদ্ধ "তছবীহ" বা প্রেম-সঙ্গীত গীত হইয়া আকাশ বাতাস পাগল করিয়া রাখিয়াছে, ভক্ত বিশ্বাসীও সেই সুরে সুর মিলাইয়া হৃদয়ের মণিকোঠায় নিয়ত প্রতিধ্বনি তুলিতেছেন—"ছোব্‌হানা রাব্বীয়ল আলা—প্রভু আমার, সকল প্রশংসার উর্দ্ধে তুমি, সকল পাওয়ার চাইতে মহিমান্বিত—তুমি।" বিশ্বের যাবতীয় বস্তু যেমন স্বীয় শক্তিতে আত্মবুদ্ধ হইয়া পরম পরিণতির পথে চলিয়াছে, বিশ্বাসী বান্দা যখন এই সত্য আপন হৃদয়ে সত্যিকার ভাবে অনুভব করে, তখন সামান্য জলবিন্দু মুক্তায় পরিণত হওয়ার মতই তাহার সকল সাধনা সকল কামনা কেন্দ্রীভূত হইয়া তাহার বুক ভেদিয়া অমৃতময় সঙ্গীতের তান বাহির হইয়া আসে।

انا لله وانا اليه راجعون -

"আল্লাহরই জন্য সৃষ্ট ও উৎসৃষ্ট আমরা, তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্ত্তনই আমাদের চরম পরিণতি।"

(কোরআন)

ভক্ত বিশ্বাসী অমৃতের সন্তান। অমৃত লাভের সাধনা তার প্রাণে চির অনির্ব্বাণ। ইহজীবনের পরপারে যেদিন জড়-বিশ্বের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, মানুষের সকল কামনার অবসান হইয়া যখন এই বিপুল বিশ্ব প্রকৃতি একটী মাত্র স্তব্ধ শূণ্যতায় (!) বিলীন হইয়া যাইবে, সেদিনও বিশ্বাসীর পুণ্যময় আলোক-সাধনার তৃষ্ণা নিবারিত হইবে না। তাহার কণ্ঠে সেদিন কোন্ ব্যাকুল প্রার্থনা ধ্বনিয়া উঠিবে, সে সম্বন্ধে আল্লাহপাক বলিতেছেন,—

يوم لايخزى الله النبى والذين معه - نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم - يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفرلنا -

"সেই মহাবিচারের দিন আল্লাহপাক নবী ও তাঁহার অনুসারীগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না। সেদিন সৎকর্ম্মশীলগণের আজীবন সাধনালব্ধ নূর তাহাদের সম্মুখে ও ডানদিকে ছুটিয়া বেড়াইবে। তাহারা প্রার্থনা করিবে—প্রভু, আমাদের নূর তুমি পূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদের সকল কাজের অপূর্ণতার সব দোষ ত্রুটী তুমি ক্ষমা কর।" (কোরআন)

মানুষের অমৃত সাধনার ইহাই মূলমন্ত্র। সমগ্র বিশ্বের মূর্ত্ত-কল্যাণ মহানবী মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর উপর আকাশ পারের এই পূতবাণী আলোকের ঝরণা-ধারারূপে নামিয়া বিশ্বমানবের মানসলোক সরস, উর্ব্বর ও আলোকময় করিয়া মানুষের চিরন্তন গতিপথের নির্দ্দেশ দিতেছে। শান্তি-তরুর যে বীজ একদিন উষর আরবের মরুবুকে উপ্ত হইয়াছিল। তাহাই বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়া ইরাণের ভাবলোকে অনুকূল আবহাওয়ায় আরও সতেজ ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠে এবং সেই শাখাই ক্রমে ভারতের তৃষিত আধ্যাত্মলোকে প্রসারিত হইয়া শান্তি ও সুষমা ছড়াইতেছে। * ক্রমশঃ।

* আরবের মরুবুকে শান্তি তরুর বীজ কেবল উপ্ত হয় নাই, উহা বিশাল মহীরুহেও পরিণত হইয়াছিল। ইরাণে তাহার ব্যবচ্ছেদ আরম্ভ হয় এবং বিভিন্নরূপী দৃষ্টি-ভঙ্গী ও মতবাদের কলম বর্ত্তমানে উক্ত শান্তিতরুর সঞ্জীবতা বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। ইরাণী ও ভারতীয় খিঁচুড়ী আধ্যাত্মিকতার পরিবর্ত্তে অবিমিশ্র ইছ্‌লামের সাধনাই জগদ্বাসীকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে সক্ষম। এই আহ্বান ইক্‌বাল সাহিত্যের প্রধান সম্পাদ,—তর্জুমানুল হাদিছের সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

شرح الاحاديث النبوية

হাদিছের ব্যাখ্যা।

আল্লাহর রছুল হযরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রতি ঈমান

আল্ মোহাম্মদী—

রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া ছাল্লাম কে অবিশ্বাস করার অর্থ বিভিন্নরূপী। এক দল মানুষ আল্লাহ ও রছুল কিছুই বিশ্বাস করে না। ইহারাই যথার্থ নিরীশ্বরবাদী, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অল্প। দ্বিতীয় দলটী আল্লাহ কে মোটামুটি ভাবে অস্বীকার করে না কিন্তু রিছালৎ (Epistle) ও নবুওৎ (Prophecy) কে অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে করে; তাহাদের ধারণায় আম্বিয়া আলায়হিমুছ্ ছালামের প্রচারিত নীতি ও মতবাদগুলি তাঁহাদের কপোল কল্পিত। বর্ত্তমান যুগের কাফের দলের অধিকাংশ এইরূপ মত পোষণ করিয়া থাকে। তৃতীয় দল রছুলগণের মধ্যে কতককে বিশ্বাস করে আর কতিপয়কে বিশ্বাস করে না। যেমন ইয়াহুদীরা হযরত মুছা (দঃ) কে মান্য করে কিন্তু হযরত ঈছা ও হযরত মোহম্মদ মোস্তাফা আলায়হিমাছ্ ছালামকে স্বীকার করে না। খৃষ্টানরা হযরত মুছা ও হযরত ঈছাকে রছুল বলিয়া স্বীকার করে কিন্তু রছুলুল্লাহ (দঃ) কে বিশ্বাস করেনা। চতুর্থ দল রছুলুল্লাহ (দঃ) কে মান্য করে কিন্তু তাঁহার রিছালতের সার্ব্বভৌমিকত্ব স্বীকার করে না, তাঁহার নবুওৎকে আরবের গ্রন্থহীন উম্মীগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করিয়া থাকে; যেমন ইয়াকুবী (Jacobite church) ও নছ্তুরীগণ (Nestorian)। পঞ্চম দলটী রছুলুল্লাহ (দঃ) কে যথার্থ ভাবে বিশ্বনবীরূপে স্বীকার করে বটে কিন্তু তাঁহাকে শেষ নবী খাতেমুল-মুর্ছালিন বলিয়া বিশ্বাস করে না। ইছ্লামি দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে বর্ণিত পঞ্চবিধ অমান্যকারীগণের মধ্যে কেহই রছুলুল্লাহ (দঃ) কে বিশ্বাস করে নাই,—তাঁহার প্রতি ঈমান স্থাপন করে নাই।

শুধু আল্লাহকে মানিয়া লইলেই কোন ব্যক্তি "মোমেন" পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। মুছ্লিম-রূপে পরিচিত হইবার গৌরব অর্জ্জন করিবার জন্য আল্লাহর সঙ্গে সঙ্গে হয্রত মোহাম্মদ (দঃ) কে রছুল বিশ্বাস করা অপরিহার্য্য। যাহারা হয্রত মোহম্মদ মোস্তফা (দঃ) কে রছুল মান্য করে না, তাহারা যত বড় বিশ্বপ্রেমিক, বিদ্বান, দার্শনিক, সাধু ও মহাকবি হউক না কেন, তাহারা ঈমানদার ও মুছ্লিম নয়—তাহারা বেঈমান ও কাফের।

ইছ্লামের এই বুনিয়াদী মতবাদ যে সকল হাদিছের দ্বারা প্রমাণিত হয়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তন্মধ্যে কতকগুলি হাদিছের অনুবাদ প্রদত্ত হইবে। কিন্তু হাদিছ ও ছুন্নত কোরআনের ব্যাখ্যা মাত্র, সুতরাং যে সকল আয়তের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা রূপে উক্ত হাদিছগুলি বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দশটী আয়ৎ সর্ব্বপ্রথম উল্লিখিত হইবে, অতঃপর সেগুলির ভাষ্য স্বরূপ মুতাওয়াতির-পৌনঃপুনিক ভাবে বর্ণিত হাদিছের অনুবাদ লিপিবদ্ধ হইবে।

و بالله التوفيق و بيده ازمة التحقيق -

প্রথম আয়ৎ :—

হে বিশ্বাসী জনবৃন্দ, يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و امنوا برسوله আল্লাহকে ভয় করিয়া সতর্ক ভাবে চল, এবং তাঁহার রছুলের (দঃ) প্রতি ঈমান

www.ahlehadeethbd.org

স্থাপন কর। (আল্‌হাদিদ : ২৮)।

দ্বিতীয় আয়ৎ :—

যাহারা রছুলের উপর ঈমান আনিয়াছে এবং তাঁহার গৌরববর্দ্ধন করিয়াছে এবং তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছে এবং যে জ্যোতিঃ তাঁহার উপর বিকীর্ণ (অবতীর্ণ) করা হইয়াছে, তাহার অনুসরণ করিয়াছে, —তাহারাই প্রকৃত পক্ষে কল্যাণীয়। (আল্ আ'রাফ : ১৫৭)।

فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى انزل معه اولئك هم المفلحون -

তৃতীয় আয়ৎ :—

যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে এবং সৎকর্ম্ম করিয়াছে এবং যাহা তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে সত্যস্বরূপ মোহাম্মদের (দঃ) উপর অবতীর্ণ হইয়াছে.—তাহা বিশ্বাস করিয়া লইয়াছে আল্লাহ তাহাদের পাপরাজী বিমোচিত করিয়াছেন এবং তাহাদের অবস্থার সংশোধন করিয়াছেন। (মোহাম্মদ : ২)।

والذين امنو وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم -

চতুর্থ আয়ৎ :—

হে মানবমণ্ডলী, (সেই) রছুল (মোহাম্মদ দঃ) তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে সত্যস্বরূপ আগমন করিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে বিশ্বাস কর— ইহা তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। আর যদি অবিশ্বাস কর, তাহা হইলে আকাশ সমূহের এবং পৃথিবীর অধিকার আল্লাহর জন্য নির্দ্দিষ্ট এবং বস্তুতঃ আল্লাহ মহাবিদ্বান ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন। (আন্‌নিছা : ১৭০)।

يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم وان تكفروا فان لله ما فى السموات والارض وكان الله عليما حكيما -

উল্লিখিত চারিটী আয়তে রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতের বিশ্বজনীনতা বিঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি স্বতন্ত্রভাবে ঈমান স্থাপন করার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ঈমানের সঙ্গে রছুলের (দঃ) প্রতি ঈমান স্থাপন করার আদেশ যুক্তভাবে উল্লেখ করা হয় নাই। স্বাতন্ত্র্যের হেতুবাদ এই যে রছুলের প্রতি প্রাসঙ্গিক ঈমান যথেষ্ট নয়, রছুলের জন্য স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ঈমান অবশ্য কর্ত্তব্য—ফরয।

যে সকল আয়তে যুগপৎভাবে আল্লাহ ও তদীয় রছুলের প্রতি ঈমান স্থাপন করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটি এক্ষণে উল্লিখিত হইবে।

পঞ্চম আয়ৎ :—

মোমেন শুধু তাহারাই, যাহারা আল্লাহ ও তদীয় রছুলের (দঃ) উপর ঈমান স্থাপন করিয়াছে। (আন্‌নুর : ৬২)।

انما المؤمنون الذين امنوا بالله و رسوله -

ষষ্ঠ আয়ৎ :—

অতএব আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের (দঃ) প্রতি ঈমান স্থাপন কর, (যিনি আক্ষরিক বিদ্যায় অনভিজ্ঞ নবী এবং যিনি আল্লাহ এবং তদীয় বাক্যসমূহকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন) এবং তাঁহার অনুসরণ কর। এই আচরণের সাহায্যে তোমরা সম্ভবতঃ সঠিক পথের সন্ধান লাভ করিবে। (আল্ আ'রাফ : ১৫৮)।

فامنوا بالله و رسوله النبى الامى الذى يؤمن بالله و كلماته واتبعوه لعلكم تهتدون -

সপ্তম আয়ৎ :—

আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের (দঃ) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। (আন্‌নিছা : ৫ ও আল্‌হাদিদ : ৭ আয়ৎ)।

امنوا بالله و رسوله -

যাহারা রছুলুল্লাহ (দঃ) কে বিশ্বাস করে না, তাহাদের ঈমানের দাবী মিথ্যা। যাহারা সত্যবাদী তাহাদিগকে রছুলুল্লাহর (দঃ) উপর ঈমান আনিতেই হইবে।

অষ্টম আয়ৎ :—

শুধু তাহারাই মো'মেন, যাহারা আল্লাহ ও তদীয় রছুল (দঃ) কে বিশ্বাস করিয়াছে এবং এই বিশ্বাসে অতঃপর সন্দিহান হয় নাই এবং আল্লাহর পথে তাহাদের ধনপ্রাণ লইয়া সংগ্রাম করিয়াছে, তাহা-

انما المؤمنون الذين امنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فى سبيل الله

www.ahlehadeethbd.org

রাই প্রকৃত পক্ষে সত্যবাদী। - اولائك هم الصادقون (আল্ হুজুরাৎ : ১৫)।

যাহারা রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রতি ঈমান স্থাপন করে নাই, তাহারা কাফের, তাহাদের ঈমান ও ইছ্‌লামের দাবী অগ্রাহ্য এবং তাহাদের জন্য নরকবাস অনিবার্য্য।

নবম আয়ৎ :—

যাহারা আল্লাহ ও তদীয় রছুল (দঃ) কে বিশ্বাস করিবে না, আমরা সেই و من لم يؤمن بالله و رسوله فانا اعتدنا للكافرين سعيرا - সকল কাফেরের জন্য নরকাগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। (আন্‌নিছা : ১৫১)।

দশম আয়ৎ :—

যাহারা আল্লাহ ও তদীয় রছুলগণ (দঃ)কে অবিশ্বাস করে, অথবা আল্লাহ ও তদীয় রছুলগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে চায়; (অথবা) যাহারা বলে: আমরা রছুলগণের কতককে বিশ্বাস করি এবং তাঁহাদের কতককে বিশ্বাস করি না এবং যাহারা মাঝামাঝি পথ ধরিয়া চলিতে ইচ্ছাকরে, তাহারা সকলেই নিশ্চিত কাফের এবং আমরা কাফেরদের জন্য অপমান জনক দণ্ড প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। (আন্‌নিছা : ১৫১)।

ان الذين يكفرون بالله و رسله و يريدون ان يفرقوا بين الله و رسله و يقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض و يريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولائك هم الكافرون حقا و اعتدنا للكافرين عذابا مهينا -

এই আয়তে ত্রিবিধ কাফেরের কথা বলা হইয়াছে। প্রথম, যাহারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না এবং তাঁহার রছুলগণকেও মান্য করে না। দ্বিতীয়, যাহারা আল্লাহকে স্বীকার করে, কিন্তু তদীয় রছুলগণকে বিশ্বাস করে না। তৃতীয়, যাহারা আল্লাহকে মান্য করে এবং রছুলগণের মধ্যে কতককে বিশ্বাস করে আর কতককে বিশ্বাস করে না। ত্রিবিধ অবিশ্বাসীদিগকেই আল্লাহ অবিসম্বাদিত কাফের বলিয়াছেন। ইমাম তাবারি, আল্লামা যমখ্‌শরী ও ইমাম রাযি প্রমুখ ভাষ্যকারগণও উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। *

অতঃপর উল্লিখিত আয়ৎসমূহে বর্ণিত রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রতি ঈমান স্থাপন করার অপরিহার্য্যতা সম্পর্কে কতিপয় হাদিছ সঙ্কলিত হইবে।

১। বুখারী ও মুছ্‌লিম আবদুল্লাহ বিনে উমরের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : আমি জনগণের সহিত সংগ্রাম করিতে আদিষ্ট হইয়াছি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা সাক্ষ্য না দিবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত কেহ প্রভু নাই এবং নিশ্চয় মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রছুল।

২। ইমাম আহ্‌মদ, আবুদাউদ, তিরমিযি ও নাছায়ী আনছ বিনে মালেকের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ অপরিবর্ত্তিত শব্দ সহকারে উক্ত হাদিছ রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন।

৩। নাছায়ী আবুবক্‌র ছিদ্দিকের (রাযিঃ) বাচনিক অপরিবর্ত্তিত শব্দ সহকারে উক্ত হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, কেবল "মোহাম্মদ" (দঃ) শব্দের পরিবর্ত্তে উক্ত রেওয়ায়তে "আমি" সন্নিবেশিত হইয়াছে।

৪। ইমাম আহমদ আবুহোরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক উক্ত হাদিছ অপরিবর্ত্তিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, শুধু "সাক্ষ্য না দিবে" বাক্যের পরিবর্ত্তে উক্ত হাদিছে কথিত হইয়াছে : "না বলিবে"। অধিকন্তু এই রেওয়ায়তের শব্দে নিশ্চয় বাচক অব্যয় পদ নাই।

৫। ইমাম আহ্‌মদ, আবুবক্‌র বিনো আবি-

---

* তাবারি : (৬) ৫পৃঃ, তফ্‌ছির আলমানার : (৬) ৭পৃঃ ; নেশাপুরী : (৬) ১০ পৃঃ।

১। বুখারী (ঈমান) : ৭১ পৃঃ, মুছ্‌লিম : (১) ৩৭ পৃঃ।

২। ফত্‌হুর রব্বানি (নব সম্পাদিত মুছ্‌নাদে আহ্‌মদ) ১ : ৯৮ পৃঃ ; আবুদাউদ : (২) ৩৪ পৃঃ; তিরমিযি : (৩) ৩৫২ পৃঃ ; নাছায়ী (২) ১৬০ পৃঃ। ৩। নাছায়ী : (২) ১৬০ পৃঃ।

৪। ফত্‌হুর রব্বানি : (১) ৯৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

শায়বা, মুছ্‌লিম, আবুদাউদ, তিরমিযি, নাছায়ী, ইব্‌নেমাজা, ইবনে হিব্বান ও বায়হাকি উমর ফারুকের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ইছলাম হইতেছে এই যে, তুমি সাক্ষ্য দিবে নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত কেহ প্রভু নাই এবং নিশ্চয় মোহাম্মদ তাঁহার দাস ও রছুল।

৬। ইমাম আহ্‌মদ আবু আমের আশআরির (রাযিঃ) বাচনিক উমর ফারুক কর্তৃক বর্ণিত শব্দের অনুরূপ হাদিছ রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন এবং ইব্‌নে হাজার আছ্‌কালানি উক্ত হাদিছকে হাছান বলিয়াছেন।

৭। মুছ্‌লিম আবুহোরায়রার (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : আমি মানুষের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে আদিষ্ট হইয়াছি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা সাক্ষ্য না দিবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত কেহ প্রভু নাই এবং আমার উপর, আর যাহা লইয়া আমি আগমন করিয়াছি তাহার উপর ঈমান স্থাপন না করিবে। এরূপ করার পর তাহাদের রক্ত ও ধন তাহারা আমার নিকট হইতে আইনসঙ্গত কারণ ছাড়া সুরক্ষিত করিয়া লইল এবং তাহাদের হিছাব আল্লাহ গ্রহণ করিবেন।

৮। ইমাম আহ্‌মদ, বুখারী, মুছ্‌লিম, তিরমিযি, নাছায়ী ও তাবারানি আবদুল্লাহ বিনে উমরের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন: ইছ্‌লামকে পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে সাক্ষ্যদান করা যে, নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত কেহ প্রভু নাই আর বস্তুতঃ মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রছুল।

৯। বুখারী, মুছলিম, আবুদাউদ, তিরমিযি ও নাছায়ী আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে চারিটী বিষয়ের জন্য আদেশ দিতেছি এবং চারিটী বিষয় নিষেধ করিতেছি। একক আল্লাহর উপর ঈমান স্থাপন করার জন্য আদেশ দিতেছি। আল্লাহকে বিশ্বাস করার তাৎপর্য্য কি, তাহা তোমরা কি অবগত আছ? সাক্ষ্যদান করা যে, নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত কেহ প্রভু নাই এবং নিশ্চয় মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রছুল এবং নামাযের প্রতিষ্ঠা এবং যাকাৎ প্রদান করা এবং যুদ্ধক্ষেত্রের লুণ্ঠিত বস্তুসমূহের পঞ্চমাংশ পরিশোধ করা।

১০। বুখারী ও মুছলিম মাআয বিনে জবলের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, তাঁহাকে রছুলুল্লাহ (দঃ) ইয়ামানে প্রেরণ করার প্রাক্কালে বলিলেন—তুমি "আহলেকিতাব"দের একটী দলের নিকট গমন করিতেছ অতএব তাহাদিগকে এই কথা সাক্ষ্য দিবার জন্য আহ্বান করিবে যে নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত কেহ প্রভু নাই, আর আমি আল্লাহর রছুল।

১১। ইমাম আহ্‌মদ, বুখারী, মুছলিম, আবুদাউদ, তিরমিযি, নাছায়ী ও ইবনেমাজা ইবনে আব্বাছের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন, যে রছুলুল্লাহ (দঃ) মাআয (রাযিঃ) কে যখন ইয়ামানে পাঠাইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে বলিলেন,—তুমি গ্রন্থধারী একটী জাতির নিকট গমন করিতেছ অতএব তাহাদের কাছে যখন তুমি উপস্থিত হইবে, তখন তাহাদিগকে এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করিবার জন্য আহ্বান করিবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত কেহ

৫। ফত্‌হ : (১) ৬৩ পৃঃ ; মুছ্‌লিম : (১) ২৭ পৃঃ ; আবুদাউদ : (৪) ৩৬৬ পৃঃ ; তিরমিযি : (৩) ৩৫৩ পৃঃ ; নাছায়ী : (২) ২৬৩ পৃঃ ; বলুগুলআমানি (শরহে মুছনাদে আহ্‌মদ) : ১—৬৪ পৃঃ।

৬। ফত্‌হ : (১)৬৪ পৃঃ। ৭। মুছ্‌লিম : (১)৩৭ পৃঃ। ৮। ফতহ : (১)৭৮ পৃঃ ; বুখারী : (১)৪৭ পৃঃ ; মুছ্‌লিম : (১)৩২ পৃঃ ; তিরমিযি : (৩)৩৫৩ পৃঃ ; কন্‌যুল আম্মাল : (১) ৭ পৃঃ।

৯। বুখারী : (১)১২৫ পৃঃ ; মুছলিম : (১)৩৩ ও ৩৫ পৃঃ ; আবুদাউদ : (৪)৩৫৩ পৃঃ ; তিরমিযি : (৩) ৩৯৫ পৃঃ ; নাছায়ী (২) ২৭১ পৃঃ।

১০। বুখারী : (৩) ২০৭ পৃঃ ; মুছলিম : (১) ৩৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

প্রভু নাই এবং নিশ্চয় মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রছুল।

ইমাম বখারী উক্ত হাদিছের জন্য নিম্নোক্ত ভাষায় অধ্যায় রচনা করিয়াছেন—

ইছলাম ও নবওতের জন্য নবী ছাল্লাল্লাহো আল্লাইহে ওয়া ছাল্লামের আহ্বান। ক

১২। ইমাম আহমদ, মুছলিম ও তিরমিযি আব্বাছ বিনো আব্দিল মুত্তালিবের (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, তিনি রছুলুল্লাহ (দঃ) কে বলিতে শুনিয়াছেন যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রভু এবং ইছলামকে ধর্ম্ম এবং মোহাম্মদ (দঃ) কে নবী ও রছুল প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্টি লাভ করিয়াছে সে ব্যক্তি ঈমানের মধুরতা আস্বাদন করিতে পারিয়াছে।

১৩। ইমাম আহমদ, তিরমিযি, ইবনেমাজা ও হাকেম আলি মুর্ত্তযার (রাযিঃ) প্রমুখাৎ উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—চারিটী বিষয় বিশ্বাস না করা পর্য্যন্ত কোন দাস (ব্যক্তি) বিশ্বাসী বলিয়া গণ্য হইবে না: নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত কেহ প্রভু নাই এবং আমি আল্লাহর রছুল, আমাকে আল্লাহ সত্যস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন,—এ কথার সাক্ষ্যদান না করা পর্য্যন্ত, এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে বিশ্বাস না করা এবং পূর্ব নির্দ্ধারিত ব্যবস্থা তক্‌দির (**Predetermined affairs**) এর উপর আস্থা স্থাপন না করা পর্য্যন্ত।

হাকেম উক্ত হাদিছকে বুখারী ও মুছলিমের শর্ত্ত অনুযায়ী বিশুদ্ধ বলিয়াছেন এবং যাহাবী তাঁহার দাবীকে সাব্যস্ত রাখিয়াছেন।

১৪। ইব্‌নে-আছাকির আবুছঈদুল খুদরীর (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন:—যাহার মধ্যে চারিটী বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রহিয়াছে, সে ব্যক্তি মোমেন। আল্লাহ ব্যতীত কেহ প্রভু নাই আর আমি আল্লাহর রছুল এই কথার সাক্ষ্যদান এবং মৃত্যুর পর তাহার পুনরুত্থান হইবে আর ভাল ও মন্দ পূর্ব্বনির্দ্ধারিত। উল্লিখিত চারি বিষয়ের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি তিনটী মানিয়া লইবে এবং একটী গোপন (অস্বীকার) করিবে, সে কাফের।

১৫ ইবনে-আছাকির আলি মুর্ত্তযার (রাযিঃ) প্রমুখাৎ উক্ত হাদিছটী শাব্দিক সামান্য পার্থক্য সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন,—চারিটী বিষয়কে বিশ্বাস না করা পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি ঈমানের মাধুর্য্য লাভ করিবে না নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত কেহ প্রভু নাই, **আমি আল্লাহর** রছুল, আল্লাহ আমাকে সত্যস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন এবং মানুষ মরিয়া যাইবে পুনশ্চ মৃত্যুর পর সে উত্থিত হইবে এবং সকল পূর্ব্ব নির্দ্ধারিতের উপর আস্থা স্থাপন।

১৬। ইমাম আহমদ ও মুছলিম আবুহোরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—যাহার হস্তে মোহাম্মদের (দঃ) প্রাণ আছে, তাহার শপথ, কোন ইয়াহুদী ও খৃষ্টান আমার বিষয় শ্রুত হওয়ার পর যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আর আমি যাহা লইয়া প্রেরিত হইয়াছি, তাহা বিশ্বাস না করে, সে নরকবাসীগণের অন্যতম।

১৭। ইমাম আহমদ উক্ত হাদিছ আবুমুছা আশ্‌আরি (রাযিঃ) এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু হাদিছের ভাষায় "নরকবাসীগণের অন্যতম"

১১। ফতহ: (১) ৮১ পৃঃ; বুখারী: (৩) ২৮২ পৃঃ; মুছলিম: (১) ৩৭ পৃঃ, আবুদাউদ: (২) ১৬ পৃঃ; তিরমিযি; বলুগুল আমানি: (১) ৮১ পৃঃ।

ক বুখারী: ৬। (৭৮) পৃঃ।

১২। ফত্‌হ: (১) ৮৬ পৃঃ; মুছলিম, (১) ৪৭ পৃঃ; তিরমিযি: (১) ৩৬১ পৃঃ।

১৩। ফত্‌হ: (১) ৮০ পৃঃ; মুছতাদ্‌রকে হাকেম, যহবীর তল্‌খিছ সহ: (১) ৩২ পৃঃ; বলুগুল আমানি: (১) ৮০ পৃঃ।

১৪—১৫। কন্‌যুল আম্মাল: (১) ৭ পৃঃ।

১৬। ফত্‌হ: (১) ১০১ পৃঃ মুছলিম: (১) ৮৬ পৃঃ।

১৭। ঐ

www.ahlehadeethbd.org

বাক্যের পরিবর্তে "বেহেশতে প্রবেশ করিবে না" রেওয়ায়ৎ করা হইয়াছে।

উল্লিখিত হাদিছের বর্ণনাদাতাগণ সকলেই বুখারী ও মুছলিমের ছনদের পুরুষ।

১৮। ইমাম আহমদ তদীয় মুছনাদে ও তাবারাণি তদীয় মু'জামে কবির ও আওছতে ইবনুল খাছাছিয়া ছুদুছার (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন, তিনি বলেন,—আমি রছুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট শপথ করিবার জন্য আগমন করি, তিনি (দঃ) আমার নিকট শপথ গ্রহণকালে এই সাক্ষ্যের শর্ত্ত করেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত কেহ প্রভু নাই আর নিশ্চয় মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার দাস ও রছুল।

হায়ছানি বলেন,—ইমাম আহমদের ছনদের রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত।

১৯। আহমদ, মুছলিম, আবুদাউদ, তিরমিযি, নাছায়ী, ইবনেমাজা, ইবনে হিব্বান, বায়হাকি ও বাযযার প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় উমর ফারুক, আবু আমের আশআরি, ইবনে আব্বাছ ও আবুহোরায়রা রাযিয়াল্লাহো আন্‌হুমের প্রমুখাৎ সুদীর্ঘ হাদিছে বর্ণনা করিয়াছেন যে একদা জিব্রিল রছুলুল্লাহ (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইছলাম কাহাকে বলে? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন,—ইছলাম বলে সাক্ষ্যদান করার কার্য্যকে যে, নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত কেহ প্রভু নাই এবং নিশ্চয় মোহাম্মদ আল্লাহর রছুল…………।

২০। ইমাম আহমদ ও দারকুৎনি রিবাহ বিনে আবদুররহমান বিনে হুয়েতবের শ্রুতির বরাতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহার পিতামহী (রাযিঃ) বলেন,—আমি রছুলুল্লাহ (দঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আমার উপর ঈমান স্থাপন করে নাই, সে আল্লাহকেও বিশ্বাস করে নাই।

আবুবক্‌র বিনে আবি শায়বা বলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) যে উক্ত কথা বলিয়াছেন তাহা সপ্রমানিত হইয়াছে।

কোরআনের দশটী আয়ৎ এবং কুড়িটী ছহিহ হাদিছ দ্বারা সাব্যস্ত হইল যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) কে বিশ্বাস না করা পর্য্যন্ত কেহ মুছলিম পদবাচ্য হইতে পারে না। উল্লিখিত হাদিছগুলি আবুবক্‌র ছিদ্দিক, উমর ফারুক, আলী মুর্ত্তযা, মা'আয বিনে জবল, আব্বাছ বিনো আব্দিল মুত্তালিব, আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছ, আবদুল্লাহ বিনে উমর, আনছ বিনে মালেক, আবু হোরায়রা, আবুছঈদ খুদ্‌রী, আবুমুছা আশআরি, আবু আমের আশআরি ও উম্মে আবদুর রহমান প্রমুখ ছাহাবা ও ছাহাবিয়াগণ রাযিয়াল্লাহো আন্‌হুম রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া ছাল্লামের বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম আহমদ, আবুবক্‌র বিনো আবিশায়বা, বুখারী, মুছলিম, আবুদাউদ, নাছায়ী, তিরমিযি, ইবনে মাজা, ইবনে হিব্বান, বায়হকি, হাকেম দারকুৎনি ও বাযযার প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ স্ব স্ব গ্রন্থে প্রমানিত ছনদ সহকারে হাদিছগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রতি ঈমান স্থাপন করা যে ফরয, তাহা কোরআন ও মুতাওয়াতর হাদিছ দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে।

যাহারা মুছলমান নয়, তাহারা রিছালতের প্রয়োজন অথবা রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওৎকে অবিশ্বাস করিতে পারে এবং তাহার যুক্তিসম্মত প্রমাণ দাবী করারও তাহাদের অধিকার আছে। কিন্তু মুছলিমরূপে পরিচয় দেওয়ার পর রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওৎ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করার এবং তজ্জন্য যুক্তিতর্কের অবতারণা করার কাহারো অধিকার নাই। অবশ্য বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করার জন্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সংগ্রহ করার অধিকার সকলের আছে, কিন্তু মুছলমান হইবার দাবী করিয়া এবং ইছলামের নাম ভাঙ্গাইয়া খাইয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) নবওৎ সম্পর্কে

১৮। ফত্‌হ ঃ (১) ৮০ পৃঃ।

১৯। ফতহ (১) ৬২—৬৬ পৃঃ; মুছলিম ঃ (১) ২৭ পৃঃ, বলুগুল আমানি ঃ (১) ৬৪ পৃঃ।

২০। ফতহ ঃ (১) ১০২ পৃঃ; আততালখিছুল হাবির ঃ ২৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

সন্দেহ প্রকাশ করা এবং বিরূপ যুক্তিতর্ক দ্বারা পাণ্ডিত্য ও ঔদার্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করার কার্য্যকে নীচতা ও শঠতা ছাড়া আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। ইছ্‌লামের নীতি ও বিশ্বাস কেহ গ্রহণযোগ্য ও মান্য করার উপযুক্ত মনে না করিলে সে স্বচ্ছন্দে ইছ্‌লামের ধর্ম্ম ও সমাজ পরিত্যাগ করিয়া তাহার মনঃপুত যে কোন ধর্ম্ম ও সমাজ বরণ করিয়া লইতে পারে কিন্তু মুছলিম সমাজের ভিতর ইছলামের পঞ্চম বাহিনীরূপী মোনাফেক-কাফেরদের স্থান নাই।

উল্লিখিত কোর্‌আনি আয়াৎ সমূহ এবং সেগুলির ব্যাখ্যারূপী পৌনঃপুনিক হাদিছ দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোরআন ও ছুন্নতে প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত নবীগণের মধ্যে যে কোন এক বা একাধিক নবী মান্য করিয়া লইলেই কোন ব্যক্তি মুছ্‌লিমরূপে পরিচয় দিতে বা তাহাকে মুছলিমরূপে স্বীকার করিতে পারা যাইবে না। রছুলুল্লাহ (দঃ) এর রিছালতের উপর যাহারা ঈমান স্থাপন করে নাই, অন্য কাহাকেও নবী বা রছুল মান্য করিয়া থাকিলেও তাহারা সত্যবাদী ও মুছলিম নয়, তাহাদের ঈমানের দাবী মিথ্যা এবং তাহারা কাফের! মুছ্‌লিম জামাআতের দেহে যে সকল ক্ষয়রোগ প্রবেশ করিয়াছে, ইছ্‌লামের বর্ণিত বুনিয়াদী আকিদার শিথিলতা তাহাদের অন্যতম।

ادارية

বিবিধ প্রসঙ্গ

نحمده و نصلي على رسوله الكريم

মুহার্‌রমুল হারাম ও ইমাম হোছায়নের শাহাদৎ :—

যে চারিটী মাসকে প্রাক্‌ইছলামিযুগে পবিত্র মনে করা হইত এবং যাহাদের পবিত্রতা রছুলুল্লাহ (দঃ)ও বিদায়-হজের দিন বলবৎ রাখিয়াছিলেন, মুহার্‌রম তাহাদের অন্যতম। রছুলুল্লাহ (দঃ) মদিনায় আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, উক্ত মাসের ১০ম দিবসে ইয়াহুদীরা উপবাস করিতেছে: তাহারা বলে যে, হযরত মুছার (দঃ) উম্মৎ উক্ত দিবসে ফির্‌আওনের দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলেন, মুছার সঙ্গে মুছ্‌লিমজাতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। পরলোক গমনের পূর্ব্বে রছুলুল্লাহ(দঃ) পরবর্ত্তী বৎসর হইতে ইয়াহুদদের অনুসরণ না করিয়া নবম ও দশম দিবসদ্বয়ে রোযা রাখার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন হইতে আশুরার দুইটী রোযা মুছ্‌তাহাব রূপে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। হযরতের (দঃ) মহাপ্রস্থানের পর কারবালা প্রান্তরে যে বিবাদময় ব্যাপার সংঘটিত হয়, আশুরার রোযার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। হযরতের (দঃ) জীবদ্দশাতেই ইছলাম পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল, সুতরাং তাঁহার পরলোকগমনের পরবর্ত্তী কোন ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া নূতন কোন নামায বা রোযার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে না। এরূপ নবব্যবস্থিত ইবাদৎ ইছ্‌লামের পরিভাষায় বেদ্‌আত।

৬১ হিজরীর আশুরায় যে হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা এই যে, ইছ্‌লামি বিধানের পুনরুজ্জীবন সাধন এবং স্বৈরাচারী শাসনের অবসান কল্পে রছুলুল্লাহর (দঃ) দৌহিত্র ইমাম হোছায়ন রাযিয়াল্লাহো আন্‌হো দণ্ডায়মান হন এবং কার্‌বালা প্রান্তরে ময্‌লুম অবস্থায় শাহাদতের গৌরব অর্জ্জন করেন। ইমাম হোছায়নের শাহাদৎকে উপলক্ষ্য করিয়া এক দল মুছলমান শোক ও বিলাপের নামে আশুরার দিনকে মহোৎসবে পরিণত করিয়াছে। মুশরিকদের

www.ahlehadeethbd.org

অনুকরণে শোভাযাত্রা, কৃত্রিম কবর (তাযিয়া) পূজা, লাঠিবাজী, বুকচাপড়ানো এবং নানারূপী আমোদ প্রমোদের প্রথা তাহাদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে অথচ জন্ম ও মৃত্যুর জন্য কোন তিথি বা পর্ব্ব ইছলামে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কালেরগতি জলস্রোত ও অগ্নিশিখার মত সদা প্রবাহমান, যে দিন ও ক্ষণ চলিয়া যায়, তাহাকে পুনরাগত ও প্রত্যাবর্ত্তিত মনে করা কল্পনা বিলাসের মোহমাত্র; এরূপ অযৌক্তিক কল্পনাবিলাস রূপক ধর্ম্মে স্থান লাভ করিতে পারে কিন্তু প্রাকৃতিক ও বাস্তব ধর্ম্ম ইছলাম তাহা সমর্থন করিতে পারে না। আজ ইছলামকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইমাম হোছায়নের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও আত্মদানের মহান্ আদর্শ আমাদিগকে যে প্রেরণা দান করিতেছে তাহাতে উদ্বুদ্ধ না হইয়া হাহুতাশ ও আমোদ প্রমোদে মত্ত হওয়া জাতীয় দুর্ব্বুদ্ধির পরিচায়ক। খওয়াজা আজমিরি (রহঃ) ইমাম হোছায়নের শাহাদতের রূপকে যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহা বড়ই সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী।

شاہ است حسین ! بادشاہ است حسین !
دین است حسین ! دین پناہ است حسین !

سرداد و نداد دست در دست یزید
حقاکہ بنائے لا الہ است حسین !

হোছায়ন রাজা, হোছায়ন সম্রাট,
হোছায়ন ধর্ম্ম, হোছায়ন ধর্ম্মপাল,
মাথা দিলেন কিন্তু হয়াযিদের হাতে হাত
দিলেন না,
আল্লাহর শপথ ! হোছায়ন লাইলাহা'র
জীবন্ত আদর্শ !

পাকিস্তান যিন্দাবাদ :—

ব্রিটিশ আমলে এই দেশের অধিবাসীরা ছিল শাসিত প্রজা (Subject race) আর বিদেশী ইংরাজ ছিল শাসক প্রভু; আযাদ পাকিস্তানের অধিবাসীবৃন্দ আজ শাসিত প্রজা নয়, তারা স্বাধীন নাগরিক আর হুকুমতের পরিচালকগণ শাসক প্রভু নন, তাঁরা নাগরিকগণের প্রতিনিধি অথবা জনসেবক। গোলামি আর প্রভুত্বের অবসান আযাদীর শ্রেষ্ঠতম গ্যামৎ; কিন্তু দুই শতাব্দীর পরাধীনতা আমাদের মানসলোক এবং দৃষ্টিভঙ্গীকে যে ভাবে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে তাহার ফলে আযাদির মর্য্যাদা আজো আমাদের মধ্যে শিকড় গাড়িতে পারে নাই। আমাদের প্রতিনিধি এবং রাষ্ট্রের পরিচালকরা যেমন আজ পর্য্যন্ত আমলাতন্ত্রী শাসক শ্রেণীর মনোবৃত্তি ও আচরণ ছাড়িতে পারিতেছেন না, আমরা নাগরিক জনসাধারণও তদ্রূপ দণ্ডলতে খোদাদাদ পাকিস্তানকে আমাদের নিজস্ব প্রিয় রাষ্ট্র বলিয়া গৌরব বোধ করিতে পারিতেছি না। হুকুমতে পাকিস্তানে যতদিন 'শাসক' ও 'শাসিত'দের অবসান না ঘটিবে, ততদিন 'পাকিস্তান যিন্দাবাদ' অন্তঃসারশূন্য ধ্বনি (Slogan) রূপেই উচ্চারিত হইবে, জাতীয় আবাহনের (National Anthem) স্থান অধিকার করিতে পারিবে না। ইংরাজী কর্ত্তৃত্বকে কোনদিন আমরা অন্তরের শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে পারি নাই, শাসন সংযত কণ্ঠে তাহার জয়ধ্বনি করিয়াছি মাত্র। আজো সেই 'জি-হুযুরী' মনোবৃত্তি লইয়া আমরা যদি ব্যক্তিত্বের ও দলবিশেষের জয় হাঁকিয়া বেড়াই, তাহা হইলে দাসত্বের অবসান ঘটিল কোথায়?

নাগরিক কর্ত্তব্য :—

আমাদের নিজস্ব বলিয়া আমাদের জন্মভূমিতে কিছু না থাকায় আমরা এতদিন রাষ্ট্রের কল্যাণ, লাভ ও ক্ষতির দিকে দৃষ্টিপাত করি নাই, ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থের উপাসনাই ছিল আমাদের পরিগৃহীত নীতি। আমরা তুরস্ক, আফগানিস্তান, নজ্‌দ ও খোরাছানের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখিতাম। দাসত্বের বিষ আমাদিগকে জর্জ্জরিত করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া আমাদের অন্তর্নিহিত ভক্তি ও আনুগত্য আযাদ মুছলিম রাজ্যগুলিতে আমরা বিতরণ করিয়া বেড়াইতাম। প্রিয় জন্মভূমিকে নাড়ীর টানে ভালবাসিয়াছি কিন্তু ইংরাজী শাসনকে শ্রদ্ধা এবং তাহার স্থায়িত্ব কামনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। স্বাধীনতা লাভ করার পর আত্মদৃষ্টির প্রয়োজন আজ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

www.ahlehadeethbd.org

হইয়াছে; আরবের দাবী অপেক্ষা আজ পাকিস্তানের দাবী বড় হইয়া উঠিয়াছে, কারণ এই স্বাধীন রাষ্ট্র আমাদের—একান্ত ভাবে আমাদের নিজস্ব! আমাদের পরিবর্ত্তিত দৃষ্টিভঙ্গী ইছলামি বিশ্বজনীনতার পরিপন্থী নয়, আত্মচেতনা, আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বোধ হইতে যাহারা বঞ্চিত, বিশ্বজনীনতার দাবী তাহাদের প্রলাপ মাত্র।

পাকিস্তানে ইছলামি হুকুমৎঃ—

পাকিস্তান পৃথিবীর বৃহত্তম মুছলিম রাজ্য। আল্লাহর হাযার শুকর, কোন রাজা, বাদশাহ ও শাহযাদা অথবা নির্দ্দিষ্ট কোন শ্রেণী বা দলের অস্ত্রবলে পাকিস্তান অর্জ্জিত হয় নাই, এই দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে মুছলিম জনমণ্ডলী। আল্লাহ না করুন, পাকিস্তানে ইছলামি শাসন যদি প্রবর্ত্তিত না হয়, তজ্জন্য পাকিস্তানের জনমণ্ডলীই প্রধানতঃ দায়ী হইবেন। গণতন্ত্রের ভিত্তিকে স্বীকার করিতে হইলে পাকিস্তানে আল্লাহর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে আমাদিগকে যুগপৎভাবে দ্বিবিধ কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। তুর্কী, আরব, খোরাছান, রুশ, আমেরিকা ও ইংলণ্ড—অর্থাৎ সকল দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া পাকিস্তানকে সুরক্ষিত, উন্নত ও শক্তিশালী করিয়া তোলার জন্য সম্ভাব্য সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। দ্বিতীয় আমাদের মনোভাব ও আচরণকে ইছলামি বুনিয়াদে এমন ভাবে পুনর্গঠিত করিতে হইবে যাহাতে ভিতরে ও বাহিরে ইছলামি হুকুমতের অনুকূল ও উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

সাহিত্যের সুর ও সাহিত্যিক কর্ত্তব্যঃ—

মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক ভাবধারাকে কেন্দ্র করিয়া জাতীয় জীবনের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। পাকিস্তান যদি বিশিষ্ট কোন রুচি ও আদর্শের চাহিদায় গঠিত হইয়া থাকে তাহা হইলে অদ্বৈতবাদ ও নিরীশ্বরবাদের মোহ এবং হিঁদুয়ানি, বস্তুতান্ত্রিক ও বাবু সাহিত্যের সম্ভার বৃদ্ধি করার অভ্যাস আমাদের সাহিত্যরথীদের ছাড়িয়া দিতে হইবে। উদ্দেশ্যহীন, গঠননীতিশূন্য ও অনুকরণীয় সাহিত্য কোন জীবন্ত জাতির বিশেষ করিয়া মুছলিম জাতির খাদ্য নয়। যে সাহিত্য পাকিস্তানকে নিন্দা, বলিষ্ঠ ও তেজোদৃপ্ত করিয়া তুলিবে, বাঙ্গালা, উর্দ্দু—যাহাই হউক না কেন, তাহা উচ্ছৃঙ্খল, মুলহিদ ও নিরেট বস্তুতান্ত্রিক হইবে না। পাকিস্তানের রুচি, দৃষ্টিভঙ্গী, আশা ও-আকাঙ্খার ইঙ্গিত যাহা, তাহাকেই সবাক ও সাবলিল করিয়া তোলা আমাদের সাহিত্যিকদের পবিত্র কর্ত্তব্য। কমিউনিযমের পরিবর্ত্তে ইছলামিযমের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সাহিত্যকে সম্পদশালী করিতে হইবে। উর্দ্দু ও বাঙ্গালার বিতর্ক না বাড়াইয়া ইংরাজ-গোলামির নাগপাশ হইতে মুক্ত হইবার প্রাথমিক চিহ্ন স্বরূপ কালা ইংরাজ বনিবার প্রবৃত্তি দমন করা আবশ্যক।

ভারতীয় মুছলমান ঃ—

পাকিস্তানের দাবী শুরু হইয়াছিল মুছলিম জাতীয়তা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণের ভিত্তির উপর। পাকিস্তানের নেতৃবর্গ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, হিন্দুপ্রধান রাষ্ট্রে মুছলমানদের ধর্ম্ম ও তমাদ্দুন, সাহিত্য ও আখ্‌লাক নিরাপদ থাকিবে না। পরিশেষে হিন্দু মুসলমানের আপোষ ছম্‌ঝোতায় পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান দুইটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। হিন্দুরা ইচ্ছা করিলে পাকিস্তানি নেতাদের ভবিষ্যদ্বাণীর অসারতা প্রতিপন্ন করিতে পারিতেন, কংগ্রেসের বহু বিশ্রুত একজাতীয়তার আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইছলামি সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ধর্ম্মকে রক্ষা করার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিতেন। কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্তানে মুছলমানগণের রক্ত লইয়া হোলীখেলা এবং তাহাদের গৃহ ও সম্পত্তি লইয়া বহ্ন্যুৎসব আরম্ভ হইয়া গেল। এখন তাহাদের ধর্ম্ম ও তমাদ্দুনের শেষ চিহ্নটুকুও যাহাতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, তজ্জন্য উর্দ্দু ভাষাকে নির্ব্বাসিত, ফার্সী অক্ষরকে বিতাড়িত এবং ইছলামি শিক্ষাগারগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া হিন্দুস্তানিরা তাহাদের গণতান্ত্রিক নীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই উন্মত্ত আচরণের ফল কি হইবে, তাহা আজ আমাদের

www.ahlehadeethbd.org

বিচার্য্য নয়, কিন্তু কংগ্রেসের বহু বিঘোষিত নীতি ও প্রতিশ্রুতির অসারতা এবং মরহুম কায়েদে আযমের ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবতা যে আন্তর্জাতিক দরবারে সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। অথণ্ড জাতীয়তার প্রধানতম পুরোহিত মওলানা আবুলকালাম আযাদ ভাষা কমিটীর সদস্য-পদে ইস্তেফা দিতে বাধ্য হইয়াছেন কিন্তু ভারতীয় মুছলমানদিগকে এক জাতীয়তার মিথ্যা ও ভিত্তিহীন আদর্শে ইস্তেফা দিতে হ'বে কিনা, তাহা তিনি বলেন নাই। জমঈতে উলামায়ে হিন্দের সেক্রেটারী মওলানা হিফ্যুররহমান ভারতীয় মুছলমানদিগকে পাকিস্তানের দিকে তাকাইতে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা যে তাকাইবে কোন্ দিকে, তাহার কোন নির্দ্দেশ তিনি প্রদান করেন নাই। আমরা হিন্দুস্তানের মুছলমানদিগকে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান কাহারো প্রত্যাশা করিতে বলি না। আমরা শুধু বলি, মিথ্যা মায়ামরীচিকার অনুসরণ না করিয়া তাঁহারা ইছলামের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করুন। হিন্দুরাষ্ট্রের নাগরিকরূপে হিন্দুদের সহিত বাক্‌বিতণ্ডা ও কলহ বিবাদে যেমন কোন লাভ নাই, আপন সত্তাকে বিলীন করিয়া দিয়া তেমনি আত্মরক্ষার কল্পনা করা দুরাশা মাত্র। হিন্দুস্তানি মুছলমানদের নেতারা যতই নাপছন্দ করুন, আমরা ভারতীয় মুছলমানদের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাইতে পারিব না। ইছলাম আমাদিগকে তাহাদের সহিত যে বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, রাষ্ট্রের পার্থক্য সে সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারেনা। আমরা উভয়েই আপন আপন রাষ্ট্রের বিশ্বস্ত নাগরিক, আমাদের মধ্যে কেহই আপন রাষ্ট্রের সত্যকার স্বার্থের প্রতিকুল অপরকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারি না বটে, কিন্তু ইছলামের বাস্তব স্বার্থের দিক দিয়া মুছ্‌লিম জাহানের অধিবাসী আমরা এক জাতি এবং হিন্দুস্তান আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। প্রতিবেশী মুছমমানদের জন্য সহানুভূতিশীল এবং দোআগো থাকিতে আমাদের নিরস্ত করিবে কে? আমরা হিন্দুস্তান রাষ্ট্রের শত্রু নই, কিন্তু মুছ্‌লিম বিশ্বস্তির জন্য মর্ম্মাহত নাহওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

নবমাশ্চর্য্যের আবিষ্কার :—

পাকিস্তান গণপরিষদের সেক্রেটারী মিস্টর এম, বি, আহ্‌মদ জনৈক ভাগ্যবান ও ক্ষণজন্মা পুরুষ। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশ, তিনি মুছলমানদের জাতীয় অধঃপতনের এমন এক অভিনব কারণ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন, যাহা অতীত ও বর্ত্তমান যুগের কোন মুছলমানেরই বোধগম্য হয় নাই। তাঁহার গবেষণার ফল এই যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নন, কাজেই তাঁহার সমুদয় উক্তি ও আচরণকে অনুসরণযোগ্য বলিয়া ধারণা করার দরুণেই মুছলিম জাতির পতন ঘটিয়াছে! পাকিস্তান গণপরিষদের সভ্যবৃন্দ বিশেষতঃ ইছ্‌লামের শায়খ ও মাশায়েখ এই চমৎকার ও অনুপম আবিষ্কারের জন্য মিঃ এম্ বি, কে কি ভাবে অভিনন্দিত ও পুরস্কৃত করিয়াছেন তাহা আমরা অবগত নই, কিন্তু উপরোক্ত মহামূল্য গবেষণার জন্য ইছলামের দুশ্‌মনদের মহল হইতে তিনি যে বাহবা লাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। মুছলমানদিগকে ইয়াহুদ, ولتسمعن من الذين খৃষ্টান ও মুশরেক দলের নিকট اوتوا الكتاب من قبلكم হইতে অনেক মর্ম্মান্তিক ومن الذين اشركوا কথা যে শ্রবণ করিতে হইবে اذى كثيرا وان তাহা আমরা আল্লাহর تصبروا وتتقوا فان কিতাব হইতেই অবগত - ذلك من عزم الامور হইয়াছি। কাফেরদের অভদ্র আচরণের জন্য আল্লাহ মুছলমানদিগকে ধৈর্য্যাবলম্বন করাব উপদেশ দিয়াছেন—আলে ইম্‌রাণ : (১৮৬), কিন্তু কোন অর্ব্বাচীন মুছলমানের এরূপ ধৃষ্টতা ক্ষমার অযোগ্য।

محمد عربی کابروئے ہردو سرا است'
کسیکہ خاک درش نیست خاک بر سراو!

বহুরূপী মূর্খতা :—

মূর্খতা যখন পাণ্ডিত্যের আবরণে আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহা বড়ই মারাত্মক হইয়া থাকে। স্বয়ংসিদ্ধ ওছিদের মুখ হইতে এরূপ অর্ব্বাচীন উক্তি যে মাঝে মাঝে উচ্চারিত হয়, তাহার প্রধান কারণ

www.ahlehadeethbd.org

দুইটি :—প্রথমতঃ মুছলিম জাতির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার ভার যাঁহাদের হস্তে পড়িয়াছে 'লাদিনি' বিদ্যায় তাঁহারা যতই সুপণ্ডিত হউন, ইছলামি আকায়েদ ও আইনকানুন সম্পর্কে তাঁহাদের অধিকাংশের জানাশুনা এতই সীমাবদ্ধ যে, সে সকল বিষয়ে তাঁহাদিগকে নিরেট মূর্খ ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। মূর্খ যদি হঠাৎ সুদক্ষ (Expert) সাজিয়া বসার সুযোগ পায়, তাহা হইলে জ্ঞান ও ইল্মের পক্ষে মাতম করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। দ্বিতীয় কারণ এই যে. ইছলামকে ইদানিং সর্ব্বাপেক্ষা অনাথ বিবেচনা করা হইয়া থাকে, তাহার ঘাড়ে চাপিয়া সকলেই উঁচু হইতে চান, তাঁহারা স্বয়ং যত বড় নিকৃষ্ট ও অপদার্থ হউন না কেন তাঁহাদের ব্যক্তিগত সম্মান ও পদমর্য্যাদা রক্ষা করার জন্য ইছলামের শরণাপন্ন হইয়া থাকেন এবং প্রচলিত আইন, আদালৎ, কারাগার ও বহুবিধ দণ্ডের ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেন, কিন্তু ইছলামের আল্লাহ, তদীয় রছুল এবং ইছলামের বিধিবিধান সম্বন্ধে যে কোন ভুঁইফোড় অকালকুষ্মাণ্ড আবোলতাবোল যাহাই বকুক না কেন, তার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা নাই। ইছ্লামের ওছিগণ কোর্আনের নিম্নোক্ত আয়ৎটীর মর্ম্মোদ্ধার করিতে পারিলে ভাল হয়। "যাহারা রছুলুল্লাহর (দঃ) আদেশের অন্যথাচরণ করিয়া থাকে, তাহারা সাবধান হউক, فليحذر الذين تাহারা শীঘ্রই বিপন্ন হইবে, يخالفون عن امره ان অথবা কষ্টদায়ক দণ্ডে দণ্ডিত تصيبهم فتنة او يصيبهم হইবে"—আন্নুর : ৬৩ আয়ৎ। عذاب اليم -

দুই মূল্যের টাকার সমস্যা :—

বিগত মহাযুদ্ধের পরিণতি স্বরূপ গ্রেটব্রিটেন রাজনৈতিক প্রাধান্যের সঙ্গে অর্থনৈতিক নেতৃত্বও দুনিয়ার বাযারে হারাইয়া ফেলিয়াছে। ব্রিটিশ ষ্টার্লিং সমগ্র পৃথিবীতে এক্সচেঞ্জের বাহক ছিল, নানা কারণে আন্তর্জাতিক ভাবে উক্ত বিনিময় যোগ্যতা ব্রিটিশ ষ্টার্লিংএর বিলুপ্ত হইয়াছে। আমেরিকার সহিত বহির্বাণিজ্য অনুকূল করিবার জন্য আমেরিকান ডলারের তুলনায় ব্রিটিশ তাহার ষ্টার্লিংএর মূল্য কমাইতে বাধ্য হইয়াছে। ব্রিটিশ আশা করিয়াছে যে, মুদ্রার মূল্য সুলভ করার দরুণ আমেরিকার সহিত তাহার রফ্তানিবাণিজ্য বৃদ্ধি পাইবে, ব্রিটিশ পণ্য আমেরিকান মুদ্রামান অনুসারে সুলভ হইল বলিয়া তাহারা প্রচুর পরিমাণে উহা ক্রয় করিবে। ষ্টার্লিং ইলাকা সমূহের মধ্যে ভারত ডমিনিয়নও তাহার মুদ্রার মূল্য কমাইয়া দিয়াছে। ভারতীয় টাকার বিনিময়ে যে পরিমাণ ষ্টার্লিং পাওয়া যাইত, এখনো তাহাই মিলিবে, কিন্তু পূর্ব্বে যে পরিমাণ আমেরিকান ডলার মিলিত, এখন তাহাপেক্ষা অনেক কম পাওয়া যাইবে।

পাকিস্তান তাহার মুদ্রামান হ্রাস করে নাই, সুতরাং পূর্ব্বের পরিমাণ আমেরিকান ডলার তাহার টাকার বিনিময়ে সে পাইতে থাকিবে কিন্তু ষ্টার্লিং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ করিবে। ভারতীয় টাকার যে মূল্য এখন নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা পাকিস্তানি টাকার মূল্য অপেক্ষা অনেক কম। পাকিস্তান মুদ্রামূল্যের যে অপরিবর্ত্তিত নীতি ঘোষণা করিয়াছে তদনুসারে তাহার টাকায় পূর্ব্ববং ৩২ সেণ্ট (৩/৮ আমেরিকান ডলার) স্বর্ণমূল্য বলবং রহিল, পাকিস্তানি টাকার ক্রয় ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইল। ষ্টার্লিং ইলাকার দেশ সমূহের মাল ২৫ হইতে ৩০ ভাগ হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্যে সে এখন ক্রয় করিতে পারিবে অর্থাৎ এক শত টাকার মাল ৭০৲ সত্তর টাকায় পাইবে। পুনশ্চ পাকিস্তানের যে পণ্য সে ষ্টার্লিং ইলাকায় বিক্রয় করিবে তজ্জন্য ষ্টার্লিং মুদ্রামান অনুসারে অতিরিক্ত মূল্য আদায় করিতে পারিবে। পাকিস্তান যে মুদ্রামূল্যনীতি অবলম্বন করিয়াছে, আপাত দৃষ্টিতে পাকিস্তানের পক্ষে তাহা মঙ্গলজনক বলিয়াই বোধ হইতেছে

কিন্তু মুশ্কিল এই যে, পাকিস্তানের সমস্ত কাঁচা মাল ষ্টার্লিং ইলাকার রাজ্যগুলি, বিশেষ করিয়া পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ পাট, তুলা, চামড়া বেশীর ভাগ হিন্দুস্তান ক্রয় করিয়া থাকে। পাকিস্তানের নিজস্ব কলকারখানা নাই, তাহার মাল তাহার মুদ্রা মূল্যের হার অনুসারে ভারত ও ষ্টার্লিং ইলাকাভুক্ত

www.ahlehadeethbd.org

দেশগুলি যদি ক্রয় না করে তাহা হইলে কি উপায় হইবে? পাকিস্তানের দরিদ্র কৃষকরা কি পাটের গাঁইট লইয়া বসিয়া থাকিয়া উপবাস করিবে? না পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানের সুবিধাবাদী শোষক মোনাফাখোরদের দয়ার উপর তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন? পাকিস্তানের সহিত আমদানি রফ্‌তানি এমন কি মণিঅর্ডার পার্শেল সব কিছুই বন্ধ হইয়াছে তার পর খাদ্য সঙ্কটের যে ভয়াবহ অবস্থা তাহাতে ষ্টেট ও দরিদ্র জনসাধারণকে রক্ষা করিতে হইলে পাকিস্তান সরকারের পক্ষে সঙ্গত মূল্যে পাট প্রভৃতি ক্রয় করিয়া মওজুদ রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। কোন নীতি শুধু ঘোষণা করিলেই ফলপ্রসূ হয় না, তাহাকে বাস্তবতার রূপ দিবার জন্য সর্ব্ব প্রযত্নে অগ্রসর হইতে হয়। দেশের পুঁজিপতি ও নেতৃবর্গের গঠনমূলক কার্য্যে নিদারুণ অবহেলার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় পুঁজিপতিদের হুমকি ও ভারতসরকারের ভাবগতিক এবং বর্ত্তমান অচল অবস্থা লক্ষ্য করিলে খুব বেশী আশান্বিত হওয়া যায় না।

গোর যিয়ারত :—

আবু ছাঈদ মোহাম্মদ কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ছয় আনা। প্রাপ্তিস্থান :—সিন্দুরী ছাঈদ মন্‌যিল, পোঃ মোহনপুর, রাজশাহী—অথবা টাউন লাইব্রেরী রাজশাহী,—অথবা নিখিলবঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লে হাদিছ—সদর দফতর, পাবনা। ২৪ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা, কাগজ ও ছাপা সুন্দর। গোর যিয়ারতের মছ্‌নুন নিয়মের পরিবর্ত্তে যে সকল শির্ক ও বেদ্‌আৎ এই পুণ্য কার্য্যের মধ্যে আমদানি করা হইয়াছে, রচয়িতা তন্মধ্যে কতকগুলি বিষয়ের খণ্ডন করিয়াছেন এবং যিয়ারতের মছ্‌নুন বিধি বর্ণনা করিয়াছেন। হানাফী ও আহ্‌লেহাদিছ উভয় শ্রেণীর অনুসরণীয় উলামার অভিমতও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পুস্তিকার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লে হাদিছ

জমঈয়তের রিপোর্ট ও হিছাব প্রভৃতি এ যাবৎ বুলেটিনের সাহায্যে প্রচারিত হইত। অতঃপর তর্জুমানুল হাদিছের পৃষ্ঠায় জমঈয়তের কার্য্য বিবরণী প্রতিমাসে ইন্‌শাআল্লাহ্ প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ, বি, টি
কাইয়েম, কেন্দ্রীয় জমঈয়ৎ।

সাধু সাবধান :—

রাজশাহী যিলার মহাদেবপুর থানার অন্তর্গত চক কান্দরূপ গ্রামের ইবারতুল্লাহ মুন্‌শী নামক জনৈক ব্যক্তি নিখিলবঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদিছের প্রেসিডেন্ট মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী ছাহেবের নাম দিয়া এক জাল বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছে ও জমঈয়তের নামে জাল রসিদ ছাপাইয়া টাকা পয়সা আদায় করিয়াছে এবং স্বয়ং জমঈয়তের প্রচারক বলিয়া পরিচয় দিয়া বেড়াইতেছে। উক্ত ইবারতুল্লাহ মুন্‌শীর সহিত নিখিলবঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদিছের কোনই সম্পর্ক নাই, উক্ত ব্যক্তি জমঈয়তের সম্পূর্ণ অপরিচিত; তাহার জমঈয়তের মোবাল্লেগ বা প্রচারক হইবার কাহিনী সর্ব্বৈব মিথ্যা, তাহার প্রচারিত বিজ্ঞাপন ও রসিদপত্র সম্পূর্ণ জাল। তাহার প্রতারণা মূলক আচরণের জন্য নিখিলবঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদিছ কোন ভাবেই দায়ী নয়।

এতদ্ব্যতীত জমঈয়তে আহ্‌লেহাদিছের অংশ বাবৎ বয়তুলমালের টাকা সম্বন্ধে শুনা যাইতেছে যে, কেহ কেহ জমঈয়তকে প্রদান করিবার কথা বলিয়া

www.ahlehadeethbd.org

বিনা রসিদে টাকা আদায় করিয়াছেন।

আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, জমঈয়তের ছনদ (সার্টিফিকেট) প্রাপ্ত মোবাল্লেগগণের এবং জমঈয়তের অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে কাহারো জমঈয়তের শীলমোহরযুক্ত মুদ্রিত রসিদ ছাড়া একটী পয়সাও আদায় করার অধিকার নাই। জমঈয়তের নিজস্ব রসিদ ছাড়া যদি কেহ কাহাকেও টাকা পয়সা প্রদান করেন, তজ্জন্য নিখিলবঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদিছ দায়ী হইবে না। আমরা ছনদপ্রাপ্ত মোবাল্লেকগণের এবং জমঈয়তের হিতৈষী ও কর্ম্মীগণের হস্তে জমঈয়তের পাকা রসিদ লইয়া সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করিবার জন্য অথবা সদর দফ্‌তরে কাইয়েমের নামে মণিঅর্ডার যোগে সরাসরি ভাবে টাকা পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

জমঈয়তের কর্ম্মী ও প্রচারকদের ছফর :—

১। সভাপতি ছাহেব ঈদুলফিত্‌রের জামাআৎ পাবনা পাকিস্তান ঈদ্‌গাহে পরিচালিত করিয়া পাবনা ও উপকণ্ঠ হইতে জমঈয়তের জন্য ফিৎরা ও যাকাৎ বাবং ১৫২৫৮০ আদায় করেন। অতঃপর ১২ই শাওওয়াল হইতে ৯ই যিলকদ পর্য্যন্ত দিনাজপুর ও রংপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার ও আদায় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, ইতিমধ্যে ৩ বার বেদনাক্রান্ত হওয়ায় অনেকটা সময় তাঁহাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হয়। দুই যিলার ২৮টী গ্রাম হইতে বয়তুলমালের দরুণ ৪৬১৷৷০ ও প্রেসের সাহায্য বাবৎ ১৫২৫।৵০ সংগ্রহ করেন। রংপুর সদর মহকুমার হারাগাছ, মৌভাষা এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের অধিবাসীরা প্রেসের জন্য ১৫১০৵০ প্রদান করিয়াছেন। স্বাধীনতা দিবসে তিনি হারাগাছ হাই মাদ্‌রাছা প্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলিত করেন এবং সন্ধ্যায় জামে মছজিদ্ প্রাঙ্গণে আলহাজ শায়খ যিয়ারতুল্লাহ ছাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিরাট সভায় বক্তৃতা দেন। পহেলা যিলকদে তাঁহার উপস্থিতিতে কুড়িটী গ্রাম লইয়া হারাগাছে ইলাকা জমঈয়ৎ গঠিত হয়। মওলবী আবুলফয্‌ল, মওলানা মোহাম্মদ আবদুর রয্‌যাক, মওলানা শাহ আবদুল বাকী, আল মোহাজের, হাজী মোহাম্মদ যিয়ারতুল্লাহ, মওলানা আবদুল আযিয, মওলবী মাহবুবুর রহমান, মওলানা ওছিমুদ্দীন, মুন্‌শী মোহাম্মদ ছোলায়মান, মিঃ আযিমুদ্দীন আহ্‌মদ, মোহাম্মদ আনছুদ্দীন, মোহাম্মদ ইছ্‌রাইল মিঞা, চৌধুরী আবদুর রউফ, জমিদার মউভাষা, ছাহেবান এবং আরো অনেক সহৃদয় ব্যক্তির প্রচেষ্টায় সভাপতি ছাহেবের ছফর সফল হইয়াছিল তাঁহারা এবং সভাপতির রোগাক্রমণের সময় যাঁহারা আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ধন্যবাদার্হ। ১০ই যিলকদ পাবনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি তর্জুমানুল হাদিছের সম্পাদনার ভার লইয়াছেন।

২। জমঈয়তের কাইয়েম (সেক্রেটারী) মওলবী মোহাম্মদ আবদুর রহমান ছাহেব মোট ১৮ দিনে ৬৫ মাইল নৌকায়, ৭৫ মাইল পদব্রজে এবং ৮৭ মাইল ট্রেণযোগে ময়মনসিংহ যিলার জামালপুর ও সদর মহকুমার ৪৬টী গ্রামে স্বয়ং গমন করেন। মোট ৬২ গ্রাম হইতে যাকাৎ ও ফিৎরা বাবৎ জমঈয়তের জন্য ৬৩১।৵০ সংগ্রহ করেন এবং প্রায় ৮০টী গ্রামের ফিৎরা আদায় ও বিতরণ সম্পর্কিত বিস্তৃত তথ্য এবং জামাআতি অবস্থার রিপোর্ট সংগ্রহ করেন। তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ পরিভ্রমণের ভিতর পীর ছাহেবান, উলামায়েকেরাম, ছাত্র, যুবককর্ম্মী এবং জনসাধারণের সঙ্গে মিশিবার ও ভাবের আদান প্রদান করার সুযোগ পান এবং জমঈয়তের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্ম্মপদ্ধতি প্রচার করিতে থাকেন। সর্ব্বত্র শৃঙ্খলার অভাব এবং উচ্চস্তরের লোকদের নির্ব্বিকার অবস্থা সত্বেও জনসাধারণের মধ্যে জমঈয়ৎ সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করিয়াছেন। উৎসাহী কর্ম্মীগণের মধ্যে মওলবী আবদুল মজিদ, মওলানা তমিযুদ্দীন, মওলানা রামাযান এবং মওলবী কফিলুদ্দীন ছাহেবানের নাম উল্লেখ যোগ্য।

৩। মুবাল্লেগে আমুমী মওলানা হাক্কানি পশ্চিম বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে প্রায় দুই শত মাইল

www.ahlehadeethbd.org

পরিভ্রমণ করেন এবং জমঈয়তের ও প্রেসের সাহায্য বাবং মোট ৪৬৬৷৷/০ আনা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। তিনি ১৬ই রামাযানে বাহির হইয়া ২১শে যিলকদ তারিখে আফিসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

৪। মুবাল্লেগে আমুমি মওলানা আবুছঈদ মো'হাম্মদ রাজশাহী যিলার বিভিন্ন ইলাকায় পদব্রজে ও নৌকায় ব্যাপক প্রচার ও অর্থসংগ্রহ করিতে থাকেন, ৬৫টী গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়া ৬০৮৸০ সংগ্রহ এবং ৪টী শাখা জমঈয়ৎ গঠিত করেন।

৫। মুবাল্লেগ মওলানা যিল্লুর রহমান আন্-ছারী বক্‌রীদের পর হইতে টাউন ও উপকণ্ঠে আদায় ও সংগঠনের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

৬। রংপুর সদর মহকুমার মুবাল্লেগ মওলানা আবদুল আযিয বক্‌রীদের পর হইতে জমঈয়তের প্রচার ও আদায় কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার রোয়নামচা এখনো পাওয়া যায় নাই।

জমঈয়তের আরো দুই জন কর্ম্মী :—

নিখিলবঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদি-ছের সহঃ সভাপতি জনাব মওলানা মোহাম্মদ মওলা বখশ্ নদ্‌ভী ছাহেব এপ্রিলের মধ্যভাগ হইতে আল-হাদিছ প্রেসের ম্যানেজারের কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন এখন তিনি প্রেসের সঙ্গে সঙ্গে তর্জুমানুল-হাদিছ মাসিক পত্রের ম্যানেজারের কার্য্যভারও গ্রহণ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক মওলবী আবুল কাছেম মোহাম্মদ আদমুদ্দীন এম, এ জমঈয়তের কার্য্যে ও তর্জুমানুল হাদিছের সম্পা-দকীয় বিভাগে সাহায্য করার জন্য স্থায়ীভাবে দফ্‌তরে যোগদান করিয়াছেন।

জমঈয়তের ওয়ার্কিং কমিটীর সভা :—

২২শে সেপ্টেম্বর মোতাবেক ২৮শে যিল্‌কদ তারিখে পাবনা আহ্‌লেহাদিছ জামেমছ্‌জিদে নিখিলবঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদিছের কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটী ও লোকাল অর্গানাইযিং কমিটীর এক যুক্ত অধিবেশন স্থায়ী প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে অপরাহ্ণ চারি ঘটীকা হইতে আরম্ভ হয়। ওয়ার্কিং কমিটীর মোট ১৭ জনের মধ্যে ৯ জন এবং লোকাল কমিটির ৪ জন সভ্য সভায় যোগদান করিয়া-ছিলেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মওলানা মোহা-ম্মদ হোছায়ন ছাহেব বাসুদেবপুরী এবং কার্য্যকরী সদস্য মওলানা মোহাম্মদ রামাযান ও মওলানা মোহাম্মদ আবুল কাছেম ছাহেবান যোগদান করিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লেখেন। ২৫শে মে হইতে ২১শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত জমঈয়তের হিছাব সেক্রেটারী ছাহেব কর্ত্তৃক উপস্থাপিত এবং সভা কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হয়। ওয়ার্কিং সমিটীর সভায় ব্যাপক ভাবে প্রচার কার্য্য চালাইবার এবং অর্থ সংগ্রহের সুব্যবস্থার জন্য অধিক সংখ্যক মুবাল্লেগ নিযুক্ত করার প্রস্তাব পাশ হয়। জটিল ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ কমিটীর অনুমোদন সাপেক্ষ রাখিয়া জমঈয়তের প্রচার কার্য্যের শৃঙ্খলা আবশ্যকমত কর্ম্মচারী নিয়োগ এবং আয় ব্যয়ের সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করার ভার সভাপতি ছাহেবকে প্রদান করা হয়। মওলানা আবুছঈদ মোহাম্মদ, মওলানা যিল্লুররহমান আন্‌ছারী ও মওলানা আবদুল আযিয ছাহেবানকে জমঈয়তের মুবাল্লেগরূপে নিয়োগপত্র দেওয়া মন্‌যুর হয়।

জমঈয়তের আয় ব্যয়ের হিসাব :—

২৫শে মে হইতে ২১শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত আয়।

২৪শে মে ১৯৪৯ সাল তারিখের—

	উদ্‌বৃত্ত তহবিল	...	১৭৬০৸৵০
১।	ফিৎরা	...	৪০২৮৸/১০
২।	পূর্ব্ব বৎসরের কোরবানির চামড়ার দরুণ—		৬৭ ৶০
৩।	যাকাৎ	...	৮৮৬৷৶/১০
৪।	উশর	...	২৬৷০
৫।	মাসিক চাঁদা	...	২৩৮৸০
৬।	এক কালীন	...	৪৩৩৸৵/১৫
৭।	পুস্তক বিক্রয়	...	১২৷৷/১০
৮।	অন্যান্য	...	৪৬/০
	মোট—		৭৫০১।১০

২৫শে মে হইতে ২১শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ব্যয়।

১।	সেক্রেটারী ও মুবাল্লেগগণের ওযিফা	...	১১৮০৷৷৵০
২।	আদায় কার্য্যের জন্য যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ	...	২২৩৸৫
৩।	ঋণ শোধ	...	২০০৲
৪	২৭শে মে তারিখের জেনারেল কমিটীর সভায় খরচ		২০০৲
৫।	ষ্টেসনারী	...	৫০৸৵০
৬	ডাক টিকিট	...	১৫৩৸৵/১০
৭।	আফিস সরঞ্জাম	...	৫১৵/১০
৮।	পত্রিকা খরিদ	...	৫১৸/০
৯।	প্রেস ফণ্ডে	...	৪৯৯৵/১০
১০।	বিবিধ	...	৫২৸০
	মোট—		২৬৬৩৷৷৵/১৫

২১শে সেপ্টেম্বরের উদ্‌বৃত্ত তহবিল চারি হাজার আট শত সাঁয়ত্রিশ টাকা পৌণে চৌদ্দ আনা মাত্র।

www.ahlehadeethbd.org

আসল গিনি সোনার
আধুনিক ডিজাইনের সর্ব্বপ্রকার
অলঙ্কার প্রস্তুতের একমাত্র
মুসলিম প্রতিষ্ঠান—

ক্যালকাটা মুসলিম জুয়েলার্স

রামবাবু রোড, ময়মনসিংহ
(অলকা সিনেমার উত্তরে)

আমাদের প্রস্তুত গহনা ব্যবহারান্তে ফেরৎ দিলে গিনি সোনার বাজার দরে খরিদ করিয়া থাকি। পুরাতন গহনা উচিৎ মূল্যে খরিদ করা কিংবা তাহার বদলে নূতন গহনা দেওয়া হয়।

আপনাদের সাহায্য ও সহানুভূতিই আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবে।

প্রোঃ এম, এম, সাইদ

—মশহুর হালুয়া—

মেহদোষজনিত ধাতু দৌর্ব্বল্যের গ্যারাণ্টিযুক্ত মহৌষধ। মূল্য ৩্ টাকা মাত্র।

জীবন বিলাশ তৈল

গুণে গন্ধে অতুলনীয়। শিররোগে অদ্বিতীয় মহোপকারী কেশ তৈল। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা।

বোখার পিল

ম্যালেরিয়া জ্বরের সাক্ষাৎ যম।
মূল্য ১।০ আনা মাত্র।

গোপন ব্যাধিতে ব্যবস্থা লউন।

হাকিম আবুল বাশার
পাবনা বাজার (পাবনা)।

T

O

L

E

T

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুলহাদিছ

(মাসিক)

আহ্‌লে হাদিছ আন্দোলনের মুখপত্র

সম্পাদক : মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী।

প্রকৃত ইছলামি ভাবধারার সাহিত্যিকগণ কর্তৃক পরিপুষ্ট।

নিয়মাবলী—

১। তর্জুমানুলহাদিছ প্রতি চান্দ্রমাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়।

২। বার্ষিক মূল্য সডাক ছয় টাকা আট আনা।

৩। ভিঃ পিঃ তে লইতে হইলে চারি আনা অতিরিক্ত লাগিবে।

৪। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য আট আনা।

৫। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না।

৬। গ্রাহকগণকে বৎসরের প্রথম মাস হইতে কাগজ লইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

৭ শরিআৎ বিগর্হিত কোন বিষয় বা বস্তুর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে না।

৮। কভারের দ্বিতীয় বা তৃতীয় পৃষ্ঠা···মাসিক ১০০৲

" " " পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক " ৬০৲

" " " পৃষ্ঠার চতুর্থাংশ " ৩৫৲

" চতুর্থ পৃষ্ঠা মাসিক ১২৫৲

" " পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক " ৭০৲

" " " একচতুর্থাংশ " ৪০৲

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা——মাসিক———— ৬৪৲

" এক কলাম—— " ———— ৩৫৲

" অর্দ্ধ " —— " ———— ২০৲

" প্রতি বর্গ ইঞ্চি " ———— ২৷৷০

৯। বিজ্ঞাপনের খরচ অগ্রিম জমা দিতে হইবে।

১০। মনি অর্ডার, ভিঃ পিঃ ও বিজ্ঞাপনের অর্ডার ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে।

লেখকগণের জ্ঞাতব্য

১১। তর্জুমানুল হাদিছের অবলম্বিত নীতির প্রতিকূল প্রবন্ধ গৃহীত হইবে না।

১২। তর্জুমানে প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ ও আলোচনা গৃহীত হইবে।

১৩। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক।

১৪। অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ও কবিতা ফেরৎ লইতে হইলে রেজেষ্টারী খরচের ডাক টিকিট পাঠাইতে হইবে।

১৫। পরিশ্রমের সহিত লিখিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য প্রতি কলাম তিন টাকা হিসাবে ওযিফা দেওয়া হইবে।

১৬। সকল প্রকার রচনা সম্বন্ধে সম্পাদকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে।

১৭ প্রবন্ধ ও রচনাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিনীত—

(মওলানা) মোহাম্মদ মওসা বখ্‌শ নদভী

ম্যানেজার,

আল্‌হাদিছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস।

পোঃ ও যিলা পাবনা পাক বাঙ্গালা

আল্‌ হাদিছ পাবলিশিং হাউস

কয়েকখানি উপাদেয় পুস্তিকা

মোহাম্মদ আব্‌দুল্লাহেল কাফী আল্‌ কোরায়শী প্রণীত

১। বাঙ্গলা ভাষায় কোর্‌আনি রাজনীতির শ্রেষ্ঠ অবদান

ইছলামি শাসনতন্ত্রের সূত্র।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

২ ইছ্‌লামের মূলমন্ত্র কলেমায় তৈয়েবার বিস্তৃত কোর্‌আনি ব্যাখ্যা। ইছ্‌লামি আকিদা, আদর্শ ও কর্ম্মযোগের বিশ্লেষণ—

কলেমায় তৈয়েবা।

মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

৩। মওলানা আবু সাইদ মোহাম্মদ কৃত—

মুছ্‌লিম সমাজে প্রচলিত কবর পূজার খণ্ডন ও যিয়ারতে কবরের মছ্‌নুন তরিকার বর্ণনা—

গোর যিয়ারৎ।

মূল্য ছয় আনা মাত্র।

ম্যানেজার,

আল্‌ হাদিছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস

পাবনা, পাক-বাঙ্গালা।

——০:০——

www.ahlehadeethbd.org